BUDDHADEVA.

His Life and Teachings.

BY

THE LATE DR. RAM DAS SEN, M.R.A.S,

Member Ordinary, Oriental Academy, Florence;
Member, Societa-Asiatica-Italiana.

"The Scripture of the Saviour of the World,
Lord Buddha—Prince Siddhartha styled on earth—
In Earth and Heavens and Hells Incomparable,
All-honoured, Wisest, Best, Most Pitiful;
The Teacher of Nirvana and the Law."

EDWIN ARNOLD.

PUBLISHED BY

HARA LAL RAY.

বুদ্ধদেব।

তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মনীতি।

৺ডাক্তার রামদাস সেন

প্রণীত।

"উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্র ইব শুক্লপক্ষে
অভিবিরোচসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব পদ্মমিব বারিমধ্যে।
নদসি ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব কেশরীব বনে রাজবনচারী
বিভ্রাজসে ত্ব মগ্রসত্ব পর্ব্বতরাজ ইব সাগরমধ্যে।"

শ্রীহরলাল রায় কর্ত্তৃক

বহরমপুরে প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা,

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্‌, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

আমার

স্বর্গগত পরম পূজনীয়

পিতৃদেবের

অভিলাষানুসারে

তাঁহার পরমবন্ধু পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

ভক্তি সহকারে উৎসর্গীকৃত

হইল।

শ্রীমণিমোহন সেন।

বিজ্ঞাপন।

স্বর্গগত পূজনীয় পিতৃদেবের আদরের ধন "বুদ্ধদেব" সাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার ইচ্ছা চারি বৎসর হইতে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। তিনি সমস্ত জীবন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়া ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার শেষ পুস্তক। ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে যথন পিতৃদেব পরলোক গমন করেন তথন এই পুস্তকের চারি ফরমা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার আশীর্ব্বাদে এবং তদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ইহার প্রচার সম্বন্ধে বেদান্তবাগীশ মহাশয় যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ করিয়া ইহার মুখবন্ধটি লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে আমার হস্তে পড়িয়া "বুদ্ধদেব" অঙ্গহানি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যাহাই হউক, "বুদ্ধদেব" এক্ষণে সাধারণের প্রীতিভাজন হইলেই যত্ন ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীমণিমোহন সেন,

বহরমপুর।

উপোদ্‌ঘাত বা মুখবন্ধ।

ইহা নূতন, তাহা নূতন, এ কথা কথা-মাত্র; চিন্তাচক্ষে দেখিতে গেলে আকস্মিক অভিনবোৎপন্ন সম্পূর্ণ নূতন কিছুই নাই। মানুষকে অনেক দিন না দেখিলে সে নূতন মানুষ, জিনিসের রূপান্তর হইলে তাহা নূতন জিনিস। দেশ পূর্ব্বে দেখা না থাকিলে সে দেশ নূতন দেশ। এইরূপ নূতন ব্যতীত অন্য কোন রকমের নূতন এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। নূতন শাস্ত্র, নূতন মত, নূতন ধর্ম্ম, নূতন শিল্প, সমস্তই ঐরূপ অবস্থান্বিত। ইহা যখন ভাবি, চিন্তা করি, তখন আমার নিম্নলিখিত শ্লোকটী মনে পড়ে এবং বড় ভাল লাগে।

"যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না রচনেয়ং বিবস্বতঃ।
প্রসাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ প্রাদুর্ভবতি কামতঃ॥"

[সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

যদি কিছুই সম্পূর্ণ নূতন না থাকে তবে বুদ্ধের মত বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন নহে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে সাহসের সহিত বলিতে পারি। তবে যে লোকে বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বেদধর্ম্মাপেক্ষা নূতন, আমার মতে তাহা প্রোক্ত প্রকারের নূতন, সম্পূর্ণ নূতন নহে। কেহ কেহ বলেন—No trace of whatever existed before the life and period of Buddha is to be found out now. এ কথা যদি কেবল শিল্পকার্য্য লক্ষ্য

করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে আমাদের ঐ কথার উপর তর্ক নাই, নচেৎ ঐ কথা নিতান্ত অসার। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বুদ্ধ মতের হস্ত, পদ, হৃদয়, প্রাণ, মস্তক, সমস্তই প্রাচীন বৈদিক মতের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থানে লুকায়িত ছিল; বুদ্ধ সেই গুলি যোড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন মাত্র।

বুদ্ধদেব অর্থাৎ শাক্যসিংহ তত প্রাচীন হউন বা না হউন, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বা মত সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অধিক কথা কি বলিব, বাল্মিকি রামায়ণে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে।

"যথা হি চৌরः স তথাহি বৌদ্ধः
তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।।"

[ইত্যাদি অযোধ্যাকাণ্ড দেখ।

এতৎ প্রমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে; আবার ঐ শ্লোককে পক্ষান্তরে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রক্ষিপ্ত হইলে ঐ শ্লোককে নূতন রচিত বলিতে হইবে। ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু শাক্যসিংহ যখন শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ; তাঁহার পূর্ব্বেও যখন ৫৫ জন বুদ্ধ ছিলেন, স্বর্গেও পদ্মোত্তর প্রভৃতি ৪৯ বুদ্ধ আছেন এবং তাঁহারা শাক্যসিংহের অনেক পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রথিত, এবং আমাদের বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ. গণেশ ও শম্ভু প্রভৃতি

উপপুরাণ মধ্যেও যখন বৌদ্ধধর্ম্মের ও বুদ্ধাবতারের কথা লিখিত আছে, তখন আর আমরা বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মনিচয়কে শাক্যসিংহ অপেক্ষা অধিক পুরাতন না বলিয়া থাকিতে পারি না। শাক্যসিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ, তিনি "বহুজনহিতায় বহুজনকৃপায়ৈ" এই মর্ত্ত্যভূমে মর্ত্ত্যশরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মসময়ে এ দেশ বৈদিক কর্ম্মকলাপের স্রোতে প্লাবিত হইতেছিল; জ্ঞানকাণ্ড না থাকার ন্যায় হইয়াছিল, এইমাত্র ঘটনা।

শুনিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব না-কি বেদ-নিন্দা করিয়াছিলেন। আমরা সাধ্যমত তদীয় জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার পবিত্র জীবনে উক্ত নিন্দাবাদের লেশমাত্রও দেখিতে পাই নাই। তাঁহার মনে কেবল খেদ—কেবল ক্ষোভ! জীবগণ যে বৃথা কষ্ট ভোগ করিতেছে তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ক্ষোভের উদয় হইত। বিদ্বেষ বা নিন্দা করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। পরবর্ত্তী অসাধুচিত্ত বৌদ্ধেরাই বেদকে ভণ্ড-নির্ম্মিত বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল, তিনি কখনও ঘুণাক্ষরে বেদ-নিন্দা করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন কি-না তাহা এখন স্থির বলা যায় না। তিনি অহিংসাধর্ম্মপ্রিয়, অহিংসা ধর্ম্মের উপদেশক, সুতরাং হিংসা-ঘটিত বৈদিক ক্রিয়া কলাপ (যাগযজ্ঞ) তাঁহার মতবহির্ভূত। তিনি সংসারত্যাগের পরিপোষক ও চিত্তনৈর্ম্মল্যকারী শুক্ল ধর্ম্মের পক্ষপাতী, তাই তিনি হিংসাঘটিত ও কামনাঘটিত বৈদিক

কর্ম্ম করেন নাই এবং করিতে অন্যকেও নিষেধ করিতেন। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম তাঁহার মতের অনুকূল, সে সকল কর্ম্মে তাঁহার নিষেধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্দেশীয় জয়দেব কবি এ বিষয়ে ঠিক কথাই বলিয়া গিয়াছেন।—"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।" ইহার অর্থ এই যে, যে সকল শ্রুতিতে পশুঘাতঘটিত যজ্ঞের বিধান, তুমি দয়ার্দ্র হইয়া সেই সকল শ্রুতির নিন্দা করিয়াছ। জয়দেব নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব সমুদয় বেদের নিন্দা করেন নাই—কেবল যজ্ঞবিধির দোষোদ্ঘোষণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে আমরা আবার বলি, তিনি যজ্ঞবিধির নিন্দা করেন নাই। লোকের যে তদ্বিষয়িনী প্রবলা প্রবৃত্তি বা গাঢ় অনুরাগ ছিল, তিনি তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত বেদবিদ্বেষ্টা হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে কখনই নারায়ণের অবতার বলিয়া মান্য করিতেন না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে সকল যজ্ঞে হিংসাদি দোষ নাই—যাহা জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়—আধ্যাত্মিক বা উপাসনাত্মক যজ্ঞ—সে সকল যজ্ঞ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল না। কেননা তিনি নিজেই তাদৃশ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা—

"আত্ম পরহিত প্রতিপন্নোঽনুত্তর প্রতিপত্তি শূরঃ * * * সর্ব্ববস্তু নিরপেক্ষ পরিত্যাগঃ দানী সম্বিভাগ রতঃ সততপাণিত্যাগশূরঃ যষ্টযজ্ঞঃ।"

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে

প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন,শিষ্যেরা তদর্থ ধারণ ও বহু বিস্তার করতঃ প্রকাশ করিতেন। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক জনৈক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকটেও শুনা যায়। "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে"—তাঁহার বিনেয়গণ অর্থাৎ শিষ্যগণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, এতাদৃশ ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। সেই জন্য ইহার অন্য নাম নবধর্ম্ম। এই নবধর্ম্মানুরাগিগণ বুদ্ধকে "জরা মরণ বিঘাতী ভিষগ্বর" বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টময়, জন্মিলেই জরা ব্যাধি মরণের অধীন হইতে হয়, তন্নিবারণার্থ সতত নির্ব্বাণ কামনায় রত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ মাত্রেরই পূর্ব্ব জন্মে পরজন্মে বিশ্বাস আছে। জীব নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, স্বয়ং শাক্যসিংহ হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পশু যোনি ভোগ করিয়া অবশেষে মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন তাঁহার মত তত অধিক প্রকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম জগতের হিতের জন্য দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান তিন শিষ্য ত্রিপেটক রচনা করেন। ত্রিপেটকের প্রথম অংশ অভিধর্ম্ম, তাহা কাশ্যপ-রচিত। দ্বিতীয় অংশ সূত্র, তাহা আনন্দের রচিত। তৃতীয় অংশ বিনয়, তাহা উপালি নামক শিষ্যের দ্বারা রচিত।

ইহা খৃষ্টজন্মের অন্যূন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ পণ্ডিত ভিক্ষুর সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিন বার বৌদ্ধসঙ্গম আহূত হয়। সেই সকল সঙ্গমে ধর্ম্মের অনেক সন্দিগ্ধ কথার মীমাংসা হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

মগধরাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈর-নির্যাতনে স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে প্রচণ্ডাশোক নামে খ্যাত করিয়াছিল। অশোক রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা দেখিয়া লোকে ইঁহাকে ধর্ম্মাশোক আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিল। চারি বৎসরের মধ্যে ইনি সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহাচীন করতলস্থ করিয়াছিলেন, অন্যান্য মহাদেশও বশীভূত করিয়াছিলেন। ইনিই বৌদ্ধগণের "দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারক ইঁহারই আজ্ঞায় দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিল। ইঁহারই প্রভাবে অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় জাতি বৌদ্ধ হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে ইঁহার মৃত্যু হয়, তৎপরে ভারতবর্ষে আর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। অশোক পুত্র মহেন্দ্র; কেবল মাত্র ইনিই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল অংশ প্রচারিত করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব কপিলের ন্যায় নিরীশ্বর। কারণ, কোনও স্থানে তিনি ঘুণাক্ষরেও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করেন নাই। তিনি জগতের কার্য্যকারণ ভাব যেরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে স্বভাববাদী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

বুদ্ধের নীতি অতীব মনোহর। তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় এবং তাহার যথাযথ অনুসরণ করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। সেই জন্যই সমস্ত জগতে বুদ্ধ-নীতি সমাদৃত। এমন কি, সভ্য ইউরোপ খণ্ডেও বৌদ্ধ জ্ঞানের ও বৌদ্ধ নীতির বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট শুনা যায়, পৃথিবীতে না-কি অদ্যাপি ৮০ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে। সে সকলের মধ্যে এই সকল গ্রন্থ না-কি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত। অষ্টসাহস্রিক, কারণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, তথাগত-গুহ্যক, ললিতবিস্তর ও সুবর্ণপ্রভাস। তাঁহারা আরও বলেন যে, সমুদায় বৌদ্ধগ্রন্থ দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত। সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, দান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অভি-ধর্ম্ম, অবদান ও উপদেশ। বৌদ্ধগ্রন্থ অধিকাংশই পালী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। কেবল এই কএকটী গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত। প্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্র ও দেবপুত্র কৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয়সূত্র, মহান্যসূত্র, মহান্যসূত্রালঙ্কার, জাতকমালা, চৈত্যমাহাত্ম্য,

অনুমান খণ্ডন, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তন্ত্র ও সঙ্গীর্ণ তন্ত্র।

আমরা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ পাঠকালে ৪ প্রকার বৌদ্ধ থাকার কথা শুনিয়াছিলাম। যথা—সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। ধর্ম্ম-কীর্ত্তি নামক বৌদ্ধাচার্য্যও ঐ কথা বলেন। কিন্তু খুঁজিয়া পাই না এবং বৌদ্ধগ্রন্থ দেখিয়া বুঝিতেও পারি না যে, এই গ্রন্থ সৌত্রান্তিকের, এই গ্রন্থ বৈভাসিকের, এই গ্রন্থ যোগাচারসম্মত এবং এই গ্রন্থ মাধ্যমিক দিগের। যাহাই হউক, ৪ জন শিষ্যের দ্বারা যে তাঁহার মত বিভিন্ন প্রস্থানে প্রস্থিত হইয়াছিল, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই।

বোধিচিত্তবিবরণ নামে এক বৌদ্ধগ্রন্থ আছে। তাহাতে লিখিত আছে,—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥"

পূজ্যপাদ লোকনাথের (বুদ্ধের) উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের বুদ্ধি একরূপ না থাকায় বুদ্ধমত বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, সত্য সত্যই বুদ্ধমত বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ এক হইলেও তাহা আচার্য্যগণের মতের দ্বারা বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। এমন

কি, শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা এখন সহজে বোধ-
গম্য করা যায় না। ফল, বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র
ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। তাহা না হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে
নারায়ণের অবতার বলিয়া সম্মানিত করিতেন না।

নিশ্চিত বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র ছিল, এই বিশ্বা-
সের বশীভূত হইয়া স্বর্গীয় রামদাস বাবু বিবিধ পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ
আহরণ পূর্ব্বক বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাঁহার সেই অসাধারণ চেষ্টার ও অধ্যবসায়ের
ফল। সমধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি এ ফল ভোগ
করিয়া গেলেন না। এ গ্রন্থ কোন ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ
নহে; প্রবাদ বাক্য শুনিয়াও লিখিত নহে। নব্য হিন্দুদিগের
দ্বারা বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত বৌদ্ধমত দেখিয়াও লিখিত নহে।
ইহা ভূরি ভূরি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ পরিদর্শনের পর লিখিত হই-
য়াছে। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধের প্রকৃত বা অবিকৃত জীবন ও
ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। সেই জন্যই অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা এই
পুস্তক আমাদের অধিক আদরের বস্তু। বৌদ্ধগ্রন্থ পর্য্যালোচনা
করিয়া যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক
বলিতে পারি, বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধধর্ম্ম নিন্দনীয় নহে এবং তদুক্ত
ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতনও নহে। আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রের ও
অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহিত মূল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় মিল আছে। এ
কথা সত্য কি মিথ্যা, পাঠকগণ তাহা মনোযোগ সহকারে

মাত্র এই পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। ইংরাজি ভাষায় লিখিত বুদ্ধচরিতের অনুভাষা প্রচারিত হওয়ায় তৎপাঠে অনেক লোক বুদ্ধজীবনের প্রকৃত আদর্শে সন্দিহান হইতে ছিলেন। বুদ্ধজীবন ও বুদ্ধধর্ম্ম ঠিক্ অনুভাষিতানুরূপ কি না তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। সেই কারণে লেখক অনেকগুলি মূল বৌদ্ধগ্রন্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার আশা ছিল, লোকে আমার প্রচারিত "বুদ্ধদেব" পুস্তক পাঠ করিয়া অসন্দিগ্ধরূপে বুদ্ধজীবন ও বুদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে। অনুমান করি, ইহার প্রচারে তাঁহার সেই সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

বেদান্তবাগীশোপনামক-

শ্রীকালীবর শর্ম্মা।

পুস্তকের বিষয় বা সূচী।

সপ্তম পরিচ্ছেদে—শাক্যসিংহের তপস্যা, বোধিবৃক্ষতলে গমন ও ধ্যানযোগের অনুষ্ঠান।

অষ্টম পরিচ্ছেদে—শাক্যসিংহের বোধিদ্রুমমূলে বাস, মার-বিজয়, ধ্যানযোগ বা সমাধি-অনুষ্ঠান ও নির্ব্বাণ-জ্ঞান-লাভ।

নবম পরিচ্ছেদে—বুদ্ধের বোধিবৃক্ষতলে অবস্থান, দেবগণের আনন্দ, মার-প্রলোভন, মুচিলিন্দনাগভবনে গমন, তারারণবনে ভ্রমণ, বিহার, বণিকসংবাদ, ধর্ম্মপ্রচারের ইচ্ছা, বনদেবতাগণের উক্তি, মগধভ্রমণ, বারাণসীগমন, শিষ্যলাভ ও ধর্ম্মপ্রচার।

দশম পরিচ্ছেদে—ধর্ম্মপ্রচার বা বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি, বুদ্ধের শিষ্য ও শিষ্যানুশাসন, মগধবিহার, কপিলবস্তুনগরে গমন, পুত্রকলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ, শাক্যপরিবারের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ, মগধে আগমন, শ্রীচণ্ডীগমন, শুদ্ধোদনের মৃত্যু, বুদ্ধকর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার, সন্ন্যাসিনীদল, শিষ্যগণের প্রতি বুদ্ধের শেষ উপদেশ ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ।

একাদশ পরিচ্ছেদে—ধর্ম্মসংগ্রহ বা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র।

পরিশিষ্টে—বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত নানা কথা।

বুদ্ধদেব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল—শাক্যবংশের উৎপত্তি—শাক্য নামের কারণ—কপিলবস্তু নগর—ও তাহার ইতিবৃত্ত।

বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস পরম্পরা অনুসন্ধান করিলে এবং তদুক্ত যুক্তির আশ্রয় লইলে কতকটা জানা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে এমন স্থির হয় না যে, শাক্যসিংহ ঠিক্ এত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব তাঁহাদের খৃষ্ট জন্মের অন্যূন ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। অন্যে বলেন, তিনি খৃষ্টের অন্যূন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইংরাজগণের এ নির্ণয় কিং-মূলক তাহা আমরা

জানি না, কাযেই আমাদিগকে এ সম্বন্ধে পৃথক্ অনুসন্ধান করিতে হইল।

কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কহ্লণ পণ্ডিত এক স্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন, তুরুষ্কবংশীয় হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক, এই তিন ব্যক্তি যখন কাশ্মীরের রাজা; কাশ্মীর তখন বৌদ্ধপরিব্রাজকে পরিপূর্ণ। ভগবান্ লোকনাথের অর্থাৎ বুদ্ধের পুরপ্রয়াণের ১৫০ বৎসর পরে কাশ্মীরে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছিল। * ঐ সময়ে নাগার্জুন নামক জনৈক বৌদ্ধ ভূপতি জন্মিয়াছিলেন।

কহ্লণ পণ্ডিত ১০৭০ শকাব্দে সুব্রত পণ্ডিতের রাজকথা,

---

* অথাভবন্ স্বনামাঙ্কপুরত্রয়বিধায়িনঃ।
হুষ্ক জুষ্ক কনিষ্কাখ্যাস্ত্রয়স্তত্রৈব পার্থিবাঃ॥
স বিহারস্য নির্ম্মাতা জুষ্কোজুষ্কপুরস্য যঃ।
জয়স্বামিপুরস্যাপি শুদ্ধধীঃ স বিধায়কঃ॥
তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ।
শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু মঠচৈত্যাদি চক্রিরে॥
প্রাজ্যে রাজ্যক্ষণে তেষাং প্রায়ঃ কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোজ্যমাস্তে চ বৌদ্ধানাং প্রব্রজ্যোর্জিততেজসাম্॥
ততো ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুরনির্বৃতেঃ।
অস্মিন্ মহ লোকধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাত্॥

ইত্যাদি।

ক্ষেমেন্দ্রের রাজাবলী, নীলমতপুরাণ, পূর্ব্ব-রাজগণের প্রতিষ্ঠাপিত বস্তু, অনুশাসন ও প্রশস্তিপট্ট প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে অধিক ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তিনিও বলিয়াছেন, "भ्रान्तोऽ ग्रन्थभ्रमसङ्क्रमः" আমার গ্রন্থে সমস্ত ভ্রমদোষ উপশান্ত হইয়াছে। তিনি যখন স্বগ্রন্থে উপরি উক্ত কালের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমরা উক্ত কাল সাদরে গ্রহণ করিতে পারি, বিশ্বাস করিতেও পারি। এই কাল অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে, গণনায় কত বৎসর হয় তাহা দৃষ্ট করুন।

কল্যব্দের অতীত	৬৫৩৷০
গোনর্দ্দ রাজা	৩৫৷৬
দামোদর	৩৫৷৬
বাল গোনর্দ্দ	৩০৷০
ক্রমিক ৩৫ জন রাজা ...	১২৬৬৷০
লব	৫৫৷০
কুশেশয়	৩৷৮
খগেন্দ্র	৬০৷০
সুরেন্দ্র	৩০৷৬
গোধর	৩৫৷৭
সুবর্ণ	৬০৷০

জনক	... ...	৬০।০
শচীনর	... ...	৭১।০
*অশোক	... ...	৬২।০
জলৌক	... ...	৩০।০
দ্বিতীয় দামোদর	... ...	২৫।০
		২৪৯২।৯

ঐ ঐ রাজ্যকাল সঙ্কলন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরাদির সমকালিক গোনর্দ্দ রাজার রাজ্য কাল আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দামোদর রাজার রাজ্যকাল সমাপ্ত হইতে কলির প্রারম্ভাবধি ২৪৯২।৯ বৎসর ও মাস লাগিয়াছিল। ইহার পরেই হুষ্কজুষ্কাদি রাজার রাজ্যকাল; তাহার সংখ্যা ৬০।০। সমুদায় একত্রিত করিলে ২৫৫২।৯ লব্ধ হয়। ইহার ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ রাজ্যপরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। ২৫৫২।৯ বৎসরের ১৫০ বাদ দিলে ২৪০২।৯ থাকে। সুতরাং কহ্লণ পণ্ডিতের গণনায় কলির ২৪০২।৯ মাসের কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী হন, ইহা নির্ণীত হয়। ধারাবাহিক পঞ্জিগণনার দ্বারা জানা যায় যে, কল্যব্দ এখন ৪৯৮৬ হইয়াছে। ৪৯৮৬ হইতে ২৪০২ বাদ দিলে ২৫৮৪ থাকে; কাযে কাযেই বলিতে হই-

* এ অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক নহে। ইনি শচীনরের পিতৃব্যপুত্র, শকুনির প্রপৌত্র এবং কাশ্মীরের রাজা। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক- অশোকবর্দ্ধন ও প্রচণ্ডাশোক নামে বিখ্যাত।

তেছে, ভগবান্ বুদ্ধ ২৫৮৪ বৎসরের পূর্ব্ব জন্মিয়াছিলেন এবং তিনি খৃঃ পূঃ ৬৯৯ বৎসর সময়ে জীবিত ছিলেন।*

বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু গ্রন্থে অন্য এক সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ মগধের রাজা বিম্বিসারের প্রার্থনায় রাজগৃহ নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন †। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে মহাবুদ্ধ শাক্যমুনি রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক। রাজা বিম্বিসার চন্দ্রগুপ্তের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ। যথা—

বিম্বিসার।
|
অজাতশত্রু।
|
দর্ভক।
|
উদয়াশ্ব।
|
নন্দিবর্দ্ধন।
|
মহানন্দী।
|
নন্দ (৮ পুত্রসমেত)।
|
চন্দ্রগুপ্ত।

---

* কেহ কেহ বলেন, রাজতরঙ্গিণীর এই নির্ণয় সম্যক্ শুদ্ধ না হইতেও পারে। কেন-না, অন্যান্যপ্রমাণের সহিত উক্তনির্ণয়ের মিল হয় না এবং মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণী পুস্তক খানি বিশেষ শুদ্ধ নহে; ইহাতে অনেক ভুল আছে।

† "গচ্ছ রাজগৃহং তহিং বুদ্ধো ভগবাং প্রতিবসতি।
শ্রেণোয়স্য রাজ্ঞো বিম্বিসারস্য যাচিতবাসো প্রতিবসতি।"
[মহাবস্তু অবদান।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে নন্দগণ ১০০ বর্ষকাল সিংহাসন ভোগ করেন। নবনন্দের অন্যূন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিম্বিসারের রাজ্যাধিকার ছিল।* বিষ্ণুপুরাণের লিপি ও উক্ত প্রকার অনুমান সত্য হইলে, ইহাও সত্য হইবে যে, ভগবান্ শাক্যসিংহ চন্দ্রগুপ্ত রাজার অন্যূন ৩০০ তিন্ শত বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা পরীক্ষিত যখন রাজ্য করেন, কলি তখন ১২০০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। যথা—

"তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"

এই সময়ের পর, সপ্তর্ষি মণ্ডল যখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র গত হইবেন, নন্দ তখন সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এবং কলিও সেই সময় হইতে প্রবল হইবে। যথা—

"প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।"

সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন।

---

* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, শিশুনাগ হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত ১০ জন রাজা ৩৬২ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। দশ জন রাজার রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর হইলে তন্মধ্য হইতে শিশুনাগ, ক্ষেম ধর্ম্মা, ক্ষত্রৌজা, এই তিন ব্যক্তির রাজ্যকাল হইতে ১৫০ বৎসর বাদ দিলে তৎপরবর্ত্তী বিম্বিসার প্রভৃতি ৭ জন রাজার রাজ্যকাল ২০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র অতিক্রম করিতে অন্যূন ১১০০ বৎসর লাগিয়াছিল। পূর্ব্বের বারো শত, আর এই এগার শত, সমুদায় একত্রিত করিয়া কলির ২৩০০ শত বৎসর পরে নন্দরাজ্য হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত হয়। এই নির্ণয় সত্য হইলে ইহাও সত্য হইবে যে, কলির ২৩০০ বৎসর পরে, ২৪০০ বৎসরের মধ্যে বুদ্ধাবতার ঘটনা হইয়াছিল। অতএব আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্র অনুসারেও বুদ্ধদেবের আয়ু এক্ষণে ২৬০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহাঁর আয়ু ২৪০০ শতের অধিক হয় নাই।

ভাগবত মহাপুরাণে ভবিষ্য অবতার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের জন্মকাল নিম্নলিখিত প্রকারে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

"কলৌ সম্প্রবৃত্তে" এই কথার 'কলির সম্যক্ বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে' এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ লব্ধ হয়। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখ অনুসারে অর্থাৎ—

"তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।"

মহাপদ্ম নন্দ রাজা হইলেই তৎসময়ে কলির বৃদ্ধি হইবে ;— এই বচন অনুসারে স্থির হয় যে, নন্দের সময় অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধাবতার হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ভাগবত বচন ও এই বিষ্ণুপুরাণ বাক্য তুলার্থ্য করিয়া বা মিলাইয়া লইলে অবশ্যই স্থির হইবে, জিনপুত্র বুদ্ধ প্রথম নন্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধ্যগয়াপ্রদেশে আবির্ভূত অর্থাৎ খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন। এ প্রমাণ সত্য হইলে শাক্যসিংহকে চন্দ্রগুপ্তের অনধিক ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক বলা যাইতে পারে এবং ইহাতে ইংরাজ পণ্ডিতগণের অনুমানকে কিছু পরিমাণে সত্য বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মগধ দেশে প্রদ্যোতন নামে এক রাজবংশ বিদ্যমান ছিল।*

নন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদ্যোতন বংশ সত্য সত্যই বৌদ্ধ আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা আমাদের বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাই।† প্রদ্যোতনবংশ শেষ হইলে ক্ষত্রৌজা, ক্ষেমধর্ম্মা, কাকবর্ণ ও শিশুনাগ, এই চারি জন মাত্র রাজা

---

* "অপরে লেবমাহুঃ। ইদং প্রদ্যোতনকুলং মহাবলঞ্চ মহাবাহনঞ্চ পরচমূাম্বর্সি বিজয়লব্ধঞ্চ। তত্ প্রতিরূপমস্য বোধিসত্ত্বস্য গর্ভ প্রতি সংস্থানায়েতি।"

[ললিত বিস্তর, ৩ অং।

† নন্দিবর্দ্ধনান্তাঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। ততশ্চ শিশুনাগাদয়ঃ। ইত্যাদি।

[বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ২৪ অং।

ক্রমপ্রাপ্ত সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অব্যবহিত পরে রাজা বিম্বিসার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া মগধে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা মহাবস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই।

এই সকল অনুসন্ধানলব্ধ প্রমাণের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাতে বুদ্ধ দেবকে কোনও প্রকারে খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায় না। উহার অধিক পূর্ব্বে তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই স্থির হয়।

শাক্যবংশের উৎপত্তি ও শাক্য নামের কারণ।

প্রসিদ্ধি আছে, বুদ্ধদেব শাক্য নামক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাঁহার শাক্যসিংহ ও শাক্যমুনি এই দুই পৃথক নাম প্রচারিত আছে। শাক্যবংশের উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস অতীব অদ্ভুত। বৌদ্ধদিগের প্রধান প্রধান গ্রন্থে এই বংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা যেরূপ বলে, তাহাতে স্থির হয়, শাক্যবংশ কোন এক পৃথক্ বংশ নহে; আমাদিগের পৌরাণিক সূর্য্যবংশের একটি পৃথক শাখা মাত্র। সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকু রাজা যে বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বংশের এক ধারা হইতে শাক্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ইক্ষাকু

বংশীয় সুজাত নামক রাজার পুত্রেরা কোন এক কারণে নির্ব্বাসিত হইয়া "শাক্য" এই অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের "মহাবস্তু অবদানং" নামে * এক বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে 'রাজবংশের আদি' এতন্নামক অধ্যায়ের মধ্যভাগে শাক্যবংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। †

"পূর্ব্বে অযোধ্যা মহানগরে সুজাত নামে এক ইক্ষাকুবংশীয় মহারাজা ছিলেন। এই ইক্ষাকু রাজা সুজাতের (বা সঞ্জাতের) পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম ওপুর; নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ। কন্যা পাঁচটীর নাম শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার "জেন্ত" নামে আর এক পুত্র হইয়াছিল, সেটী তাঁহার সখী-পুত্র। সখীর নাম জেন্তী, তৎকারণে তৎপুত্রকে লোকে "জেন্ত" বলিত। প্রথিত আছে, রাজা সুজাত এক সময়ে জেন্তীকে স্ত্রীভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন। জেন্তী তাঁহার অভিমত

* গ্রন্থ খানি বহুপুরাতন ও সমধিক মান্য। ফরাশীশ পণ্ডিত সিনার্ট ৯২০ সম্বৎ অব্দের একখানি হস্ত লিখিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইহার মুদ্রন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই গ্রন্থ বহুপুরাতন। আমাদের বিবেচনায় মহাবস্তু গ্রন্থখানি অন্যূন ১১১৬ বৎসরের পূর্ব্বের।

† पश्चिमको साकेते महानगरे सुजातो नाम इक्ष्वाकुराज अभूषि। ইত্যাদি ক-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন।

পূরণ করিয়াছিল। রাজা জেন্তীর প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া একদা তাহাকে বরপ্রার্থনা করিবার অনুরোধ করেন। বলিলেন, জেন্তি! আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। জেন্তী বলিল, মহারাজ! আমি আমার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিব। এই কথা বলিয়া সে তন্মুহূর্ত্তে নিজ পিতা মাতার নিকট গমন করিল ও বরবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। বলিল, রাজা আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। আমার ইচ্ছা, আপনারা যাহা বলিয়া দিবেন, আমি তাহাই রাজার নিকট প্রার্থনা করিব। এই কথা শুনিয়া, জেন্তীর পিতা মাতা, আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিল। কেহ বলিল, একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম চাহিয়া লও। কেহ বলিল, অনেক ধন রত্ন চাহিয়া লও।

সেই সময়ে সেই স্থানে এক পরিব্রাজিকা উপস্থিত ছিল। এই ভিক্ষুকী চতুরা, বুদ্ধিমতী ও পণ্ডিতা। সে বলিল, জেন্তি! তুমি বেশকারিণীর কন্যা, এজন্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, তোমার গর্ভজাত পুত্র রাজদ্রব্যেরও অংশভাগী হইবে না। রাজার পাঁচ পুত্র আছে। তাহারা ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত; সুতরাং তাহারাই পিতৃরাজ্যের ও পৈতৃকধনের অধিকারী হইবে। এক্ষণে রাজা সুজাত তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। রাজা সুজাত সত্যবাদী, মিথ্যা বলেন না, যাহা বলেন তাহাই করেন, এনিমিত্ত আমি বলি, তুমি রাজার নিকট এইরূপ বর

চাও।—'মহারাজ! আপনার পাঁচ পুত্রকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিউন—তাহাদিগকে বনবাসী করিয়া আমার পুত্র জেন্তকে যুবরাজ করুন। তাহা হইলে আপনার ও আমার এই পুত্র জেন্ত অযোধ্যা মহানগরে রাজা হইতে পারিবে।' জেন্তি! এই বর লইলেই তোমার সব সফল হইবে। অনন্তর জেন্তী ভিক্ষুকীর পরামর্শে তাহাই করিল। রাজা সুজাত জেন্তীর প্রার্থনা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, পুত্রস্নেহে কাতর হইলেন; কিন্তু কি করেন, কোন ক্রমেই স্বীকৃতপ্রদানে বিমুখ হইতে পারিলেন না। "যাহা চাহিবে তাহাই দিব" এইরূপ বলিয়া এখন আর তাহা অন্যথা করিতে পারিলেন না। বলিলেন, জেন্তি! তাহাই হউক, তোমাকে ঐ বরই দিলাম। অনন্তর, নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই রাজার বরপ্রদানের কথা শুনিল। সকলেই শুনিল, রাজা স্বীয়পুত্রদিগকে রাজ্যবহিস্কৃত ও বনবাসী করিয়া বিলাসিনীপুত্র জেন্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তখন, সমস্ত লোক ঐ সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইল। রাজপুত্রগণের গুণ ও মহিমা মনে করিয়া কাতর হইতে লাগিল এবং সকলেই বলিল, কুমারগণের যে গতি, আমাদিগেরও সেই গতি, আমরাও কুমারগণের সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইব। রাজা সুজাত শুনিলেন, কুমারগণের সঙ্গে অযোধ্যানগরের সকল লোকই বনগমন করিবে। শুনিয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং হৃষ্টই হইলেন। তখন তিনি নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে

যে কুমারগণের সঙ্গে প্রবাসগমন করিবে, সে সে যাহা যাহা চাহিবে আমি তাহাদিগকে তাহা তাহাই দিব। যাহার হস্তীতে প্রয়োজন, তাহাকে হস্তীই দিব। অশ্বের প্রয়োজন থাকিলে অশ্ব দিব, রথ চাহিলে রথ দিব, যান চাহিলে যান দিব, শকট চাহিলে শকট দিব, বৃষ চাহিলে বৃষ দিব, ধন চাহিলে ধন দিব, বস্ত্র চাহিলে বস্ত্র দিব, অলঙ্কার চাহিলে অলঙ্কার দিব, দাস দাসী চাহিলে দাস দাসীও দিব। অদ্য রাজপুরুষেরা আমার আজ্ঞায় যে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে। অনন্তর রাজ-আজ্ঞা প্রচারিত হইলে রাজামাত্যগণ ধনাগার মুক্ত করিল এবং যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই প্রদান করিল। এইরূপে সেই রাজকুমারেরা সহস্র সহস্র সৈনিক পুরুষ লইয়া ও ধনরত্নাদি লইয়া অযোধ্যা মহানগরী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিল। অনন্তর কাশীকোশল-দেশের রাজা তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া রাজপুত্রদিগকে আপন রাজ্যে আনয়ন করাইলেন। কাশীকোশলদেশের * মনুষ্যগণ পূর্ব্ব হইতেই কুমারদিগকে ভাল বাসিত, এক্ষণে তাহারা আরো ভালবাসিতে লাগিল। অত্যল্প দিন পরেই কাশীকোশলের রাজার ঈর্ষ্যা

* অযোধ্যা রাজ্যের পূর্ব্বভাগ ও কাশীরাজ্যের পশ্চিমভাগ পূর্ব্বে "কাশীকোশল" নামে অভিহিত হইত। ঐ ভাগকে পূর্ব্বে পূর্ব্বকোশলও বলিত এবং কাশীরাজ্যের শাসনাধীন থাকায় কাশীকোশল বলিত।

জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, প্রজাগণ কুমারগণের গুণে অধিক মুগ্ধ হইলে আমার প্রাণবিনাশ করিতেও পারে, কুমারদিগকে রাজা করিতেও পারে। অতএব, ইহাদিগকে স্থান দেওয়া আর আমার উচিত নহে। এই ভাবিয়া কাশীকোশলের রাজাও তাঁহাদিগকে রাজ্যবহিষ্কৃত ও নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কুমারেরা তখন তদ্দেশীয় ও স্বদেশীয় বহুলোক সঙ্গে লইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। কোথায় গেলেন, কোন্ দেশে গিয়া প্রবাস-বাস করিলেন, তাহাও মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে লিখিত আছে। * তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

অনুবাদ।—হিমালয়-সমীপে, কপিল † নামে এক মহানুভাব মহৈশ্বর্য্যশালী ও মহাজ্ঞানী ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রম স্থানটি অতি বিস্তীর্ণ, রমণীয়, পত্রপুষ্পাদিসম্পন্ন ও স্বচ্ছ-সলিল-যুক্ত ছিল। এই কপিলাশ্রমের এক অংশে এক মহান্ শাকোট বন ছিল। কুমারেরা কাশীকোশল রাজ্য অর্থাৎ অযোধ্যা

---

* খ-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন।

* এই কপিল সাঙ্খ্যবক্তা ও সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা কপিল হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। তাহার কারণ এই যে, ইনি গোতমগোত্রীয় বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। যথা—

"पितृशापेन कश्चिदिक्ष्वाकुवंशीया गौतमवंशज-कपिलमुनि-राश्रमे शाकवृक्षवने कृतवासाः शाक्य इत्यभिधां प्राप।

(ভারত) এতদ্ভিন্ন, মহাবস্তু অবদান গ্রন্থেও এই কপিল গোতম বংশজ বলিয়া পরিচিত আছেন।

রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর উত্তরে গমন পূর্ব্বক সেই কপিলাশ্রমের অন্তঃসীমাসন্নিবিষ্ট বিস্তীর্ণ শাকোট বনে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহাদের তাদৃশ বনবাস অযোধ্যাদেশে ও কাশীকোশলদেশে ক্রমে বাণিজ্যব্যবাসায়ী জনগণের দ্বারা প্রচারিত হইল।

একদা সেই প্রদেশের বণিক্গণ কাশিকোশল দেশে আগমন করিলে, কাশিকোশল দেশের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা হিমালয়ের নিকটস্থ শাকোটবন হইতে আসিয়াছি। ক্রমে অযোধ্যাদেশের বণিকেরাও সেই দেশে যাতায়াত আরম্ভ করিল। অন্য লোকে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোথায় যাইবে? তাহারা বলে, আমরা হিমালয়ের নিকটস্থ কপিলাশ্রমের সীমান্তঃপ্রদেশের শাকোটবনে যাইব। এবং-ক্রমে, সেই স্থানটী এদেশীয়দিগের পরিচয়গোচর হইয়া পড়িল। কুমারগণ সেই স্থানে বাস করিলেন, ক্রমে তাঁহাদের বিবাহকর্ম্ম আবশ্যক হইল। তাঁহারা সে দেশের লোকের কন্যাগ্রহণ ও সে দেশের পাত্রকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। পাছে তাঁহাদের জাতিদোষ ঘটে, সেই ভয়ে তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যেই বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিলেন। কিছুকাল পরে শাকেত-বাসী রাজা সুজাতের মনে হইল, তাঁহার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ এখন কোথায় এবং কি করিতেছে।

"রাজা সুজাতো অমাত্যানং পুচ্ছতি।
ভো অমাত্যা কুমারা কহিং আবসন্তি।"
ইত্যাদি।*

অনুবাদ।—রাজা সুজাত একদিন অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমাত্যগণ! আমার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ এখন কোথায় আছে? তাহারা বলিল, রাজন! হিমালয়ের নিকটে এক সুবিস্তীর্ণ শাকোট বন আছে; শুনিয়াছি, কুমারগণ সেই স্থানে বাস করিতেছেন। রাজা পুনর্ব্বার অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুরমারগণের বিবাহের কি হইতেছে? কোথা হইতে তাহারা দারা আনয়ন করিতেছে? অমাত্যগণ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, কুমারেরা জাতি-নাশ ভয়ে তদ্দেশীয়দিগের সহিত মিলিত না হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভগিনী ভাগিনেয়ী প্রভৃতির সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

রাজা সুজাত অমাত্যগণের মুখে কুমারগণের বিবাহ বৃত্তান্ত শুনিয়া সাশ্চর্য্য হইলেন। পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়গণ, কুমা-রেরা যাহা করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা কি তাহারা করিতে পারে? পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ বলিলেন, মহারাজ! কুমা-

* গ-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন।

-রেরা পারে। সেরূপ কারণে তাহারা দোষদুষ্য হইতেছে না। রাজা সুজাত পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের শক্য অর্থাৎ পারে, এই কথায় নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহারা শক্য হইল এই কথা হইতে সেই অবধি তাহারা শক্যা এবং তৎকালের চলিত ভাষায় "শাকিয়া" এই সমাখ্যা প্রাপ্ত হইল।

সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকুরাজার বংশধর সুজাত রাজা স্বীয় পুত্রদিগকে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে পর তাহারা হিমালয়ের সমীপস্থ শাকোটবনে গিয়া বাস করিয়াছিল এবং স্বসম্বন্ধীয়দিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিল। ঐরূপ বিবাহ করিতে পারে কি না এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে পুরোহিত ও পণ্ডিত সকলেই শক্য অর্থাৎ পারে, এই কথা বলিয়াছিলেন। ক্রমে সেই কথা হইতে নির্ব্বাসিত সুজাতপুত্রেরা শক্য শাক্য ও শাকিয় এই অভিধায় অভিহিত হইয়াছিলেন। অতএব শাক্য-বংশ কোন এক পৃথক বংশ নহে; সর্ব্ববিদিত ইক্ষাকুবংশই প্রোক্ত কারণে শাক্যবংশ নামে প্রথিত হইয়াছে।

রাজা সুজাত পুরাণ-প্রথিত ইক্ষাকুর বংশধর কি না তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে রাজা সুজাতের পূর্ব্বপুরুষগণনায় মান্ধাতা নরপতির উল্লেখ আছে। * সুতরাং ইনি সূর্য্যবংশীয়

---

* राज्ञो मान्धातस्य पुत्र पौत्रिकायां नप्त प्रनप्तिकायो बहूनि राज सहस्राणि। ইত্যাদি (মহাবস্তু অবদান দেখ।)

ইক্ষাকু রাজার বংশধর ভিন্ন অন্য কোন পৃথক্ বংশজাত নহেন।

শাব্দিকাচার্য্য ভরত, শাক্য-নাম-নির্ব্বচনপ্রসঙ্গে, পূর্ব্ব প্রোক্ত ইতিবৃত্তের পরিপোষক একটী বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তদনু-সারেও শাক্যবংশ ইক্ষাকু বংশের শাখা বিশেষ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যথা,—

"শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাদিক্ষাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।"

অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির হইল যে, ইক্ষাকু-বংশীয় সুজাত রাজার পুত্রপঞ্চক হইতেই শাক্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "ওপুরই" শাক্য-বংশের প্রথম বা আদি। শাক্য ওপুরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পরে মহাত্মা শাক্যসিংহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের বিষ্ণুপুরাণ অনুসন্ধান করিলেও ইক্ষাকুবংশ-মধ্যে শাক্যবংশের মূলপুরুষ সুজাত রাজাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতে রাজা সুজাত বা সঞ্জাত ইক্ষাকু-বংশীয় বৃহদ্বল রাজার অধস্তন দ্বাবিংশ পুরুষ এবং রামপুত্র কুশের বংশধর। যথা,—

পূর্ব্বে ইক্ষাকুবংশীয় দশরথ রাজা স্ত্রীর প্রার্থনায় পুত্রদিগকে বনবাসী করিয়াছিলেন, কলিতেও আবার সুজাত রাজা তাহাই করিলেন। রামনির্ব্বা-সনের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকা মন্দ বিস্ময়-জনক নহে।

রাম।

কুশ। লব।

অতিথি

নিষধ

নল।

নভা

পুণ্ডরীক।

ক্ষেমধন্বা।

দেবানীক।

অহীনগু।

রুরু।

পারিপাত্র।

দল।

ছল।

উক্থ।

বজ্রনাভ।

শঙ্খনাভ।

ঝুষিতাশ্ব।

বিশ্বসহ

পুষ্য।

ধ্রুবসন্ধি

সুদর্শন।

অগ্নিবর্ণ।

শীঘ্র।

মরু।

প্রশুশ্রুত।

সুগন্ধি।

অমর্ষণ।

মহস্বান্।

বিশ্রুতবান্।

বৃহদ্বল।

এই রামবংশীয় বৃহদ্বল রাজা ভারতযুদ্ধে অভিমন্যুর বাণে প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে ইহাঁর বৃহৎকর্ণ নামে এক শিশু পুত্র ছিল, সেই শিশু পুত্রই তৎকালে রাজ্যাধিকার ও বংশ উভয়ের পরিরক্ষক হইয়াছিল। আমাদের বিষ্ণুপুরাণে এই বৃহদ্বলের বংশও গণিত হইয়াছে। যথা,—

বৃহদ্বল।
|
বৃহৎকর্ণ।
|
গুরুক্ষেপ।
|
বৎস।
|
বৎস্যূহ।
|
প্রতিব্যোম।
|
দিবাকর।
|
সহদেব।
|
বৃহদশ্ব
|
ভানুরথ।
|
সুপ্রতীতাশ্ব।
|
মরুদেব।
|
সুনক্ষত্র।
|
কিন্নর।
|
অন্তরীক্ষ।
|
সুবর্ণ।
|
অমিত্রজিৎ।
|
বৃহদ্রাজ।
|
ধর্ম্মী।
|
কৃতঞ্জয়।
|
রণঞ্জয়।
|
সঞ্জাত বা সুজাত। *
|
শাক্য।

* দেশভেদে উচ্চারণের ভেদ ও বর্ণলিপির আকারভেদ থাকায় এবং

বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই বংশাবলীর মধ্যে সঞ্জাতের পরেই "শাক্য" নামথাকায় অবশ্যই আমরা বুদ্ধদেবের আদিপুরুষ সুজাতকে সঞ্জয় বা সঞ্জাত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ ইতিহাসকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তিনি যে সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলে বিদিত না থাকিতেও পারেন, একারণ আমরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার আদিবংশ নির্ণয় করিলাম।

কপিলবস্তু নগর ও তাহার ইতিবৃত্তি।

সুজাত রাজার নির্ব্বাসিত পুত্রেরা বহুলোক সমভিব্যাহারে হিমালয়ের উৎসঙ্গপ্রদেশে কপিল নামক ঋষির আশ্রম-নিকটস্থ শাকোট বনে বাস করিলে, ক্রমে তথায় অন্যান্য লোক গতায়াত আরম্ভ করিল, নানাদেশীয় বণিক্ তথায় গতিবিধি করিতে লাগিল। তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, আমরা এই স্থানেই থাকিব, অন্য কোথাও যাইব না। এখানে যখন বহুলোকের

এবং নাগরী অক্ষর দেখিয়া বাঙ্গালা অক্ষর লেখার ব্যতিক্রম ঘটনা হওয়ায় এদেশের কোন কোন পুস্তকে সুজাত, কোন পুস্তকে সঞ্জাত এবং কোন কোন পুস্তকে সঞ্জয় এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইলেও সুজাত সঞ্জাত ও সঞ্জয় একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমোদন করিবার বাধা হয় না।

গমনাগমন আরম্ভ হইয়াছে, তখন এই স্থানেই আমাদের নগর-নির্ম্মাণ করা সহজ হইবে; কিন্তু কপিল ঋষির অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা আমাদের ঈপ্সিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। ঋষি যদি আমাদিগকে এই স্থানে নগর নির্ম্মাণ করিতে দেন, তাহা হইলেই আমরা নগরনির্ম্মাণ নির্ব্বাহ করিতে পারিব, অন্যথা পারিব না। কুমারগণ এইরূপ মন্ত্রণার পর ঋষির নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ঋষি তাহাতে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই শাকোট বন কর্ত্তন করিয়া অতি উত্তম এক নগর প্রস্তুত করিলেন। কপিল নিজ আশ্রমে কুমারগণকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন, তৎকারণে সেই নবপ্রস্তুত নগরের "কপিলবস্তু" নাম প্রচারিত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্তটী বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু অবদান নামক প্রাচীন পুস্তকে "তেষাং দানি কুমারাণাং এতদভবত্"। ইত্যাদিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই অংশের অনুবাদ যথা—কিছু দিন পরে কুমারেরা মনে করিলেন, আমরা এই শাকোটবনে নিবাস রচনা করিব। বহু মনুষ্য এখানে আগমন করিতেছে; এজন্য নিশ্চিত আমরা এই স্থানে নগর প্রস্তুত করিতে পারিব। পরে কুমারেরা কপিল ঋষির নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা ঋষির পদবন্দনা করতঃ কহিলেন, যদি ভগবান্ কপিল অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমরা এই স্থানে ঋষির নামে (কপিল-বস্তু নামে) নগর নির্ম্মাণ

করি। ঋষি বলিলেন, যদি আমার এই আশ্রম তোমরা নগর রাজধানী কর, তাহাহইলে আমি অনুমতিদিই। কুমার-গণ ঋষিকে বলিলেন, যাহা ঋষির অভিপ্রায়—তাহাই করিব। এই আশ্রম রাজধানী করিব, নগর প্রস্তুত করিব। ঋষি তথন কমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া রাজপুত্রদিগের বাসের জন্য আপনার সেই আশ্রম রাজপুত্রদিগকে দান করিলেন। কুমা-রেরাও ক্রমে সেই স্থানে রাজধানী ও নগর প্রস্তুত করিলেন। কপিল ঋষি রাজপুত্রদিগকে বসতি করিতে দিলেন, তৎকারণে সেই প্রস্তুত-নগর কপিলবস্তু নামে খ্যাত হইল। এইরূপে কপিল-বস্তু নগর স্থাপিত হইলে, ক্রমে তাহা সমৃদ্ধ হইল, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সুখের স্থান হইল, সুভিক্ষ হইল, জনাকীর্ণ হইল, ধনীর বাসস্থান হইল, অনেক পরিবার-যুক্ত হইল, দেশবিদেশে বিখ্যাত হইল, উৎসবযুক্ত হইল, সমাজবদ্ধ হইল, একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান ও বণিকদিগের প্রিয়স্থান হইয়া উঠিল।

কপিল ঋষির নামে কপিলবস্তু নগর ও রাজধানী প্রস্তুত হইলে তথায় পূর্ব্বোক্ত রাজপুত্রগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ "ওপুর" অভি-ষিক্ত-রাজা হইলেন।

"ओपुरस्य राज्ञी पुत्री निपुरी निपुरस्य राज्ञीपुत्री करकण्डी करकण्डस्य राज्ञीपुत्री उल्कामुखी उल्कामुखस्य पुत्री हस्तिकशीर्षी हस्तिकशीर्षकस्य पुत्री सिंहहनुः। सिंहहनुस्य राज्ञी चत्वारि पुत्राः—शुद्धोदनी धौतोदनी शुक्लोदनी अमृतोदनी अमिता च नाम दारिका।"

রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর, নিপুরের পুত্র করকণ্ডক, করকণ্ডকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষ, হস্তিকশীর্ষের পুত্র রাজা সিংহহনু। এই সিংহহনুর চারিপুত্র হইয়াছিল এবং এক কন্যাও হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন, ও অমৃতৌদন এবং কন্যার নাম অমিতা। শুদ্ধোদন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহহনুর পরলোকের পর পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে ও কোলীয় বংশীয় ভার্য্যা মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইক্ষাকুবংশীয় "সুজাত" রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "ওপুর" সুবিখ্যাত শাক্যবংশের মূল পুরুষ। এই মূলপুরুষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অতীত হইলে মহাত্মা শাক্য মুনির উদয় হইয়াছিল। তাহার বংশানুক্রমণী এইরূপে প্রদর্শিত ও লিখিত হইতে পারে।

সুজাত।
|
ওপুর।
|
নিপুর।
|
করকণ্ডক।
|
উল্কামুখ।
|
হস্তিকশীর্ষ।

সিংহ হনু ।

শুদ্ধোদন । ধৌতোদন । শুক্লোদন । অমৃতোদন ।

বুদ্ধদেব বা সিদ্ধার্থ । — আনন্দ ।

রাতুল বা রাহুল । রাতুল নাম সত্য হইলে বিষ্ণু-পুরাণের সহিত ঐক্য হয় । ফল, অক্ষর ব্যতিক্রম উভয় গ্রন্থেই হইতে পারে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস—শাক্যসিংহের জন্ম—বাল্য-জীবন—মূর্ত্তি অঙ্গগঠন ও লিপিশিক্ষা।

শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস নিতান্ত অদ্ভুত। রাজা শুদ্ধোদন যে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল বা সে বংশ শাক্য হইলেও তাঁহার পাণিগৃহীতী ভার্য্যা "কোলিয়" বংশের দৌহিত্রী ছিলেন। এই কোলিয় কুল বা কোলিয় বংশ শাক্য বংশের এক কন্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক পরিত্যক্ত শাক্য কন্যার গর্ভে 'কোল'-নামক জনৈক ঋষির ঔরসে এই বংশের মূল পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা আমরা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি। কোলিয় বংশ উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এইরূপঃ—

সুজাত রাজার পুত্রেরা ও তৎসহাগত অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা শাক্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে তাহাদের বংশ বিস্তার হইল। করকণ্ডক শাক্যের রাজ্যকালে কোন এক শাক্যকন্যার গলৎ-কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। বৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই তাহার ব্যাধিশান্তি হইল না। ক্রমে কন্যাটীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই একব্রণ হইয়া গেল, কোনও স্থান অক্ষত থাকিল না। হত-ভাগিনী কন্যা গলৎকুষ্ঠিনী হইয়া প্রত্যেক লোকের ঘৃণার্হা হইলেন। তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে পর্ব্বতে পরিত্যাগ করা বিধেয় বোধ করিলেন। অনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে এক শকটে আরোহণ করাইয়া হিমালয় সমীপে লইয়া গেল।

হিমালয়ের ক্রোড়-পর্ব্বতের একটী গুহার মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া, তন্মধ্যে প্রভূত খাদ্য, বহুতর ভক্ষ্য, প্রচুর পানীয়, কতকগুলি কম্বল ও অন্যবিধ শয্যা প্রদান করিয়া গুহার মুখ কাষ্ঠরাশির দ্বারা প্রচ্ছন্ন করতঃ বালুকারাশির দ্বারা তাহার ছিদ্রভাগ রুদ্ধ করিয়া দিয়া কপিলবস্তুনগরে ফিরিয়া আসিল।

"तस्या दानि दारिकाये तहिं गुहाये वसन्तीये तेन निवातेन च संरोधेन च तस्या गुहाये उष्मेन च सर्व्वञ्च कुष्ठ व्याधिं विसृतं शरीरं चौक्ष्यं निर्व्रणं संवृत्तं उत्तमरूप सञ्जातं नापि ज्ञायते मानुषिका एषा।"

মৃতকল্পা শাক্যদুহিতা কয়েক দিবস সেই গুহামধ্যে বাস করিয়া, বায়ুহীন স্থানে বাসের দ্বারা অথবা তাদৃশ নিরোধের দ্বারা কিংবা সেই গুহার উষ্মার দ্বারা তাহার এরূপ নূতন শরীর ও এরূপ মনোহর রূপ হইল যে, দেখিলে তাহাকে আর মানুষী বলিয়া বিবেচনা হয় না।*

---

* মুলতান দেশে এক ফকির আছে। সে কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া থাকে। শুনা যায়, অনেক লোক তাহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তিকে ঐ ফকীরের চিকিৎসায় অরোগী হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফকিরের চিকিৎসাপ্রণালী এইরূপ:—

ফকির প্রথমে রোগীর গাত্রে একপ্রকার ভস্ম মাখাইয়া দেয়। তৎপরে রোগীর গাত্র এক কখনো বা দুই খণ্ড কম্বলের দ্বারা আচ্ছাদিত করে। অনন্তর তাহাকে এক পর্ব্বত মধ্যে শোয়াইয়া দেয়। রোগীর গাত্র হইতে

একদা এক ব্যাঘ্র যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিলে, অত্যুত্তম মনুষ্য গন্ধ তাহাকে ব্যাকুলিত করিল। কথিত আছে, পশুরা গন্ধের দ্বারা জানিতে পারে। ব্যাঘ্র আজ্ মনুষ্য গন্ধ পাইয়া গুহামধ্যে মানুষ আছে, ইহা অনুমান করিল। মনুষ্য-লোলুপ ব্যাঘ্র গুহার মুখস্থিত পাংশুরাশি পদের দ্বারা আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সমস্ত বালুকা পদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত করিল। এইস্থানের অনতিদূরে "কোল" নামে জনৈক রাজর্ষি বাস করিতেন। ঋষি ফল-আহরণার্থে সেই স্থানে আসিয়া দেখেন, এক ব্যাঘ্র গুহামুখস্থ পাংশু রাশি অপকর্ষণ করিতেছে। তদ্দর্শনে ঋষির কৌতূহল জন্মিল। তিনি ক্রমে তাহার নিকটগামী হইলেন। ঋষির প্রভাবে ব্যাঘ্র পলায়ন করিলে, ঋষি সেই গুহাদ্বারে গিয়া দেখেন, গুহাদ্বারে বালুকারাশি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক

অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে রোগী যখন অসহ্য যাতনা অনুভব করে, তখন তাহাকে বাহিরে আনিয়া গাত্রের কম্বল খুলিয়া দেয়। তৎপরে তাহার আহারের ব্যবস্থা করে। ৩।৪ দিন ব্যবস্থামত আহার করাইয়া বাটী যাইতে বলে।

এই চিকিৎসা প্রণালীর সহিত উপরি উক্ত আখ্যায়িকার সম্পূর্ণ মীল আছে। ফকির বোধ হয়, আখ্যায়িকাটী জানিতেন, তাই তিনি উক্ত প্রকার অনুমান-চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈদ্যক গ্রন্থেও উক্তপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনা হয়, ঐ প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসিত হইতে পারিলে এখনও কুষ্ঠগ্রস্ত লোক কুষ্ঠরোগ হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন।

উৎসারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কতকগুলি কাষ্ঠের দ্বারা আবৃত আছে। তদ্দর্শনে ঋষি আরও কুতূহলী হইলেন। কৌতূ-কাবিষ্ট ঋষি গুহাদ্বারস্থ কাষ্ঠগুলি একে একে উৎসারিত করিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে যেন এক দেবকন্যা উপবিষ্টা আছে। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কন্যা প্রত্যুত্তর করিল, আমি কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্যের কন্যা; আমার গলৎকুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল, তৎকারণে আমার প্রতি আমার ভ্রাতৃগণের ঘৃণা হওয়ায় আমাকে এইস্থানে জীবিতাবস্থায় বিস-র্জ্জন দিয়া গিয়াছিল। কয়েকদিন মধ্যে আমার সে রোগ সারিয়া গিয়াছে; এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমি আজ মনুষ্য মুখ দেখিয়া বাঁচিলাম—পুনর্জ্জন্ম বোধ করিলাম।

রাজর্ষি কোল সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, সমস্তই অন্তর্হিত হইল। তিনি সেই শাক্যকন্যা লইয়া আশ্রমে গার্হস্থ্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সেই শাক্যদুহিতার গর্ভে কোল ঋষির ঔরসে যমজ ক্রমে ১৬ সন্তান জন্মিল। ঋষি-পুত্রেরা যখন পদসঞ্চারযোগ্য বয়োলাভ করিল; তখন তাহাদের মাতা তাহাদিগকে কপিল-বস্তু নগরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। "পুত্রগণ কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্য আমার পিতা, তোমাদের মাতামহ, অমুক তোমাদের মাতুল এবং আমার ভ্রাতা। এক্ষণে তোমরা সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট যাও—অবশ্যই তাঁহারা তোমাদের বৃত্তি

বিধান করিবেন। তোমার মাতামহ বংশ মহদ্বংশ; অবশ্যই তাঁহারা তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

শাক্যকন্যা ঐরূপ বলিয়া পুত্রদিগকে শাক্যবংশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, সমস্তই বলিয়া দিলেন। তাহারা মাতৃকুলের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া কপিলবস্তু নগরে গমন করিল। ঋষিকুমার আগমন করিতে দেখিয়া পথিমধ্যে জন-সম্বাধ উপস্থিত হইল। ঋষিবালকেরা ক্রমে শাক্যদিগের মহা-সভায় গমন করিল। মাতার নিকট যেরূপ যেরূপ শিক্ষা করিয়া-ছিল, সেইরূপ সেইরূপ নিয়মে শাক্য-সভায় প্রবেশ করিল ও আত্মপরিচয় প্রদান করিল। শাক্যগণ ঋষিকুমারগণের শাক্যা-চার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ, এবং কাহার বংশধর? তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, আমরা কোলাশ্রম হইতে আসিতেছি। আমাদের মাতা অমুক শাক্যের কন্যা, আমাদের পিতা কোল ঋষি। আমাদের মাতার কুষ্ঠ ব্যাধি হইলে অমুক শাক্য তাঁহাকে গিরিগহ্বরে পরিত্যাগ করেন, অনন্তর তিনি অরোগিণী হইলে রাজর্ষি কোল তাঁহাকে বিবাহ করেন। আমরা তাঁহার পুত্র, সম্প্রতি আমরা আমাদের মাতামহকে ও মাতুলদিগকে দেখিতে আসিয়াছি।

উক্ত বালকবৃন্দের মাতামহ এপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ সেই মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। কথিত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত

হইলেন। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, রাজর্ষি "কোলকে" তাঁহারা জানিতেন। রাজর্ষি কোল বারাণসীর রাজা ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহা কর্তৃক শাক্যকন্যা পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহারই ঔরসে দৌহিত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়।

শাক্যগণ তখন প্রীত হইয়া সেই দৌহিত্র ও ভাগিনেয়দিগকে গ্রহণ করিলেন এবং যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিলেন। যে বালকের যে নাম সেই বালককে সেই নামে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও কিছু কিছু কৃষিযোগ্য ভূমি প্রদান করিলেন। যাহার নাম করভদ্র, তাহাকে "করভদ্রনিগম" এই নামে গ্রাম দেওয়া হইল। ঐরূপ কারণে, প্রদত্ত সকল গ্রামই তাহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ হইল এবং তাহারা কোল ঋষি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া "কোলীয়" নামে খ্যাত হইল।

এইরূপে শাক্যকন্যা হইতে কোলিয় বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুভূতি নামক জনৈক শাক্য এই কোলীয় বংশের এক সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদ্গর্ভে মায়াদেবীর জন্ম হয়।

কপিলবস্তু নগরের অদূরে "দেবড়হো' নামকগ্রামে সুভূতি-শাক্য বাস করিতেন। সুভূতি এই গ্রামের অধিপতি ও শাস্তা। ইনি পূর্ব্বোক্ত করভদ্র গ্রামের কোলীয় কুলের যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সুভূতি সেই কোলিয় কন্যার গর্ভে সাত কন্যা উৎ-

পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। কন্যাগুলির নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, চূলীয়া, কোলীসোবা ও মহাপ্রজাবতী।

রাজা সিংহহনু পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুদ্ধোদন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপরি উক্ত সুভূতি শাক্যের প্রথমা কন্যা মায়া, এবং তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাবতী, এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া ও কোলীসোবা, ইহাঁদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের দ্বাদশ বর্ষ পরে মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ শাক্যসিংহের জন্ম হইয়াছিল। *

শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন।

শাক্য সিংহ পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা আমরা বৌদ্ধদিগের

---

* এই ইতিহাস বৌদ্ধদিগের অবদান গ্রন্থে লিখিত আছে। বৌদ্ধদিগের গাথা ভাষা দুর্বোধ্য ও কর্কশ; এজন্য ইহার মূল শ্লোক গুলি উদ্ধৃত করিলাম না। মুদ্রিত পুস্তকে "মহা প্রজাপতি" শব্দ আছে; কিন্তু অন্য পুস্তকে "প্রজাবতী" পাঠ আছে।

ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু অবদান এই দুই গ্রন্থের দ্বারা জানিতে পারি। *

লুম্বিনীবন রাজা শুদ্ধোদনের উদ্যান, (বাগান বাটী), ইহা কপিলবস্তু নগরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত ছিল। রাজ্ঞী মায়া-দেবী গর্ভের দশম মাস আরম্ভে আপন ইচ্ছায় এই উদ্যানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই ভগবান্ শাক্য সিংহকে প্রসব করেন। ললিতবিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"পরিপূর্ণানাং দশানাং মাসানামত্যয়েন মাতুর্দক্ষিণপার্শ্বাৎ নিষ্ক্রামতিস্ম তস্য স্মৃতঃ সম্প্রজানন্ অনুপলিপ্তো গর্ভমলৈর্যথা নান্যঃ কশ্চিদুচ্যতে অন্যেষাং গর্ভ মল ইতি।"

সেই বুদ্ধদেব পূর্ণ দশ মাস জঠরবাস সমাপ্ত করিয়া জননীর দক্ষিণ কুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্য বালক যেমন গর্ভ-মলে অনুলিপ্ত হইয়া প্রসূত হয়; ইনি সেরূপ গর্ভমলে লিপ্ত হন নাই। অন্য বালক যেমন অজ্ঞান অবস্থা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, ইনি সেরূপ অজ্ঞানাবস্থা লইয়া প্রসূত হন নাই। জন্মকালেও ইহার স্মৃতি ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিল। তাই ইনি লোকগতি স্মরণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অলৌকিক বর্ণন আছে। যে সকল কথা এক্ষণে তৃপ্তিকর নহে। ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ

---

* "অথ খলু মায়াদেবী লুম্বিনীবনমনুপ্রবিশ্য" ইত্যাদি ইত্যাদি, ললিতবিস্তরের ৭ম অধ্যায় দেখ এবং মহাবস্তু অবদানের দীপঙ্কর বস্তু দেখ।

আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, অপ্সরা ও দেবীগণ আসিয়া তাঁহার ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, নাগগণ আসিয়া তাঁহার স্নানকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন এবং জাত-মাত্রেই তিনি দিব্যচক্ষুর্দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান লোকচরিত বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কুশলমূল জানিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে সপ্তপদ, দক্ষিণ দিকে সপ্তপদ, পশ্চিমদিকে সপ্তপদ ও উত্তরদিকে সপ্তপদ পরিচালন করিয়াছিলেন * এবং আনন্দকে অনেক ধর্ম্মরহস্য লোকরহস্য ও জ্ঞানরহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। †

লুম্বিনীবনে কথিতপ্রকার আশ্চর্য্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা

---

* পূর্ব্বদিকে পদসঞ্চালনের উদ্দেশ্য, আমি প্রাণিমাত্রের কুশলমূল, ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী (শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক)। দক্ষিণদিকে পদবিন্যাসের দ্বারা তিনি জানাইয়াছিলেন, আমিই দেব মনুষ্যের দক্ষিণীয় অর্থাৎ প্রিয়। পশ্চিমদিকে পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমিই মনুষ্যের পশ্চিম জাতির অর্থাৎ জরামরণদুঃখের অন্তকর্ত্তা এবং উত্তরদিকে পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমি জীবের জীবন, সত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি।

† লিখিত আছে, যে দিন বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই দিনে নাকি মধ্যগয়াপ্রদেশে একটি আশ্চর্য্য অশ্বত্থবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যে অশ্বত্থের মূল দেশে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কেবলী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বত্থ তাঁহার জন্মদিবসে বুদ্ধগয়া প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। যথাকালে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ বোধিদ্রুম নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং আজিও তাহার বংশধর বৃক্ষ বিদ্যমান আছে।

শুদ্ধোদনের নিকট সংবাদ গেল। তৎশ্রবণে রাজা শুদ্ধোদন যারপর নাই হৃষ্ট তুষ্ট হইলেন। দানক্রিয়া সমারব্ধ হইল; লোক সকল হৃষ্ট তুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া বিবিধ আনন্দ উৎসবে নিমগ্ন হইল। কুমারের পরিচর্য্যার্থ ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ শত শত দাস দাসী ও রক্ষিপুরুষ সেই লুম্বিনীবনে প্রেরিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন এখন আনন্দমগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছেন,—

"কিমহংকুমারস্য নামধেয়ং করিষ্যামি ?"

কুমারের কি নাম রাখিব ?

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মনে হইল,—

"অস্য হি জাতমাত্রেণ মম সর্ব্বার্থসমৃদ্ধাঃ সংসিদ্ধাঃ
অতোঽহমস্য "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" ইতি নাম কুর্য্যাম্ ॥"

যে ক্ষণে আমার এই কুমার জন্মিয়াছে, আমি দেখিতেছি, সেই ক্ষণেই আমার সকল অভীষ্ট, সকল কামনা, সকল প্রয়োজন ও সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, কুমারের "সর্ব্বার্থ সিদ্ধ" এই নাম রাখিব।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন মহাসমারোহে কুমারের নাম-করণ নির্ব্বাহ করিলেন। "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখা হইল। আজ হইতে শাক্যগণ কুমারকে "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" নামে ডাকিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের সাত দিবস পরে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। ঐ সাতদিন নগরে ও বনে কোথাও অনুৎসব ছিল

না। মায়াদেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যে এইরূপ তর্ক বিতর্ক ও প্রবন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়।

> "सप्तरात्रजातस्य बोधिसत्त्वस्य माता मायादेवी
> कालमकरोत्। सा कालगता त्रयस्त्रिंशद्देवेषू
> पपन्ना स्यात्। अथ खलु पुनर्भिक्षवो युष्माकमेवं
> बोधिसत्त्वापराधेन मायादेवी कालगतेति न खल्वेवं
> द्रष्टव्यम्। तत्कस्माद्धेतोः? एतत् परमं हि तस्यायुः
> प्रमाणमभूत्। अतीतानामपि बोधिसत्त्वानां सप्त
> रात्रजातानां जनयित्र्यः कालमकुर्वन्। तत्कस्मा-
> द्धेतोः? विवृद्धस्य हि बोधिसत्त्वस्य परिपूर्णेन्द्रिय-
> स्याभिनिष्क्रामतो मातुर्हृदयमस्फुटत्।"

বোধিসত্ত্বের জন্ম দিবস হইতে সপ্তম দিবসে তাঁহার মাতা মায়াদেবী কালগতা হইয়াছিলেন। সেই কালগতা মায়াদেবী মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা মনে করিতে পার যে, বোধিসত্ত্বের অপরাধে তাঁহার জননী মায়াদেবীর মৃত্যু হইয়াছিল, (প্রসবের দোষেই মৃত্যু হইয়াছিল), এরূপ মনে করিও না। কেন-না, মায়াদেবীর ঐরূপ আয়ুঃপ্রমাণ অবধারিত ছিল। কেবল মায়াদেবীর নহে, পূর্ব্বপূর্ব্ব বুদ্ধগণের জননীরাও প্রসবের পর সপ্তম দিবসে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর উপলক্ষ্য বা কারণ এই যে, বোধিসত্ত্বগণ পূর্ণ-ইন্দ্রিয় না

হইয়া, পূর্ণজ্ঞান না হইয়া, ভূমিষ্ঠ হন না। তাঁহারা পূর্ণেন্দ্রিয় ও পূর্ণাবয়ব হইয়াই নির্গত হন, তাই তাঁহাদের জননীদিগের হৃদয় স্ফুটিত হয়, তৎকারণে তাঁহারা কালগতা হন।

শাক্যসিংহের জন্মের পর সপ্তম দিবসে তাঁহার জননী মায়া-দেবী পরলোকগামিনী হইলে, কাযেই তাঁহার আর লুম্বিনী উদ্যানে থাকা হইল না। সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজভবনে আনয়ন করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। পঞ্চ সহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চ সহস্র পুর-কন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন হস্তে ধারণ করতঃ গমন করিবে, তৎ-পরে তালবৃন্তধরিণী কন্যাগণ যাইবে, তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদকপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চ সহস্র বালিকা পতাকাধারণ করিবে, পঞ্চ সহস্র কন্যা বিচিত্রপ্রলম্বনমালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে, পঞ্চ শত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন, বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বা-রিংশ সহস্র পদাতিসৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে *। অনন্তর নগরবাসীরা সকলেই স্বস্বগৃহের দ্বারদেশ ও অন্তর্গৃহ সজ্জিত ও সুশোভিত করিতে লাগিল। তাহাদের

* ললিতবিস্তরের এই বর্ণনা সত্য হইলে কপিলবস্তু নগরকে মহানগর বলায় দোষ হইবে না এবং ইহার দ্বারা তৎকালের শ্রীসমৃদ্ধির ও সভ্যতার পরিমাণ অনুভূত হইতে পারিবে।

সকলেরই ইচ্ছা, কুমারকে তাহারা এক এক দিন নিজ নিজ গৃহে রাখিবে।

অভিযান সজ্জা সমাপ্ত হইল। রাজপুরুষগণ কুমারকে লইয়া লুম্বিনীবন পরিত্যাগ করিলেন। নগরবাসিগণের অনুরোধে বা প্রার্থনায়, কুমারকে এক একবার এক এক ভবনে লইয়া যাইতে ক্রমে চারি মাস অতীত হইল।

চারি মাস পরে কুমার রাজভবন প্রাপ্ত হইলেন। শাক্য-বৃদ্ধগণ কুমারের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যা জননী স্থানীয়া রমণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, কুমারের মাতৃষসা (মাসী) মহাপ্রজাবতী; তিনিই কুমারের রক্ষণযোগ্যা ও মাতৃস্বরূপা হইতে পারেন। মহাপ্রজাবতী তৎবার্ত্তাশ্রবণে হৃষ্টা তুষ্টা হইলেন এবং কুমারের মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রতিপালনভার গ্রহণ করিলেন। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের পরিচর্য্যার্থ ৩২ জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। ৮ আট জন অঙ্গধাত্রী, ৮ জন ক্ষীরধাত্রী, ৮ জন মলধাত্রী ও ৮ জন ক্রীড়াধাত্রী নিযুক্ত হইল। * ভগবান্

---

* অঙ্গধাত্রী—যাহারা অঙ্গসংস্কার করে, বেশ ভূষা পরায় এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে।

ক্ষীরধাত্রী—যাহারা শিশুকে কেবল স্তন্য পান করায়।

মলধাত্রী—যাহারা শিশুর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে।

ক্রীড়াধাত্রী—যাহারা শিশুকে হৃষ্ট রাখে, খেলা করায় ও উৎসঙ্গে লইয়া শিশুর ইচ্ছানুগামিনী হয়।

শাক্যসিংহ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে উক্তরূপে প্রতিপালিত, পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শাক্যগণও কুমারের ভবিষ্যৎচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের পার্শ্বপ্রদেশে "অসিত" নামে এক জীর্ণতম মহর্ষি বাস করিতেন। নরদত্ত নামে তাঁহার এক ভাগিনেয় ছিল। নরদত্ত বালক; এবং বেদাধ্যায়ী মানবক। ভগবান্ শাক্যসিংহ যখন কপিলবস্তু নগরে প্রবেশ করেন, নরদত্ত তখন মাতুল অসিত মুনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয়প্রদেশে অনেক প্রকার অদ্ভুত দৃশ্য আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই বিমোহিত করিল। দেবগণ আকাশ পথে সানন্দে "বিবেক" ও "বুদ্ধ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এদিক ওদিক গতায়াত করিতেছিলেন, অসিত মুনি তাহা দেখিতে পাইলেন। মুনিবর দেবগণের সেই সানন্দ ব্যাপারের কারণ জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানবলে তাঁহার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল; তদ্দ্বারা তিনি জম্বুদ্বীপের সমুদায় ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং দেবগণের আনন্দের কারণও জ্ঞাত হইলেন। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি নরদত্তকে ডাকিলেন। বলিলেন, নরদত্ত! এই জম্বুদ্বীপে এক মহারত্ন জন্মিয়াছে। কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার গৃহে এক অদ্ভুত বালক জন্মিয়াছে। এই বালক সর্ব্বলোকপূজ্য এবং দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণে লক্ষিত। ইনি গৃহে থাকিলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, ত্যাগী হইলে বুদ্ধ হইবেন।

অতএব চল, আমরাও সেই অনুপম বালককে নয়নগোচর করিয়া জীবনের সার্থক্য সাধন করিব।

অনন্তর অসিত ঋষি ভাগিনেয়ের (নরদত্তের) সহিত রাজ-হংসের ন্যায় আকাশ মার্গ অবলম্বন করিয়া কপিলবস্তু মহানগরে আসিলেন। নগরপ্রান্তে লোকের সমাগম দেখিয়া যোগবল উপসংহার পূর্ব্বক সাধারণ মানবের ন্যায় পদব্রজে রাজদ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন। দ্বারপালকে বলিলেন, দ্বারপতে! রাজাকে গিয়া বল, দ্বারে একজন ঋষি উপস্থিত। তিনি আপ-নার সন্দর্শন ইচ্ছা করেন।

দৌবারিক রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, ঋষিকে আনয়ন কর এবং তাঁহার জন্য আসনাদি আহরণ কর।

অনন্তর দ্বারবান্ ঋষিকে লইয়া রাজসমীপে গমন করিল। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে ঋষিকে আমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিও সানন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! আমার মনে হয় না, আপনি আর কখন আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষণে বলুন, কি উদ্দেশে আমার নিকট আপনার আগমন। ঋষি বলিলেন, তোমার একটি পুত্র হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন, কুমার নিদ্রিত

আছে, উঠিলেই আপনাকে দেখাইব। ঋষি বলিলেন, রাজন্! মহাপুরুষেরা দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকেন না, জাগ্রত থাকাই তাঁহাদের স্বভাব। আপনি অন্তঃপুরে যান, দেখিবেন, কুমার উঠিয়াছেন।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া ঋষি সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। ঋষি সেই দ্বাত্রিংশল্লক্ষণান্বিত বালককে দেখিয়া মনে মনে কি অনুধ্যান করিলেন। অনন্তর সসম্ভ্রমে "অদ্ভুত বালক—অদ্ভুত বালক" এইরূপ বলিয়া উঠিলেন। সেই বৃদ্ধতম ঋষি তখন অসঙ্কোচ চিত্তে সেই বালককে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও স্তুতিবন্দনাদি করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, আর অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঋষির সেই নীরব রোদন দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন কিছু ভীত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! রোদন কেন? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন কেন? বালকের কি কোন অমঙ্গল দেখিলেন?

ঋষি বলিলেন, মহারাজ! আমি বালকের জন্য কাঁদিতেছি না; বালকের কোন অমঙ্গলও দেখি নাই। আমি আমার নিজের জন্যই কাঁদিতেছি। মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক কাল বাঁচিব না। তোমার এই বালক বুদ্ধ হইবেন। বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবৃত্ত করিবেন। যে ধর্ম্ম কোনও

শ্রমণ, কোনও ব্রাহ্মণ, কোনও দেব, কোনও দেবপুত্র, অথবা অন্য কেহ প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই, সেই অনুত্তম ধর্ম্ম ইনি সর্ব্বলোকের হিতের জন্য, সর্ব্বলোকের সুখের জন্য, সর্ব্বলোকের কল্যাণের জন্য প্রচারিত করিবেন। মূলে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, শেষেও কল্যাণ, শুদ্ধ, নির্ম্মল ও ব্রহ্মচর্য্যসংযুক্ত অনুত্তম ধর্ম্ম প্রচারিত করিবেন। ইহার ধর্ম্ম শুনিয়া জাতিধর্ম্মা প্রাণী সকল মুক্ত হইবে। ইনিই লোকদিগকে জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও পাপ হইতে রক্ষা করিবেন। রাগদ্বেষমোহাদিসন্তপ্তজীবনিবহকে ধর্ম্মজলবর্ষণের দ্বারা সুখী করিবেন। মহারাজ! উড়ুম্বর পুষ্প যেমন কদাচিৎ কখন এক আধটা উৎপন্ন হয়, ইহলোকে বুদ্ধ পুরুষও তেমনি কল্পকল্পান্তকাল অতীত হইতে হইতে কদাচিৎ কখন একবার উৎপন্ন হন। বহুকাল পরে সেই বুদ্ধ পুরুষ তোমার কুমাররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, অবশ্য ইনি সম্যক্ বুদ্ধ হইবেন। অবশ্যই নষ্টপ্রায় জীবনিবহকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবেন, নির্ব্বাণে স্থাপিত করিবেন। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তৎকারণে আমরা আর এই বুদ্ধরত্নের বুদ্ধাবস্থা দেখিতে পাইব না। সেই জন্যই আমি রোদন করিতেছি, সেই জন্যই আমি শ্বাস ত্যাগ করিতেছি। আমি ইহার আরাধনা করিতে পাইব না, এই ভাবিয়াই আমি রোদন করিতেছি, সেইজন্যই আমার অশ্রু বিগলিত হইতেছে। মহারাজ! আমাদের মন্ত্রশাস্ত্রে ও

বেদশাস্ত্রে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ইনি নিশ্চিত বুদ্ধ হইবেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, গৃহে থাকিবেন না। মহারাজ! দেখুন, আপনার এই কুমারে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে বিরাজিত আছে।* অতএব, হে শুদ্ধোদন! তোমার এই কুমার সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন; গৃহবাসী হইবেন না। নিশ্চিত ইনি প্রব্রজ্যাতেজ ধারণ করিবেন ও লোকহিত প্রচার করিবেন।

রাজা শুদ্ধোদন অসিত ঋষির নিকট কুমারের স্বরূপ বর্ণন শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন—প্রীত হইলেন। তাঁহার মনের আবরণ বিদূরিত হইল, জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইল, তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের চরণে প্রণিপতিত হইলেন এবং একটি গাথার দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

"वन्दित स्त्वं सुरैः सेन्द्रैर्ऋषिभिश्चापि पूजितः।
वैद्यीसर्व्वस्य लोकस्य वन्देऽहमपि त्वां विभो॥" †

পরে রাজা শুদ্ধোদন হিমালয়বাসী অসিত ঋষিকে ও তাঁহার

---

* দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতিপ্রকার অনুব্যঞ্জনা পৃথক প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

† শিষ্যগণ গুরুকে কিরূপে বড় করে তাহা এই সকল বর্ণনা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধোদন এতদূর করুন বা না করুন; বুদ্ধ শিষ্যগণ তাঁহাকে ঐরূপ করাইয়াছেন সন্দেহ নাই।

ভাগিনেয় নরদত্তকে আহারাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন এবং অসিত মুনিও ভাগিনেয়ের সহিত সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অসিত মুনি ও নরদত্ত যোগশক্তি উদ্ভাবন পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষ্যে আকাশ পথে শীঘ্রই হিমাচলপার্শ্বস্থ স্বীয়াশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। অসিত মুনি ভাগিনেয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, নরদত্ত! আমি তোমায় এক হিত কথা বলি, শ্রবণ কর। যে দিন তুমি শুনিবে, ইহলোকে বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই দিনেই তাঁহার শাসন অবলম্বন করিবে, শিষ্য হইবে। তাহা হইলেই তোমার হিত হইবে, সুখ হইবে, দীর্ঘ জীবনের সাফল্য হইবে।

বৌদ্ধাচার্য্যেরা বুদ্ধের বাল্যলীলা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথা বলিয়া গিয়াছেন। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের অষ্টমাধ্যায়ে বুদ্ধের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা পাঠ করিলে অনুবাদ করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। এস্থলে তাহার নিদর্শনের স্বরূপ একটি মাত্র বিষয়ের অনুবাদ করিলাম।

অসিত ঋষি গমন করিলে, কিছু দিন পরে, শাক্যগণ সমবেত হইয়া রাজাকে গিয়া বলিল, মহারাজ! কুমারকে দেবকুলে উপনীত করিবার সময় আগত হইয়াছে। শুভদিন স্থির করিয়া কুমারকে দেবদর্শন করান হউক। রাজা বৃদ্ধ

অমাত্যগণের উপদেশ ক্রমে মহামহোৎসবে কুমারকে দেবতা স্থানে লইয়া গেলেন। মন্দিরস্থ দেবপ্রতিমা সকল বালকরূপী বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্র আপন আপন স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকের চরণে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে শাক্যগণ সকলেই বিস্মিত হইল, আনন্দিত হইল, অন্তরীক্ষে দিব্যপুষ্পবর্ষণ ও দিব্যবাদ্য প্রভৃতি আবির্ভূত হইতে লাগিল। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

শিষ্যের দোষে—অযথাবর্ণনায়—অতিভক্তির প্রভাবে গুরুর প্রকৃত চরিত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। বুদ্ধশিষ্যেরা যদি বাড়াবাড়ী করিয়া না লিখিতেন—তাহা হইলে অবশ্যই আমরা বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন ভালরূপে বুঝিতে পারিতাম ও বলিতে পারিতাম। যাহা হউক, তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কথায় মনোনিবেশ করা যাউক।

শাক্যসিংহের মূর্ত্তি ও অঙ্গলক্ষণ।

শাক্যসিংহের আকার, প্রকার ও শরীরের গঠন কিরূপ ছিল, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বোধিচর্য্যাবতার, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু অবদান ও ধর্ম্মসংগ্রহ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবের দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা পাঠে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও অঙ্গগঠন কিরূপ ছিল, তাহা উত্তমরূপে বোধগম্য করা যায় এবং তাহা দেখিয়া বুদ্ধের চিত্র ও চিত্রের পরিমাপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে, দৃষ্ট করুন।

"चक्राङ्कितपाणिपादतलता (१) सुप्रतिष्ठित पाणिपादतलता (२) जालावनद्धाङ्गुलिपाणिपादतलता (३) मृदुतरुणहस्तपादतलता (४) सप्तोत्सधता (५) दीर्घाङ्गुलिता (६) आयतपार्ष्णिता (७) ऋजुगात्रता (८) उत्सङ्गपादता (९) ऊर्द्धाग्ररोमता (१०) ऐणेयजङ्घता (११) प्रलम्बबाहुता (१२) कोषगतवस्तिगुह्यता (१३) सुवर्णवर्णता (१४) शुक्लच्छविता (१५) प्रदक्षिणावर्त्तैकरोमता (१६) ऊर्णालङ्कृतमुखता (१७) सिंहपूर्व्वान्तकायता (१८) सुसंवृतस्कन्धता (१९) चितान्तरांशता (२०) रसरसाग्रता (२१) न्यग्रोधपरिमण्डलता (२२) उष्णीषशिरस्कता (२३) प्रभूतजिह्वता (२४) सिंहहनुता (२५) शुक्लहनुता (२६) समदन्तता (२७) हंसविक्रान्तगामिता (२८) अविरलदन्तता (२९) समचत्वारिंशद्दन्तता (३०) अभिनीलनेत्रता (३१) गोपक्ष्मनेत्रता चेति (३२)।"

ধর্ম্মসংগ্রহ।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে এই লক্ষণ সকল বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারিণী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এইরূপ—

১। কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধের পদতলে রেখাময় চক্র চিহ্ন ছিল। তাহা ভাস্বর, তেজস্বী ও শুভ্রবর্ণ এবং সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত।

২। सुप्रतिष्ठितसमपादोमहाराज ! सर्व्वार्थसिद्धः कुमारः। (ल,वि)

৩। কুমারের পদতল সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সমতল ছিল। হস্ত-

তলও সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উচ্চনীচরহিত। হস্তে ও পদে শিরাজাল ও শিরাগ্রন্থি ছিল না।

৪। হস্ততল ও পদতল কোমল ও অরুণবর্ণ ছিল।

৫। অংশদ্বয় * ও নাসা প্রভৃতি সপ্ত স্থান উন্নত ছিল।

৬। কুমারের অঙ্গুলি দীর্ঘ ও বৃত্ত (গোল) ছিল।

৭। পার্ষ্ণি অর্থাৎ পদ-পশ্চাদ্ভাগ কিছু আয়ত বা বিস্তৃত ছিল।

৮। দেহযষ্টি বা মধ্যকায় ঋজু অর্থাৎ অবক্র বা অভুগ্ন ছিল।

৯। উপবেশনকালে তাঁহার পদদ্বয় উৎসঙ্গে অর্থাৎ ক্রোড়ে নিহিত হইত।

১০। তাঁহার গাত্ররোম ঊর্দ্ধাগ্র ছিল।

১১। জঙ্ঘাদ্বয় হরিণ-রাজের জঙ্ঘার ন্যায় ছিল।

১২। তাঁহার দুই বাহু জানু পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

১৩। তাঁহার বস্তি ও গুহ্য কোষোপগত ছিল।

১৪। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের সদৃশ অর্থাৎ শুক্ল, পীতভাস্বর ছিল।

১৫। তাঁহার ছবি অর্থাৎ লাবণ্য বা কান্তি শুক্লভাস্বর ছিল।

১৬। তাঁহার প্রতি রোমকূপে এক একটি রোম, এবং তাহা প্রদক্ষিণক্রমে (দক্ষিণাবর্ত্তে) শোভিত ছিল।

---

* স্কন্ধের উপরিভাগকে অংশ বলে।

১৭। তাঁহার ভ্রূমধ্যে তুষারভাস্বর উর্ণা (জড়ুলচিহ্ন, ছিল।
১৮। তাঁহার মধ্যদেশ বা পূর্ব্বকায়া সিংহের সদৃশ।
১৯। স্কন্ধদেশ মাংসল।
২০। তাঁহার অংশযুগল পৃথু ও উন্নত।
২১। তাঁহার রসনা সরস ও রক্তবর্ণ।
২২। তাঁহার মস্তক পরিমণ্ডলাকার।
২৩। শীর্ষদেশ উষ্ণিষতুল্য।
২৪। তাঁহার জিহ্বা তনু (পাতলা) ও আয়ত (লম্বা)।
২৫। তাঁহার হনুদ্বয় সিংহের হনুর ন্যায়।
২৬। তাঁহার হনুদ্বয় শুভ্রকান্তিবিশিষ্ট।
২৭। দন্ত সমুদায় সমান।
২৮। হংসের অথবা সিংহের ন্যায় গতি।
২৯। দন্তপঙ্‌ক্তি অবিরল অর্থাৎ পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অথচ সংলগ্ন।
৩০। তাঁহার দন্তসংখ্যা ৪০।
৩১। তাঁহার নেত্রতারা মনোহর নীলবর্ণ।
৩২। তাঁহার চক্ষু বৃষভচক্ষুর সদৃশ মনোহর।

ললিতবিস্তর গ্রন্থেও দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণ গণিত হইয়াছে; পরন্তু সে সকলের সহিত ইহার প্রায় তুল্যতা আছে। যথা—

"উষ্ণীষশীর্ষো মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমার অনেন মহারাজ! প্রথমেন মহাপুরুষলক্ষণেন সমন্বাগতঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। প্রভিন্নাঞ্জনময়ূর-

कलापाभिनीलवेल्लितप्रदक्षिणावर्त्तकेशः। समविपुलललाटः। ऊर्णा महाराज! सर्व्वार्थसिद्धस्य भ्रुवोर्मध्ये जाता हिमरजतप्रकाशा। गोपनेत्राभिनीलनेत्रः। ब्रह्मस्वरो महाराज! सर्व्वार्थसिद्धकुमारः। रसरताग्रवान् प्रभूततनुजिह्वः। सिंहहनुः। सुसंवृतस्कन्धः। सप्तच्छदोच्छ्रितांशः। सुवर्णवर्णच्छविः। स्थिरः। अवनतप्रलम्बबाहुः। सिंहपूर्व्वार्द्धकायः। न्यग्रोधपरिमण्डलो महाराज! सर्व्वार्थसिद्धः कुमारः। एकैकायामूर्द्धग्राहिप्रदक्षिणम्। कोशोपगतवस्तिगुह्यः। सुविवर्त्तितोरुः। ऐणेयमृगराजजङ्घः। दीर्घाङ्गुलिः। समायतपार्ष्णिपादः। मृदुतरुणहस्तपादः। जाङ्गलिक हस्तपादः। दीर्घाङ्गुलिधरः। पादतलयोर्महाराज! सर्व्वार्थसिद्धस्य कुमारस्य चक्रे जाते चित्रे हर्विष्यता प्रभास्वरे सिते सहस्रारे नेमिके सनाभिके। सुप्रतिष्ठितौ समपादौ महाराज! सर्व्वार्थसिद्धः कुमारः। अनेन महाराज! द्वात्रिंशन्महापुरुषलक्षणेन * समन्वागतः सर्व्वार्थसिद्धः कुमारः। न च महाराज! चक्रवर्तिनामेवंविधानि लक्षणानि भवन्ति बोधिसत्वानाञ्चैतादृशानि लक्षणानि भवन्ति।" †

[ললিতবিস্তর।

হিমালয়বাসী অসিত মুনি যখন নরদত্ত ভাগিনেয়ের সহিত শুদ্ধোদন রাজার গৃহে বুদ্ধদেবকে দেখিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ রাজা শুদ্ধো-

---

* গণনা করিলে ৩২শের অধিক হয়। সুতরাং বিবেচনা হইতেছে, এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ঠিক নহে।

† ইহার অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দনের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, মহারাজ! এ সকল লক্ষণ রাজলক্ষণ নহে, ইহা বোধিসত্ত্বের লক্ষণ। বোধিসত্ত্ব মহাপুরুষেরাই এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকেন। অতএব, হে মহারাজ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে ইতি রাজছত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবেন, সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জনা আছে, (ইহাও লক্ষণবিশেষ) তাহা দেখিয়াও বুঝিলাম, ইনি গৃহবাসী হইবেন না, প্রব্রজ্যার্থ নির্গত হইবেন।

অশীতি অনুব্যঞ্জনা।

অনুব্যঞ্জনা অর্থাৎ শরীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিশেষ চিহ্ন। চিত্রকরেরা প্রথমে রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়া পশ্চাৎ বর্ণপূরণের দ্বারা সজীবতা ধর্ম্ম আনয়ন করে এবং সেই বর্ণপূরণকে তাহারা অনুব্যঞ্জনা বলে। অতএব বুদ্ধমূর্ত্তি বুঝিতে হইলে, বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রোক্ত মহালক্ষণের পর অনুব্যঞ্জক লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনুব্যঞ্জক লক্ষণ ব্যতীত অবৈকল্য অর্থাৎ ঠিক মূর্ত্তি হইবে না।

বুদ্ধদেবের শরীরাশ্রিত অনুব্যঞ্জক লক্ষণ সমূহ ললিতবিস্তর গ্রন্থে উত্তমরূপ বর্ণিত আছে এবং ধর্ম্মসংগ্রহগ্রন্থেও আছে। মহাবস্তু অবদান ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ঐ সকল লক্ষণের উল্লেখ আছে মাত্র, বুঝিবার উপযুক্ত বর্ণনা নাই। অতএব প্রথমে

ধর্ম্মসংগ্রহগ্রন্থের বর্ণনা ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ ললিতবিস্তরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

তাম্রনখতা (১) স্নিগ্ধনখতা (২) তুঙ্গনখতা (৩) বৃত্তাঙ্গুলিতা (৪) চিতা-ঙ্গুলিতা (৫) অনুপূর্ব্বাঙ্গুলিতা (৬) গূঢ়শিরতা (৭) নির্গ্রন্থিশিরতা (৮) গূঢ়-গুল্ফতা (৯) অবিষমপাদতা (১০) সিংহবিক্রান্তগামিতা (১১) নাগবিক্রান্ত-গামিতা (১২) হংসবিক্রান্তগামিতা (১৩) বৃষভবিক্রান্তগামিতা (১৪) প্রদক্ষিণ-গামিতা (১৫) চারুগামিতা (১৬) অবক্রগামিতা (১৭) বৃত্তগাত্রতা (১৮) মৃষ্টগাত্রতা (১৯) অনুপূর্ব্বগাত্রতা (২০) শুচিগাত্রতা (২১) মৃদুগাত্রতা (২২) বিশুদ্ধগাত্রতা (২৩) পরিপূর্ণব্যঞ্জনতা (২৪) পৃথুচারুমণ্ডলগাত্রতা (২৫) সমক্রমতা (২৬) বিশুদ্ধনেত্রতা (২৭) সুকুমারগাত্রতা (২৮) অদীনগাত্রতা (২৯) সোৎসাহগাত্রতা (৩০) গম্ভীরকুক্ষিতা (৩১) প্রসন্নগাত্রতা (৩২) সুবিভক্তাঙ্গপ্রত্যঙ্গতা (৩৩) বিতিমিরশুদ্ধালোকতা (৩৪) বৃত্তকুক্ষিতা (৩৫) মৃষ্টকুক্ষিতা (৩৬) অভুগ্নকুক্ষিতা (৩৭) ক্ষামকুক্ষিতা (৩৮) গম্ভীরনাভিতা (৩৯) প্রদক্ষিণাবর্ত্তনাভিতা (৪০) সমন্তপ্রাসাদিকতা (৪১) শুচিসমু-চারতা (৪২) ব্যপগততিলকগাত্রতা (৪৩) তূলসদৃশসুকুমারগাত্রতা (৪৪) স্নিগ্ধপাণিলেখতা (৪৫) গম্ভীরপাণিলেখতা (৪৬) আয়তপাণিলেখতা (৪৭) নাত্যায়তবচনতা (৪৮) বিম্বপ্রতিবিম্বোষ্ঠতা (৪৯) মৃদুজিহ্বতা (৫০) তনুজিহ্বতা (৫১) রক্তজিহ্বতা (৫২) মেঘগর্জ্জিতঘোষতা (৫৩) মধুর-চারু মধুস্বরতা (৫৪) বৃত্তদংষ্ট্রতা (৫৫) তীক্ষ্ণদংষ্ট্রতা (৫৬) শুক্লদংষ্ট্রতা (৫৭) সমদংষ্ট্রতা (৫৮) অনুপূর্ব্বদংষ্ট্রতা (৫৯) তুঙ্গনাসতা (৬০) শুচি-নাসতা (৬১) বিশালনেত্রতা (৬২) চিত্রপক্ষ্মতা (৬৩) সিতাসিতকমল-দলনয়নতা (৬৪) আয়তভ্রূকতা (৫৫) শুক্লভ্রূকতা (৬৬) সুস্নিগ্ধভ্রূকতা-

(६७) पीनायतभुजता (६८) समकर्णता (६९) अनुपहतकर्णेन्द्रियता (७०) अविम्लानललाटता (७१) पृथुललाटता (७२) सुपरिपूर्णोत्तमाङ्गता (७३) भ्रमरसदृशकेशता (७४) चित्रकेशता (७५) गूढ़केशता वा (गुड़ाकेशता) (७६) असंलुलितकेशता (७७) अपरुषकेशता (७८) सुरभिकेशता (७९) श्रीवत्-स्वस्तिकनन्द्यावर्त्तललितपाणिपादतलता चेति।"

[ধর্ম্মসংগ্রহ।

এই অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জনার বাঙ্গালা অর্থ এইরূপঃ—

১। নখ তাম্রবর্ণ অর্থাৎ আরক্ত।

২। নখ স্নিগ্ধ অর্থাৎ আর্দ্রবৎ।

৩। নখ উচ্চ অর্থাৎ মধ্যভাগউচ্ছ্রিত।

৪। অঙ্গুলি ছত্রচিহ্নবিশিষ্ট।

৪। অঙ্গুলি চিত্র অর্থাৎ প্রাকৃতলোকের অঙ্গুলির ন্যায় নহে।

৬। অঙ্গুলি পূর্ব্বাপরক্রমে সুবিভক্ত।

৭। শিরা দেখা যায় না।

৮। শিরাগ্রন্থি দৃষ্ট হয় না।

৯। গুল্ফ গূঢ়।

১০। দুই পা সমান অর্থাৎ ছোটবড় নহে।

১১। সিংহের ন্যায় গতি। (পদক্ষেপ)

১২। নাগের ন্যায় গতি। (পদচালনা)

১৩। হংসের ন্যায় পদবিন্যাস।

১৪। মত্ত বৃষভের ন্যায় স্বচ্ছন্দগতি।

১৫। দক্ষিণক্রমে গমন (দক্ষিণ চরণ প্রথমে বিন্যাস)।

১৬। মনোহর অর্থাৎ লীলাযুক্ত গতি।

১৭। সরলগতি।

১৮। গাত্র বৃত্ত অর্থাৎ গোল ও মাংসল। (সকল স্থান মাংসল নহে, উরুপ্রভৃতি স্থান)।

১৯। গাত্র পরিমৃষ্ট (যেন এই মাত্র পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে)।

২০। অঙ্গ সকল পূর্ব্বাপরক্রমে সুবিভক্ত।

২১। গাত্রকান্তি উজ্জ্বল।

২২। অঙ্গ কোমল।

২৩। সকল অঙ্গ শুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র বা পরিষ্কার।

২৪। সকল অঙ্গ ও সকল লক্ষণ পূর্ণ। (খণ্ডিত নহে)।

২৫। শরীর স্থূল, মনোহর ও সুবৃত্ত।

২৬। ক্রম অর্থাৎ পদবিক্ষেপ সমান।

২৭। চক্ষু বিশুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্রভাব-পরিপূর্ণ।

২৮। শরীর কোমল।

২৯। দেহে দৈন্য ও খেদ লক্ষিত হয় না।

৩০। শরীর উৎসাহযুক্ত।

৩১। কুক্ষি গম্ভীর। (ভুঁড়ি ছিল না)।

৩২। অঙ্গ সকল প্রসন্ন। (যেন হাঁস্‌চে)।

৩৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত। (যেখানে বা যে অঙ্গ যেমন হওয়া উচিত সে স্থানে বা সে অঙ্গ সেইরূপ)।

৩৪। শরীরের জ্যোতি বা কান্তি নিস্তিমির আলোকের ন্যায়।

৩৫। কুক্ষি বৃত্ত অর্থাৎ চ্যাপ্‌টা নহে।

৩৬। কুক্ষি মার্জ্জিত অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট।

৩৭। কুক্ষি অভুগ্ন অর্থাৎ কোল্‌কুঁজো নহে।

৩৮। কুক্ষি ক্ষীণ অর্থাৎ কৃশ (স্থূল নহে)।

৩৯। নাভি গম্ভীর।

৪০। নাভির আবর্ত্ত দক্ষিণ দিকে।

৪১। অঙ্গ সকল দর্শকের আনন্দজনক।

৪২। আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধাচারের দ্বারা অঙ্গের এক প্রকার অসাধারণ সৌষ্ঠব জন্মে। সে সৌষ্ঠব অনির্ব্বচনীয়)।

৪৩। গাত্রে তিল ছিল না।

৪৪। হস্ততলা তূলসদৃশ কোমল।

৪৫। হস্তের রেখা স্নিগ্ধ।

৪৬। হস্তের রেখা গম্ভীর।

৪৭। হস্তের রেখা দীর্ঘ।

৪৮। বচন ও স্বর অতি উচ্চ নহে, কর্কশও নহে, অথচ গাম্ভীর্য্য যুক্ত।

৪৯। ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায়। (বিম্ব-এক প্রকার ফল, তাহার বর্ণ আরক্ত)।

৫০। জিহ্বা কোমল।

৫১। জিহ্বা তনু অর্থাৎ পাতলা (মোটা নহে। ইহা যোগীর লক্ষণ)।

৫২। জিহ্বা রক্তবর্ণ।

৫৩। গলার স্বর মেঘগর্জিতে ন্যায় গভীর।

৫৪। স্বর মিষ্ট ও মনোহর।

৫৫। দাঁত সুবৃত্ত।

৫৬। দাঁত তীক্ষ্ণ।

৫৭। দাঁত শুভ্রবর্ণ।

৫৮। দন্তপংক্তি সমান।

৫৯। দন্ত সকল পূর্ব্বাপরক্রমে সুবিভক্ত বা সাজান।

৬০। নাসিকা উন্নত।

৬১। নাসা উজ্জল।

৫২। নেত্র বিশাল।

৬৩। নেত্রের পক্ষ্ম। (চোকের ভঁয়া) অদ্ভুত অর্থাৎ অতি সুদৃশ্য।

৬৪। চোকের শ্বেত ও মণি বা তারা শ্বেতপদ্মের ও নীল-পদ্মের পাবড়ির ন্যায় সুশোভন।

৬৫। ভ্রূযুগল আয়ত।

৬৬। ভ্রূ উজ্জ্বল।

৬৭। ভ্রূ সুস্নিগ্ধ।

৬৮। বাহু পীন ও আয়ত।

৬৯। কর্ণদ্বয় সমান।

৭০। কর্ণেন্দ্রিয় তেজস্বী।

৭১। ললাট সুপ্রসন্ন। (ম্লান নহে)।

৭২। ললাট পৃথু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ও উচ্চ।

৭৩। উত্তমাঙ্গ বা মস্তক পরিপূর্ণ অর্থাৎ কোন স্থানে উচ্চ নীচ ভাব নাই।

৭৪। কেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

৭৫। কেশ আশ্চর্য্য (অন্যের সেরূপ কেশ নাই)।

৭৬। নিদ্রা স্বাধীন।

৭৭। কেশ ঈষৎকুঞ্চিত।

৭৮। কেশ স্নিগ্ধ (রূক্ষ নহে)।

৭৯। কেশ সুগন্ধ।

৮০। হস্ততলে ও পদতলে শ্রীবৎস, স্বস্তিক ও নন্দ্যাবর্ত্ত, এই তিন প্রকার চিহ্ন আছে। (স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ)।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে বুদ্ধশরীরের অশীতি অনুব্যঞ্জনা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"तद् यथा—तुङ्गनखश्च महाराज! सर्व्वार्थसिद्धः कुमारः। ताम्रनखश्च स्निग्धनखश्च वृत्ताङ्गुलिश्च अनुपूर्व्वचित्राङ्गुलिश्च गूढगुल्फश्च घनसन्धिश्च अविषमसमपादश्चायतपाद पार्ष्णिश्च महाराज! सर्व्वार्थसिद्धः कुमारः। स्निग्धपाणिलेखश्च तुल्यपाणिलेखश्च गम्भीरपाणिलेखश्चाजिह्मपाणिलेखश्च

আনুপূর্ব্বপাণিলেখস্য স্নিগ্ধোষ্ঠানুস্বরশব্দবচনস্য মৃদুতরুণতাম্রজিহ্বস্য গজ-গর্জিতাভি স্তনিতমেঘস্বরমধুরমঞ্জুঘোষস্য পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনস্য মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ।"—ইত্যাদি।*

অসিত মুনি রাজা শুদ্ধোদনকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! এই সকল অনুব্যঞ্জন চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি নিশ্চিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, গৃহবাসী হইবে না। এ সকল চিহ্ন বোধিসত্ব ভিন্ন প্রাকৃত মনুষ্যের থাকে না।

শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা।

কুমার শাক্যসিংহ শুদ্ধোদনের গৃহে দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বিদ্যারম্ভ কাল আগত হইল। রাজা শুদ্ধোদন শুভদিনে মহামহোৎসব সহকারে কুমারকে লিপি-শালায় প্রেরণ করিলেন। আজ রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বিদ্যারম্ভ হইবে, লিপি শিক্ষা আরম্ভ হইবে। শুনিয়া নগরবাসী জনগণের, বিশেষতঃ বালকবৃন্দের আহ্লাদের পরিসীমা নাই, কপিলনগর আজ্ যেন হর্ষে মাতিয়া উঠিয়াছে।

লিপিশালার প্রধান শিক্ষকের নাম বিশ্বামিত্র। আজ্ বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র মনে মনে "সুপ্রভাত" প্রভৃতি সুখ-ভাবনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার লিপিশালাসম্মুখে মহাসমা-

---

* সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। প্রবন্ধের বৃথা কার্কশ্য নিন্দনীয়। কতকগুলি সংস্কৃত দিলে প্রবন্ধটী কর্কশ হইতে পারে, কর্কশ হইলে পাঠক মাত্রেই বিরক্ত হইতে পারেন।

রোহ উপস্থিত হইল। অগ্রে শত শত শাক্যবালক, মধ্যে রাজা ও রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, পশ্চাতে অসংখ্য জনসম্বাধ ও হয় হস্তী প্রভৃতি যান ও যাত্রিগণ লিপিশালা অভিমুখে আগমন করিতেছে।

বালকরূপী বোধিসত্ত্ব যথাসময়ে ও যথানিয়মে পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন; করিয়া তত্রস্থ প্রধান শিক্ষক বিশ্বামিত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বিশ্বামিত্র অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন, "রাজপুত্রের গুরু হইব," এক্ষণে তাঁহার সে মোহ অপগত হইল। তাঁহার জ্ঞান হইল, কোন বালক তাঁহার নিকট শিষ্য হইতে আইসে নাই, এক অনিবার্য্য ও অপূর্ব্ব তেজ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। বালকরূপী বোধিসত্ত্বের অঙ্গশ্রী ও তেজ দেখিবামাত্র তাঁহার দর্শনপথ অবরুদ্ধ হইল। তিনি বিস্ময়ে ও মোহে লীনচিত্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধ ইতিহাসে লিখিত আছে, বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র শাক্যসিংহের তেজে অভিভূত ও ভূপতিত হইলে পর শুভাঙ্গ নামক দেবপুত্র সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকে হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত গাথা গান করিয়াছিলেন।

"शास्त्राणि यानि प्रचरन्ति च देवलोके,
संख्या लिपिश्च गणनापि च धातुतन्त्रम्।

যে শিল্পযোগ পৃথু লৌকিক অপ্রমেয়া,
তেষ্বেষু শিক্ষিতু পুরা বহু কল্পকোট্যঃ ॥
কিন্তু জনস্য অনুবর্ত্তনতাং করোতি,
লিপিশালমাগতু সুশিক্ষিতশিক্ষণার্থম্।
পরিপাচনার্থং বহুদারক অগ্রযানে,
অন্যাংশ্চ সত্ত্বানিযুতানম্নতে বিনেতুম্।
নৈতস্য আচরিতু উত্তরি বা বিলোকে,
সর্ব্বেষু দেবমনুজেষ্বয়মেব জ্যেষ্ঠঃ।
নামানি তেষ লিপিনাং নহি বেত্থ যূয়ং,
যত্রৈষ শিক্ষিতু পুরা বহুকল্পকোট্যঃ।”

[ললিতবিস্তর।

তাৎপর্য্য এই যে, ইহলোকের কথা দূরে থাকুক, দেবলোকেও যে সকল শাস্ত্র, সংখ্যা, লিপি ও গণনা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, সে সমস্ত ইনি পূর্ব্বে শিখিয়াছেন।

ইনি কোটিকোটি কল্প লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যগণের অনুকরণ করিতেছেন, এবং শিক্ষিতশিক্ষার নিমিত্ত বহুবালক অগ্রগামী করিয়া এই লিপিশালায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য কেবল লোকশিক্ষা, সত্ত্বপরিপাক ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকে বিনীত করা ও মুক্ত করা।

তিন লোকে যাহা প্রচারিত আছে, তাহার কিছুই ইহার অবিদিত নাই। কি দেব, কি মনুষ্য, সকলের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ।

ইনি বহুকল্প পূর্ব্বে যাহা শিখিয়া রাখিয়াছেন, তোমরা তাহার নামও জান না। সে সকল লিপির কিছুই জান না।

অনন্তর, সেই দেবপুত্র এই গাথাত্রয় গান করিয়া তন্মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তত্রস্থ জনগণ মুগ্ধপ্রায় হইল। অনন্তর, রাজা শুদ্ধোদন ও অমাত্যবর্গ কুমারকে লিপিশালার অধ্যক্ষ বিশ্বামিত্রের নিকট অর্পণ করিয়া যথাগতস্থানে গমন করিলেন, কেবল দাস দাসী ও ধাত্রীগণ কুমারের রক্ষণার্থ তথায় অবস্থান করিল।

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এই স্থানে এক অদ্ভুত বর্ণনা আছে, তাহা দেখিয়া বিবেচনা হয়, প্রাচীনকালের সকল লোকই অলৌকিক বর্ণনা ভাল বাসিত। যথা —

বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া কুমারকে আহ্বান করিলেন। কুমার বোধিসত্ত্ব চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত লিপিফলক * হস্তে করত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন।

"कतमां भो उपाध्याय! लिपिं मे शिक्षयिष्यसि? ब्राह्मीं खरोस्त्रीं पुस्करसारीं अङ्गलिपिं वङ्गलिपिं मगधलिपिं माङ्गल्यलिपिं मनुष्यलिपिं अङ्गुलीयलिपिं शकारिलिपिं ब्रह्मवल्लिलिपिं द्राविड़लिपि किनारिलिपिं दक्षिणलिपिं उग्रलिपिं संख्यालिपिं अनुलोमलिपिं अर्द्धधनुर्लिपिं दरदलिपिं खास्यलिपिं चीनलिपिं हूणलिपिं मध्याक्षर विस्तरलिपिं

* অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকালের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাষ্ঠফলকে লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল। এমন কি আমরাও বালককালে দোকানদারদিককে ও পাঠশালার ছাত্রদিগকে কাষ্ঠফলকে লিখিতে দেখিয়াছি।

पुष्पलिपिं देवलिपिं नागलिपिं यक्षलिपिं गन्धर्व्वलिपिं किन्नरलिपिं महोरगलिपिं असुरलिपिं गरुड़लिपिं मृगचक्रलिपिं चक्रलिपिं वायुमरुल्लिपिं भौमदेवलिपिं अन्तरीक्षदेवलिपिं उत्तरकुरुद्वीपलिपिं अपरगौड़ानलिपिं पूर्व्वविदेहालिपिं उत्क्षेपलिपिं निक्षेपलिपिं विक्षेपलिपिं प्रक्षेपलिपिं सागरलिपिं वज्रलिपिं लेखप्रतिलेखलिपिं अद्भुतलिपिं शास्त्रावर्त्तलिपिं गणनावर्त्तलिपिं उत्क्षेपावर्त्तलिपिं निक्षेपावर्त्तलिपिं पादलिखितलिपिं द्विरुत्तरपदसन्धिलिपिं यावद्दशोत्तरपदसन्धिलिपिं अध्याहारिणीलिपिं सर्व्वरुतसंग्रहणिलिपिं विद्यानुलोमालिपिं विमिश्रितलिपिं ऋषितपस्तप्तां रोचमानां धरणी प्रेक्षणीलिपिं सर्व्वौषधिनिःष्यन्दां सर्व्वसारसंग्रहणीं सर्व्वभूतरुतग्रहणीं आसां भो उपाध्याय! चतुःषष्टिलिपीनां कतमां लिपिं मां त्वं शिक्षयिष्यसि?"

হে গুরো! আমাকে কোন্ লিপি শিখাইবেন? ব্রাহ্মী লিপি? না খরোষ্ঠী লিপি? অথবা অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি ও মগধ লিপি প্রভৃতি চৌষট্টি লিপির কোন লিপিশিখাইবেন।*

---

* সংস্কৃতলিপিতালিকাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ দিতে পারিলাম না। কারণ, ঐ সকল লিপিবোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তাহা আমরা বুঝি না। ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্মধ্যে আমরা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, শকারিলিপি, দরদলিপি, দ্রাবিড়লিপি, চীনলিপি, হূণলিপি, খাশ্যলিপি বা খশলিপি,—এই বারটি মাত্র শব্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাস বা অর্থ বুঝিতে পারি, অবশিষ্ট গুলির কিছুই বুঝিতে পারি না। কাযেই উহার বঙ্গানুবাদ পরিত্যক্ত হইল। যদি কোন বিজ্ঞ পাঠক ঐসকল শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন আমাকে

অনুগ্রহ করিয়া জানান। ঐ গুলি বুঝিতে পারিলে উহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভাষার ও দেশের প্রাচীনত্ব উত্তমরূপে সমর্থিত হইতে পারে। যদি কেহ বলেন, উহা বুদ্ধদেবের কথা নহে, উহা গ্রন্থকারের বর্ণনামাত্র, তাহা বলিলেও উহার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইবে। কেননা, অন্যূন সার্দ্ধৈক সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের মহাবস্তু অবদান নামক অন্য একখানি গ্রন্থেও ঐ সকল দেশের ও ঐ সকল ভাষার উল্লেখ আছে। যথা—বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপ মহাকাত্যায়নকে বলিতেছেন,—

"যা ইমা লীকি সংজ্ঞা ব্রাহ্মী, পুষ্করসারী, খরোষ্ঠী, যাবনী, ব্রহ্ম-বাণী, পুষ্পলিপি, কুতলিপি, শক্তিনলিপি, ব্যত্যস্তলিপি, লেখলিপি, মুদ্রালিপি, উক্কর-মাধুর-দরদ-চীণ-হূণ-পরা, বঙ্গা, অঙ্গা, দ্রাবিড়া, সৌহলা-এলিদা, দর্দুরা, রমঠ ভয়-বৈজ্জতুকা, গুল্মলা, হুন্নদা, কসুলা, কেতকা, কুসুরা, লতিকা, নজরিদেষু, অকখরবন্ত্ব সর্ব্বা এষা বোধিসত্ত্বানাং নীতিঃ।"

এই গণনার মধ্যে "মুদ্রালিপির" উল্লেখ আছে। উহা যদি ঠিক্ নামানুরূপ তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, বুদ্ধদেবের অথবা তাঁহার পূর্ব্বে অর্থাৎ তিনসহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বে মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল। তখন কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদিত করিয়া অঙ্কিত করা হইত। বৌদ্ধগ্রন্থের এই প্রমাণ আমাদের দেশের ব্যবস্থা শাস্ত্র দেখিলে অবশ্যই বলবান্ হইবে। কেননা, আমাদের দেশের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রেও মুদ্রালিপির উল্লেখ আছে। চণ্ডীপাঠ ও পুরাণপারায়ণ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, মুদ্রালিপি পাঠ করিলে পুণ্যফল হয় না। মুদ্রালিপি না থাকিলে কি প্রকারে তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে, স্মৃতিকালেও মুদ্রালিপি বা ছাপার অক্ষর প্রচলিত ছিল। স্মৃতিতেও মুদ্রা-লিপির প্রসিদ্ধি আছে।

শুনিয়া বিশ্বামিত্র অবাক্। তিনি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন, তাঁহার বিদ্যাভিমান তিরোহিত হইল, দর্প অন্তর্হিত হইল। তিনি ভাবিলেন. ইনি ত বালক নন্, নিশ্চিত ইনি কোন জ্ঞান-মূর্ত্তি অথবা বিদ্যার অবতার। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটি গান করিলেন।

आश्चर्य्यं शुद्धसत्त्वस्य लोके लोकानुवर्त्तिनः ।
शिक्षितः सर्व्वशास्त्रेषु लिपिशालामुपागतः ॥
येषामहं नामधेयं लिपीनां न प्रजानामि ।
तत्रैषः शिक्षितः सन्तो लिपिशालामुपागतः ॥
वक्त्रं चास्य न पश्यामि मूर्द्धानं तस्य नैव च ।
शिक्षयिष्ये कथं ह्येनं लिपिप्रज्ञापारगतम् ॥
देवातिदेवो ह्यतिदेवः सर्व्वदेवोत्तमो विभुः ।
असमश्च विशिष्टश्च लोकेष्वप्रतिपुद्गलः ॥
अस्यैव त्वनुभावेन प्रज्ञोपायं विशेषतः ।
शिक्षितं शिक्षयिष्यामि सर्व्वलोके परायणम् ॥

[ললিতবিস্তর।

ইহলোকে মনুষ্যরূপধারী শুদ্ধসত্ত্বের লিপিশালায় আগমন হওয়া অতি আশ্চর্য্য। কেন না, তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত। আমি যে সকল লিপির নামও জানি না, সেই সকল লিপিতে সুশিক্ষিত থাকিয়াও ইনি লিপিশালায় আগমন করিয়াছেন। আমি ইহার মুখপানে চাহিতে অক্ষম, মস্তক

দেখিতেও অক্ষম, কি প্রকারে আমি এই লিপি-জ্ঞান-পারদর্শীকে লিপিশিক্ষা দিব। ইনি দেব, অতিদেব, সকল দেবতার মধ্যে উত্তম দেবতা। ইঁহার সমান নাই এবং ইঁহার সদৃশ সত্ত্ব বা জীব নাই। ইঁহারই প্রভাবে প্রজ্ঞালাভের উপায় শিক্ষা করা যায় এবং এই সর্ব্বলোকাশ্রয়কে আমি কি শিখাইব?

মহাত্মা শাক্যসিংহের বিদ্যারম্ভ কালের এইরূপ ইতিহাস আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে এবং আমাদিগকে সত্যমিথ্যা-সংশয়ে বিলোড়িত করিতেছে। যাহাই হউক, এই ঘটনার পর কি হইয়াছিল, একবার তাহারও অনুসন্ধান করা যাউক।

বালক-গুরু বিশ্বামিত্র ভয়ে, মোহে ও বিস্ময়ে জড়ীভূত হইলে ভগবান্ শাক্যমুনি তৎপরে আর তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই, সামান্য বালকের ন্যায় লিপিফলকহস্তে গুরুর অভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া যথানিয়মে উপদেশ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মোহ ভঙ্গের পর গুরু বিশ্বামিত্র প্রোক্তঘটনাকে জাগ্রৎস্বপ্ন অথবা ভ্রমের প্রতারণা বিবেচনা করিলেন। অনন্তর যথানিয়মে অ-কারাদি বর্ণ সকল একে একে উপদেশ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, ভগবান্ (শাক্যসিংহ) যখন যে-বর্ণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখনই সেই বর্ণের এক একটী বৈরাগ্যসূচক রহস্য অর্থ আকাশ হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

গুরু উপদেশ করিলেন, অ।

শাক্যসিংহ বলিলেন, অ।

আকাশে ধ্বনিত হইল, "অনিত্যঃ সর্ব্বঃ সংসারস্কন্ধঃ।" সমস্ত সংসার অনিত্য।

গুরু উপদেশ করিলেন, আ।

বুদ্ধদেব উচ্চারণ করিলেন, আ।

আকাশে ধ্বনিত হইল, "আত্মপরহিতঃ কার্য্যঃ।" আপনার ও পরের হিত করিবেক।

গুরু বলিলেন, ই।

শাক্য বলিলেন, ই।

আকাশে ধ্বনিত হইল, "ইন্দ্রিয়বৈপুল্যম্ মা কুরু।" ইন্দ্রিয়দিগকে পুষ্ট করিও না।

গুরু উপদেশ করিলেন, ঈ।

শাক্য উচ্চারণ করিলেন, ঈ।

আকাশে উচ্চরিত হইল, "ঈতিবহুলং জগত্।" জগৎ ঈতি পরিপূর্ণ অর্থাৎ বিঘ্নপরিপূর্ণ।

গুরু বলিলেন, উ।

সিদ্ধার্থও বলিলেন, উ।

আকাশে শব্দ হইল, "উপদ্রববহুলং জগত্।" জগতে উপদ্রবই অধিক।

প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণকালে আকাশে এক একটী প্রতিশব্দ উত্থিত হইয়াছিল।* সেই সকল অমানুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া

* পুস্তক-কায়া বাড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে সকল অক্ষরের প্রতিশব্দ দিলাম

গুরু ও শিষ্যবৃন্দ যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে, ঐ সকল অমানুষ বাক্য বুদ্ধের প্রভাবেই আকাশে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল অমানুষ প্রতিশব্দের এক একটি প্রতিশব্দ এক একটি ধর্ম্মবীজ অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ। শেষ কথা এই যে, ৫০ অক্ষরে ৫০টী আকাশবাণী হইয়াছিল এবং সেই ৫০ আকাশবাণীই বৌদ্ধধর্ম্মের সার।

কুমার শাক্যসিংহ লিপিশালায় থাকিয়া প্রোক্তপ্রকারে প্রথমে বর্ণ, তৎপরে পদ, তৎপরে বাক্য-যোজন, তৎপরে শাস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিলেন। পরন্তু এই সকল শিক্ষা করিতে তাঁহার অধিক সময় অতিপাতিত হয় নাই।

বৌদ্ধগ্রন্থে, আরও লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন লিপিশালে থাকিয়া লিপিশিক্ষা করেন তৎকালে সেই পাঠশালায় নাকি দ্বাদশ সহস্র বালক লিপিশিক্ষার্থ উপস্থিত ছিল এবং সেই সকল বালকদিগকে তিনি গোপনে সম্যক্ জ্ঞান উপদেশ করিতেন। সম্যক জ্ঞান কি? বুদ্ধদেবের অভিমত সম্যক্ জ্ঞান কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

না। ফল, ৫০টি অক্ষরের ৫০টি প্রতিশব্দ আছে এবং ৫০টিই ধর্ম্মমূলক। এই সকল কথা ললিতবিস্তর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের কৌমার জীবনের অপর একটী কথা এবং বিবাহ।

বুদ্ধদেব শিশুকাল হইতেই ধ্যানশিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সেই শিক্ষা বা সেই ধ্যান যৌবনআগমে পরিপাক প্রাপ্ত হইল। ইতিহাস লেখকেরা ইহার বাল্যজীবনের ইতিহাসেও অলৌকিক ক্ষমতা প্রবেশ করাইয়াছেন, কাযেই ইহার প্রকৃত চরিত্র প্রচ্ছন্ন আছে। ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থে ইহাঁর কৌমারচরিত্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বর্ণনা আছে, তন্মধ্য হইতে একটী মাত্র কথা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। এই কথাটীই ইহাঁর ভবিষ্যদ্বৈরাগ্যের সোপান অথবা বীজ।

শাক্যসিংহ ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। সময়ে অনেক কুমার তাঁহার সহচর হইল। একদা তিনি বয়স্যদিগের সঙ্গে এক কৃষিগ্রাম পরিদর্শনে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কৃষকদিগের কার্য্য ও স্বভাবচরিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে এক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহচরেরা এদিক্ ওদিক্ গমন করিল, ক্রীড়াসক্ত হইয়া কুমারের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল; এই অবকাশে ভগবান্ বোধিসত্ব সেই উদ্যান হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া তন্নিকটস্থ কোন এক রমণীয় প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটী রমণীয়

জম্বুবৃক্ষ ছায়াবিস্তার করতঃ বিরাজিত আছে। দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার তলদেশে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ধ্যানোপযুক্ত রমণীয় প্রদেশ দেখিয়া তাঁহার ধ্যানেচ্ছা হইল। প্রথমে তিনি চিত্তকে একাগ্র করিলেন। চিত্তের কামনা ও অন্যান্য অকুশলবৃত্তি সকল নিরুত্থান করিয়া সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রীতিসুখ নামক ধ্যান-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যানের দ্বারা আত্মপ্রসাদ আগত হইলে তাঁহার চিত্ত তখন এক অখণ্ডাকার বৃত্তি ধারণ করিল। তখন তিনি নির্ব্বিতর্ক-নির্ব্বিচার নামক দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসুখ প্রাপ্ত হইলেন। অল্পক্ষণ মাত্র প্রীতিসুখ অনুভব করিয়া তদূর্দ্ধ-বর্ত্তী তৃতীয় ধ্যান আহরণ করিলেন। তৃতীয়ধ্যানে প্রীতিসুখেও উপেক্ষা হয়, যাবজ্জীবনের ও যাবজ্জন্মের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত পদার্থরাশির স্মরণ হয় এবং প্রতিসম্বেদন নামক প্রজ্ঞা বিশেষের উদয় হয়। লোকে যাহাকে নির্ম্মল প্রজ্ঞা অথবা অপ্রতিহত জ্ঞান বলে, যে জ্ঞান আবির্ভূত হইলে জগত্রয় করামলকবৎ প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানের অন্য নাম প্রতিসম্বেদন ও সম্প্রজ্ঞা।

অনন্তর তিনি এতদূর্দ্ধবর্ত্তী নির্ম্মল চতুর্থ ধ্যান আহরণ করিলেন। চতুর্থ ধ্যানে সুখের নাশ, দুঃখের অন্ত, সৌমনস্যের ও দৌর্ম্মনস্যের অভাব, সুখ-দুঃখের উপেক্ষা, স্মরণশক্তির পরি-

শুদ্ধি ও শরীরাদির অদর্শন হয়। কুমার শাক্যসিংহ এখন সেই জম্বুবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া এতাদৃশ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

বুদ্ধদেব জম্বুমূলে চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে পাঁচ জন মহানুভব ঋষি দক্ষিণ দিক্ হইতে আকাশপথে সেই জম্বু বনের উপর দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। যেই মাত্র তাঁহারা জম্বুবনের উপরে আসিয়াছেন, অমনি তাঁহারা শক্তিহীন, ক্ষমতাহীন ও প্রত্যাহত হইলেন। আর যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নিম্নলিখিত গাথায় বলাবলি করিতে লাগিলেন।—

"वयमिह मणिवज्रकूटं गिरिं
मेरुमभ्युद्गतं तिर्य्यगर्थं विदारिकम् ।
गजइव सहकारशाखाकुलां वृक्षवृन्दां
प्रदारित्व निर्धाविता नैकशः ॥
वयमिह मरुतां पुरे चापि शक्ता गता
यक्षगन्धर्व्ववेश्मनि चोर्द्धं नभे निश्रिताः ।
इमं पुनर्व्वनखण्डमासाद्य सीदाम भोः
कस्य लक्ष्मीर्निवर्त्तेति ऋद्धेर्बलम् ॥"

আমরা মহাগজের ন্যায় সুমেরুমস্তকস্থিত বন বিদীর্ণ করিয়া গমন করিয়া থাকি। বায়ুপুরে, ইন্দ্রপুরে ও যক্ষগন্ধর্ব্বাদির নগরে গমন করিয়া থাকি। কিন্তু আজ আমরা এই জম্বুবনে আসিয়া অবসন্ন হইলাম! ইহা কাহার যোগবল? কাহার প্রভাব? কাহার

ঐশ্বর্য্যবলক্রমে আমাদের অপ্রমেয় ঐশ্বর্য্যবল প্রতিহত হইল? শুনিয়া সেই বনের বনদেবতা অলক্ষ্যে প্রত্যুত্তর করিলেনঃ—

"नृपतिकुलोदित: शाक्यराजात्मजो बालसूर्य्यप्रकाशप्रभ: ।
स्फुटितकमलगर्भवर्णप्रभश्चारुचन्द्राननो लोके ज्येष्ठो विदु: ।
अयमिह वनमाश्रितो ध्यानचिन्तापरो देवगन्धर्व्वनागेन्द्रयक्षार्चित: ।
भवशतगुणकोटिसंवर्द्धितस्तस्य लक्ष्मी निवर्त्तेति ऋद्धे र्बलमा ।"

যিনি রাজকুলে জন্মিয়াছেন, যিনি শাক্যরাজার আত্মজ, যাঁহার শরীরপ্রভা সূর্য্য-প্রভার তুল্য, যাঁহার বর্ণ প্রফুল্লকমলের গর্ভবর্ণের সমান, যিনি সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই বনে ধ্যান করিতেছেন, তিনিই তোমাদের যোগবল প্রতিহত করিয়াছেন।

ঋষিগণ দৈববাণী শুনিয়া অধস্তল অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, শোভায় ও তেজে জাজ্বল্যমান এক নব বালক নিমীলিতনেত্রে উপবিষ্ট আছেন। দেখিয়া তাঁহারা মনে ভাবিলেন, ইনি কে? ধনাধিপতি কুবের? অথবা রুদ্র? কিংবা সহস্ররশ্মি সূর্য্য? অথবা ইনি নিষ্পাপ বুদ্ধ?

পুনর্ব্বার দৈববাণী হইল,—"যে শ্রী কুবেরে, যে শ্রী ইন্দ্রে, যে শ্রী ব্রহ্মায়, যে শ্রী গ্রহনক্ষত্রে, সেই শ্রী এই শাক্যতনয়ের কান্তি হইতে অপগত নহে।"

অনন্তর ঋষিরা ধরণীতলে অবতরণ করতঃ ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এক ঋষি বলিলেন,—

"লোকে ক্লেশাগ্নিসন্তপ্তে প্রাদুর্ভূতোহ্যয়ং হ্রদঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি॥"

লোক সকল ক্লেশরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়াছে। তাহাদের জন্য এই সুশীতল হ্রদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে মুক্ত করিবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অন্য ঋষি বলিলেন,—

"অজ্ঞানতিমিরে লোকে প্রাদুর্ভূতঃ প্রদীপকঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি॥"

লোক সকল অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সে অন্ধকার বিনাশের জন্য এই প্রদীপ আবির্ভূত। যে ধর্ম্মে জগতের মুক্তি হইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অপর ঋষি বলিলেন,—

"শোকসাগরকান্তারে যানশ্রেষ্ঠমুপস্থিতম্।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগত্তারয়িষ্যতি॥"

দুষ্পার শোকসমুদ্রের নৌকা আগত হইয়াছে। অথবা দুর্গম সংসারগহনের যান আগত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে উত্তীর্ণ করিবে, শোকসমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অন্য ঋষি বলিলেন,—

"জরাব্যাধিক্লিষ্টানাং প্রাদুর্ভূতো ভিষগ্বরঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং জাতিমৃত্যুপ্রমোচকম্॥"

জরাব্যাধিক্লিষ্টা সংসাররোগীদিগের জন্য বৈদ্যরাজ আবির্ভূত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম জরামৃত্যু হইতে বিমুক্ত করে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

ঋষিগণ এইরূপ গাথাগান করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ; তৎপরে পুনর্ব্বার আকাশপথে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তিনি জানেন না যে, তাঁহার কুমার কৃষিগ্রামের জম্বুবনে গিয়া ধ্যান করিতেছেন। রাজা কেন, এ ঘটনা কেহই জানেন না। রাজা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমাত্যদিগকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার কোথায় ? অনন্তর অমাত্য ও অনুচর সকলেই কুমারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

এক জন অমাত্য কৃষাণগ্রামের জম্বুবনে গিয়া দেখিল, কুমার এক নিবিড়শাখ জম্বুবৃক্ষের তলদেশে তৃণনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আরও এক আশ্চর্য্য দেখিল।—মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে, অপরাহ্লতাপ্রযুক্ত অন্যান্যবৃক্ষের ছায়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; কিন্তু সেই জম্বুবৃক্ষের ছায়া কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কুমারের শরীর শীতল করিয়া রাখিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে অমাত্যের মনে প্রীতি ও বিস্ময় উভয়ই উৎপন্ন হইল। অমাত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজসকাশে বহন করিল।

রাজা শুদ্ধোদন অমাত্যমুখে ঐ অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সেই জম্বূতলে গমন করিলেন। কুমার তখনও ধ্যানস্থ। রাজা দেখিলেন, যেন এক অনির্ব্বাচ্য তেজোরাশি রমণীয়তম মূর্ত্তিতে কোন এক অনির্ব্বাচ্য ভাব ধ্যান করিতেছেন। দেখিয়া রাজার চৈতন্য হইল, পুত্রভাব অপগত হইল। কে যেন তাঁহাকে অনুরোধ করিল, আকর্ষণ করিল, তাই তিনি পুত্রভাব ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধভাবে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিলেন।

কুমার শাক্যসিংহ প্রাতঃকালাবধি অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ থাকিয়া সৌগত জ্ঞানের দ্বারা শাক্যগণের ঋদ্ধি পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রতিবুদ্ধ হইলেন। অর্থাৎ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সমাধি ভঙ্গের পর তৎস্থানে পিতা সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া প্রথমে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন, অনন্তর তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত প্রকারে আলাপ করিতে লাগিলেন।

"পিতঃ! আপনি হিংসাময়ী কৃষি পরিত্যাগ করুন। এই কার্য্য নিতান্ত গর্হিত। ইহাতে পদে পদে হিংসা ঘটনা হয়। সুবর্ণে প্রয়োজন থাকিলে সুবর্ণ বৃষ্টি করিব, বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে বস্ত্রবর্ষণ হইবে, অন্য যা কিছু চাহেন—সমস্তই পাইবেন—আপনি এই হিংসারূপা কৃষি পরিত্যাগ করুন। সর্ব্বজগতের সুখোদ্দেশে উদ্যুক্ত হউন।"

কুমার শাক্যসিংহ পিতার কৃষিগ্রাম দেখিতে গিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত পরদুঃখে বিচলিত হইয়াছিল।

তাই তিনি ধ্যানস্থ হইয়া, সমাহিত হইয়া, চিত্তচাঞ্চল্যের অবরোধ, দুঃখের বিঘাত, শাক্যকুলের ভবিষ্য ঋদ্ধি, সম্যক জ্ঞানের লাভোপায়, জগতের দুঃখবিনাশ,—এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পিতা আগমন করিলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি যে আপনার বোধিত্বলাভের জন্য ও জগতের হিতের জন্য চিত্তৈকতানতা উত্থাপন করিয়াছিলেন, ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার বেগ তখন পর্য্যন্তও ছিল। তাই তিনি পিতাকে ও সমাগত শাক্যদিগকে দুঃখান্তকর উপদেশ সকল দিয়াছিলেন। উপদেশ দেওয়া শেষ হইলে তিনি স্বজনসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রফুল্লমনে কপিলবস্তু নগরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

শাক্যসিংহের বিবাহ।

শাক্যগণ যে দিবস শাক্যসিংহকে কৃষিগ্রামের জম্বুবৃক্ষমূলে সমস্ত দিবা ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিতে দেখিয়াছিল—সেই দিন হইতেই তাহাদের মনে কুমারের গার্হস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিশঙ্কা জন্মিয়াছিল। তদবধি তাহারা সর্ব্বদাই ভাবিত, মৌহূর্ত্তিকগণের গণনার প্রথম পক্ষ * সত্য হইলে নিশ্চিত এই রাজবংশের উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে।

* শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হইলে গণকগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিল, এই কুমার যদি অভিনিষ্ক্রম করেন, অর্থাৎ গৃহত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ হইবেন। আর যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন।

রাজা শুদ্ধোদন একদা প্রধান প্রধান শাক্যের সহিত সভা-মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাঁহার আমত্যগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল ঃ—

"মহারাজ! কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে মৌহূর্ত্তিকগণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কুমারের অঙ্গ লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন।—

"যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতোভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ উত নাভিনিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তী সপ্তরত্নসমন্বাগতঃ।"

এই কুমার যদি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, গৃহত্যাগ করেন, তাহা হইলে ইনি তথাগত অর্থাৎ বুদ্ধ হইবেন। আর যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে ইনি ধার্ম্মিকপ্রবর চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন এবং সপ্তরত্ন* প্রাপ্ত হইবেন। অতএব হে মহারাজ! আমাদের বিবেচনায় কুমারকে শীঘ্র শীঘ্র গৃহনিবিষ্ট অর্থাৎ বিবাহিত করা উচিত। স্ত্রীগণবেষ্টিত থাকিলে কুমার রতি বা সুখ অনুভব করিবেন, তাহা হইলে আর নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবেন না। এই কার্য্য শীঘ্র নির্ব্বাহ করা উচিত। করিলে অবশ্যই এই চক্রবর্ত্তী বংশ অনুচ্ছেদ-দশা প্রাপ্ত হইবে, আমরাও অন্যান্য রাজগণের নিকট সম্মানিত থাকিব।"

রাজা বলিলেন, "তবে আপনারা কুমারের উপযুক্তা কন্যা অনুসন্ধান করুন।"

---

* অশ্বরত্ন, ছত্ররত্ন, অমাত্যরত্ন, প্রভৃতি।

বলিবা মাত্র শত শত শাক্য, হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং "আমার কন্যা কুমারের অনুরূপা,—আমার কন্যা কুমারের অনুরূপা।" এই বলিয়া উচ্চরব করিতে লাগিল।

রাজা শুদ্ধোদন কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "বড়ই দুষ্কর!—কুমার নিতান্ত দুরাসদ!—আপনারা যান,—কুমারকে গিয়া বলুন,—তুমি কোন্ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।"

অনন্তর শাক্যগণ কুমারের নিকট গমন করিল। রাজার প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিল "কুমার! আপনি কোন্ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা বলুন।"

কুমার প্রত্যুত্তর করিলেন, "সপ্তাহ পরে প্রত্যুত্তর দিব।" শুনিয়া অমাত্যগণ যথাগত স্থানে গমন করিল।

অমাত্যগণ গমন করিলে কুমার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।—কামের অনন্ত দোষ, তাহা আমি জানি। কামই সকল দুঃখের, সকল শোকের মূল, ইহা আমি বিদিত আছি। কাম ভয়ঙ্কর খড়্গধারার তুল্য, প্রজ্বলিত অগ্নিসম, ইহাও আমি জ্ঞাত আছি। আমার কামভোগে ইচ্ছা নাই, তাহাতে অনুরাগও নাই। যে আমি প্রতিদিন বৃক্ষমূলে সমাধিসুখে শান্তচিত্তে বাস করিব, সেই আমি কিপ্রকারে স্ত্রীগৃহে থাকিব? যে আমি মৌনব্রত* অবলম্বন করতঃ বিজন বনে শোভা পাইব, সেই আমি

---

* বাক্যমৌন, ইন্দ্রিয়মৌন ও চিত্তমৌন অর্থাৎ কথা না বলা, সুখেন্দ্রিয় পরিচালন না করা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ করা।

কি স্ত্রীসংবৃত হইয়া গৃহমধ্যে শোভা পাইতে পারি? পুনর্ব্বার অন্যদিক্ ভাবিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, না,—বিকারের মধ্যে থাকিয়া নির্ব্বিকার শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য,—সত্বপরিপাক প্রদর্শন করাই উচিত,—পরিবারদিগকেও বিনয় শিখান উচিত। পদ্ম কর্দ্দমেই বৃদ্ধি পায়, জলমধ্যেই শোভা পায়। অতএব, বোধিসত্ত্ব যদি পরিবার লাভ করেন, তথাপি তিনি শত শত প্রাণীকে মুক্ত করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র ও গৃহধর্ম্ম দেখাইয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহারা অনুরাগী ছিলেন না, —বিষয়ব্যাসক্ত ছিলেন না,—ধ্যানভ্রষ্টও হন নাই,—সুখচ্যুতও হন নাই। কি খেদ! যাহাই হউক, আমিও পূর্ব্ব বুদ্ধের দৃষ্টান্তে লোক শিক্ষা দিব, তাঁহাদেরই গুণ প্রচার করিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি একটী গাথা গান করিলেন।* সপ্তদিবস আগত হইলে তিনি অন্য একটী গাথা পত্রারূঢ় করিয়া পিতৃসমীপে প্রেরণ করিলেন। গাথাটী এই;—

"न च प्राकृता मम वधूरनुरूप या स्यात्
यस्या न ईर्ष्यादिगुणाः सद सत्यवाक्या।
या मह्य चित्तमभिधारयतेऽ प्रमत्ता।
रूपेण जन्मकुलगोत्रतया सुसुद्धा॥ १

---

* গাথাটী ললিতবিস্তর গ্রন্থে আছে। ইচ্ছা হয় ত ঘ-চিহ্নিত পরিশিষ্ঠ দেখুন। প্রবন্ধ কর্কশ হইবে ভাবিয়া গাথাটী অন্য স্থানে দিলাম।

या गाथलिखलिखिते गुण अर्थ युक्ता,
या कन्य ईदृश भवेन्मम तां वरेथा:।
न ममार्थ प्राकृत जनेन असंस्कृतेन,
यस्या गुणा कथमनी मम तां वरेथा: ॥२
या रूपयौवनवरा न च रूपमत्ता,
माता स्वसा वै यथ वर्त्तति मैत्रचित्ता।
त्यागे रता श्रमणब्राह्मणदानशीला,
तां तादृशों मम वधूं वरयस्व तात ! ॥३
यस्यावमानुरखिला न च दोषमस्ति,
न च शाठ्य ईर्ष्य न च माय न च ब्रह्मस्पृष्टा।
स्वप्नान्तरेऽपि पुरुषे न परेभि रक्ता,
तुष्टा स्वकेन पतिना सद संयत अप्रमत्ता ॥४
न च गर्व्विता न अपि उद्दत न प्रगल्भा,
निर्मानमानविगतापि न च चेटीभूता।
न च पानगृद्ध न रसेषु न शब्दगन्धे,
निर्लोभ भिच विगता स्वधनेन तुष्टा ॥५
सत्ये स्थिता न पिच चञ्चल नैव भ्रान्ता,
न च उद्धता न च स्थिता ह्रिरिवस्त्रछन्ना।
न च दृष्टिमङ्गलरता सद धर्म्मयुक्ता।
कायेन वाच मनसा सद शुद्धभावा ॥ ६
न च स्त्यानमिद्धबहुला न च मानमूढ़ा,
मीमांसयुक्त सुकृता सद धर्म्मचारी।

श्वश्रौ च तस्य श्वशुरे यथ शास्त्र प्रेमा,
दासी कलत्र जनि यादृशमात्मप्रेम ॥७
शास्त्रे विधिज्ञ कुशला गणिका यथैव,
पश्चात् स्वपेत् प्रथमसुत्थितती च शय्यात् ।
मैत्रानुवर्त्ति अकुह्यापि च मातृभूता,
एतादृशीपि नृपते ! वधुकां वृणीष्व ॥८

*   *   *   *   *

ब्राह्मणीं क्षत्रियां कन्यां वैश्यां शूद्रीं तथैवच
यस्या एते गुणाःसन्ति तां मे कन्यां प्रवेदय" ॥९

যিনি প্রাকৃতা রমণী নহেন, যাহাঁর ঈর্যাদি মন্দগুণ নাই, যিনি সর্ব্বকালে সত্যবাদিনী, যিনি সদা সাবধান থাকিয়া আমার প্রতি চিত্তধারণ করিবেন, যাহাঁর রূপ, কুল, গোত্র ও জন্ম, সমস্তই বিশুদ্ধ, সেই রমণী আমার অনুরূপা বধু। ১

যে কন্যা গাথা লিপির অর্থ ও গুণ জ্ঞাত আছে, সেই কন্যা আমার পত্নী হইবার যোগ্যা, এবং আমার নিমিত্ত সেই কন্যাকে বরণ করুন। যে কন্যা আমার অনুরূপা হইবে, সেই কন্যার গুণ কহিতেছি। সেই সকল গুণ যাহাতে থাকিবে, তাহাকেই আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন, অসংস্কৃত ও প্রাকৃত (অশুদ্ধ) মনুষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। ২

যে, রূপে ও যৌবনে উত্তমা অথচ রূপমত্তা বা যৌবনমত্তা নহে, যে মাতার ন্যায় অথবা ভগিনীর ন্যায় মৈত্রচিত্তা অর্থাৎ সর্ব্বদা কল্যাণপ্রার্থিনী, যে ত্যাগশীলা, যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ-

দিগকে * দান করিতে ভালবাসে, হে পিতঃ! তাদৃশী কন্যাই আমার বধু হইবার যোগ্যা, তাহাকেই বরণ বা গ্রহণ করুন। ৩

সমস্ত দোষ যাহার নিকট তিরস্কৃত এবং যাহার কোন দোষ নাই, শঠতা, ঈর্ষা, মায়া, এ সকল কিছুই নাই, যে স্বপ্নেও পর-পুরুষে আশক্ত হয় না, এবং স্বীয় পতিতে সদা সন্তুষ্টা থাকে, এবং সদা সাবধান ও সংযত চিত্ত থাকে। ৪

যে গর্ব্বিতা নহে, উদ্ধতা নহে, প্রগল্‌ভা নহে, মানিনী নহে, অথচ চেটীর ন্যায়ও নহে, পানাভিলাষিনী নহে, রস, গন্ধ ও শব্দ, এ সকলে অভিলাষিনী নহে, নির্লোভ, প্রার্থিনী নহে, আপন ধনে সুসন্তুষ্টা থাকে। ৫—

সত্যনিষ্ঠা, অচঞ্চলা, অভ্রান্তা, অনুদ্ধতা, লজ্জাবতী, মঙ্গল-দর্শনে অভিরতা, সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণা, সদাসর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভাবা। ৬—

ধর্ম্মে ও ধ্যানে আলস্যশূন্যা, ঋদ্ধিযুক্তা, মানমূঢ়া নহে, সর্ব্বদা মীমাংসাযুক্তা অর্থাৎ বিচারদর্শিনী, ধর্ম্মচারিণী, শ্বশ্রূর

---

* শ্রমণ সন্ন্যাসী। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন, এইরূপ কুসংস্কার অনেকের মনে আছে। কতকগুলি অজ্ঞলোক ইহার মূল। কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধকে ব্রাহ্মণনিন্দা করিতে দেখা যায় না, বরং ভক্তি করিতেই দেখা যায়। উপরোক্ত বুদ্ধ বাক্যটী তাহার অন্যতম নিদর্শন। ৪ শ্লোকে "ন ঘ ব্রহ্মম্রষ্টা" কথা আছে, তদনুসারে ইহাঁকে বেদজ্ঞানপ্রিয় বলিতেও পারা যায়।

প্রতি ও শ্বশুরের প্রতি যথাশাস্ত্রপ্রণয়বতী, দাস দাসীর প্রতি ও অন্যান্য জনগণের প্রতি আত্মসমদর্শিনী। ৭

শাস্ত্রে ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে কুশলা, পশ্চাৎ শয়ন ও অগ্রে উত্থান করে, সর্ব্বভূতে মৈত্রী স্থাপন করে, কুহক জানে না, মাতার ন্যায় কল্যাণবতী হয়, হে মহারাজ! আপনি ঈদৃশী বধূ আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন। ৮

ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, অথবা শূদ্রকন্যা, যাহাতে ঐ সকল গুণ থাকিবেক, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহবন্ধ নির্ব্বাহ করুন। ৯

গাথা লিপি পাঠ করিয়া সভাস্থ শাক্যগণ প্রমুদিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন পুরোহিতের হস্তে গাথালিপি অর্পণ করিয়া বলিলেন, কপিলবস্তু মহানগরে ঈদৃশী গুণবতী আছে কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখুন।

न कुलेन न गोत्रेन कुमारो मम विस्मितः।
गुणे सत्ये च धर्म्मे च तत्रास्य रमते मनः॥

আমার কুমার কুল গোত্র প্রভৃতিতে বিস্মিত নহে। যাহাতে গুণ, সত্য ও ধর্ম্ম আছে, তাহাতেই কুমারের মন রত।

পুরোহিত গাথালিপি লইয়া কপিলবস্তু নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিলেন কিন্তু কুমারের অনুরূপ কন্যা দেখিলেন না। অনন্তর সর্ব্বশেষে দণ্ডপাণি শাক্যের গৃহে গিয়া দেখিলেন, দণ্ড-পাণি শাক্যের গোপা নাম্নী এক কন্যা আছে, সেই কন্যাটীই

যথোক্ত-রূপগুণসম্পন্না। পুরোহিত উপবিষ্ট হইলে গোপা তাঁহার সমীপগামিনী হইল। চরণবন্দনপূর্ব্বক বলিল, মহাব্রাহ্মণ! কি কার্য্যে আপনার আগমন হইয়াছে? পুরোহিত বলিলেন, শুদ্ধোদনের পুত্র পরমরূপবান্, তেজ ও গুণযুক্ত; তাঁহাতে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তিনি এই গাথা লিখিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যাহাতে এই সকল গুণ থাকিবে, সেই কন্যা আমার পত্নী হইবে।

পুরোহিত এই কথা বলিয়া গাথালিপি গোপার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। গাথালিপি পাঠ করিয়া গোপা ঈষৎ হাস্য করতঃ গাথাভাষায় প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"সন্তীতি ব্রাহ্মণ গুণা অনুরূপ সর্ব্বে
সোমি পতির্ভবতু সৌম্যসুরূপরূপঃ।
ভণ হি কুমার যদি কার্য্যে মা বিলম্বং
মা হীন প্রাকৃত জনেন ভবেয় বাসঃ॥"

হে ব্রাহ্মণ! আমাতে সমস্ত অনুরূপ গুণ আছে। সেই সুশোভন সৌম্যমূর্ত্তি কুমার আমার পতি হউন। আপনি কুমারকে গিয়া বলুন, যদি তিনি আমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন, তবে যেন বিলম্ব না করেন এবং আমার যেন হীনজনের সঙ্গে বসতি করিতে না হয়।

অনন্তর পুরোহিত রাজার নিকট গমন করিলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন।

রাজা তখন মনে মনে বিচার করিলেন, কুমার নিতান্ত দুরাসদ! কি জানি, পাছে কোন অন্যথা ঘটনা হয়! অতএব এমন কার্য্য করা উচিত—যাহাতে আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু কন্যা সম্মিলিত হউক, তন্মধ্যে যৎপ্রতি কুমারের চক্ষু নিবিষ্ট হইবে, তাহাকেই আমি বধূত্বে গ্রহণ করিব। এরূপ করিলে অবশ্যই সকলদিক্ রক্ষিত হইবে।

অনন্তর তিনি নগরে ঘণ্টা ঘোষণা করিয়া দিলেন। এইরূপে ঘোষিত হইল, সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ কন্যাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবেন, সেই দিবস নগরের সকল কন্যাকেই পুরস্কার গৃহে যাইতে হইবে।

সপ্তম দিবস আগত হইলে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব পুরস্কারগৃহে গমনপূর্ব্বক ভদ্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর নগরের কুমারিকাগণ একে একে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে ও পুরস্কার লইতে প্রবেশ করিতে লাগিল। পুরস্কারগৃহে যত কন্যা প্রবেশ করিল—কেহই কুমারের তেজ ও শ্রী সহ্য করিতে পারিল না। সকলেই পুরস্কার লইয়া তন্মুহূর্ত্তেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কেহই তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিল না।

অনন্তর দণ্ডপাণি-তনয়া গোপা দাসীগণপরিবৃতা হইয়া পুরস্কার সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে বোধিসত্ত্বের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনিমেষ নয়নে বোধিসত্ত্বের তেজঃশ্রী দেখিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও তাঁহার গুণ ও শ্রী অনুভব

করিতে লাগিলেন। পুরস্কার্য্য দ্রব্য তখন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, কিছুই ছিল না, তৎকারণে মনে মনে বিচার করিতেছিলেন ; ইহাকে কি পুরস্কার দেওয়া উচিত। এদিকে গোপা পুরস্কার লাভে বিলম্ব দেখিয়া হাস্যপ্রভা বিস্তার করতঃ কুমারের নিকটগামিনী হইয়া বলিলেন, কুমার! কি অপরাধ করিয়াছি ? আপনি আমাকে ঘৃণা করিতেছেন কেন ?

কুমার বলিলেন, আমি তোমাকে ঘৃণা করিতেছি না। তুমি বিলম্বে আসিয়াছ, তাই মনে মনে বিচার করিতেছি, তোমাকে কি দিয়া পরিতুষ্ট করিব। এই বলিয়া তিনি নিজ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচনপূর্ব্বক গোপার হস্তে অর্পণ করিলেন। গোপা প্রসন্নবদনে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, ইহাই আমি আপনার নিকট আশা করিতেছিলাম। গোপা ঐ কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক বলিলেন, কুমার! আপনিও আমার এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে নিরলঙ্কার দেখিতে ইচ্ছুক নহি।

অনন্তর এই বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদিত হইলে, রাজা শুদ্ধোদন পুরোহিত ব্রাহ্মণের দ্বারা দণ্ডপাণিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনার কন্যা আমার তনয়কে প্রদান করুন। দণ্ডপাণি শাক্য রাজার সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনিও বলিয়া পাঠাইলেন, "আমরা শিল্পজ্ঞ ব্যতীত অন্যপাত্রে কন্যা সমর্পণ করি না, ইহা আমাদের কুলধর্ম্ম। আপনার পুত্র সুখে

পরিবর্দ্ধিত ; কোনও প্রকার শিল্প জানেন না, যুদ্ধাদি জানেন না, এ নিমিত্ত আমি কুমারকে কন্যা প্রদান করিব না।”

পুরোহিত এই বার্ত্তা রাজসকাশে নিবেদন করিলে রাজা শুদ্ধোদন বিমনা ও দুঃখিত হইলেন। এদিকে কুমার তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া রাজসকাশে গমন করিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! কি জন্য আপনি বিমনা ও দুঃখিত হইয়াছেন?” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “তাহা তোমার শুনিতে নাই।” কুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজাও পুনর্ব্বার বলিলেন ‘না, তাহা তুমি শুনিও না।’’ অনন্তর পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিলে রাজা আর ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কুমার বোধিসত্ত্ব পিতাকে দণ্ডপাণি শাক্যের প্রস্তাবে দুঃখিত দেখিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন, “মহারাজ! এ নগরে আমার সমান শিল্পজ্ঞ কে আছে? আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমি সমস্ত শিল্পই জ্ঞাত আছি।” শুনিয়া রাজার মুখকমল বিকসিত হইল। তিনি বলিলেন, পুত্র! তুমি শিল্প দেখাইতে পারিবে? কুমার বলিলেন, পারিব, আপনি শিল্পিদিগকে আহ্বান করুন।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন কপিলবস্তু মহানগরে ঘণ্টা ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঘোষিত হইল, সপ্তম দিবসে কুমার আপনার শিল্পপ্রদর্শন করিবেন, শিল্পিমাত্রেই যেন ঐ দিবস শিল্পপ্রদর্শন গৃহে সম্মিলিত হন।

সপ্তম দিবস আগত হইলে শিল্পবাটিকা সজ্জিত হইল। ক্রমে পঞ্চশত শাক্যকুমার শিল্পপ্রদর্শনার্থ সমাগত হইল। একদিকে শিল্পিগণ, অন্যদিকে দর্শকগণ, মধ্যে জয়পতাকা। একজন বৃদ্ধ শাক্য উঠিয়া মহাসভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত বাক্য শুনাইল।—"যে কুমার আজ্ এই সভায় অসি, ধনুর্ব্বাণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য কর্ম্মশিল্প দেখাইয়া জয়লাভ করিতে পারিবে, দণ্ডপাণিশাক্য, স্বীয় গোপা নাম্নী কন্যাকে সেই কুমারের সহধর্ম্মিণী করিবেন।

অনন্তর কুমারগণ আপন আপন বল, বীর্য্য ও শিক্ষা প্রভৃতি দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে দেবদত্ত, পরে সুন্দরনন্দ, তৎপরে কুমার বোধিসত্ত্ব শিল্পপ্রদর্শন গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবদত্ত আগমন কালে নগরদ্বারাবস্থিত এক মত্ত হস্তীকে চপেট প্রহারে বধ করিয়াছিলেন।* তৎপরে সুন্দরনন্দ তাহাকে দ্বারদেশ হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব তাহাকে পদাঙ্গুলির দ্বারা নগরবহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইরূপে কুমার বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে বল-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন।

সভাপ্রবেশের পর সর্ব্বপ্রথমে লিপিশিল্পের ও লিপিজ্ঞানের আলোচনা হইল। কুমার বোধিসত্ত্ব তাহাতেও শ্রেষ্ঠ হইলেন। শাক্য কুমারগণের গুরু বিশ্বামিত্র মধ্যস্থ ছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে

* এই হস্তী যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে গর্ত্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহা হস্তীগর্ত্ত নামে বিখ্যাত আছে।

বলিলেন, মনুষ্যলোকে ও অন্যান্যলোকে যে-কোন লিপি আছে, —কুমার বোধিসত্ত্ব সে সমস্তই বিদিত আছেন। কুমার বোধি-সত্ত্ব যাহা বিদিত আছেন—আমরা তাহার নামও জানি না।

কুমার লিপিজ্ঞানে জয়লাভ করিলে সংখ্যাশিল্পের আলোচনা আরম্ভ হইল। ইহাতেও তিনি জয় লাভ করিলেন। অর্জ্জুন-নামক গণক সংখ্যাজ্ঞান বিচারের সাক্ষী ছিলেন, তিনি গাথা ভাষা অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এই জ্ঞানসাগর কুমার গণনাপথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্তর যুদ্ধশিল্পের প্রস্তাব হইল। নন্দ, আনন্দ, সুন্দরনন্দ ও দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্য কুমারগণ একে একে কুমার বোধিসত্ত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন, পরন্তু সকলেই পরাজিত হইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলেন, তাহাতেও তাঁহারা জয় লাভ করিতে পারিলেন না। পরে বাণক্ষেপ পরীক্ষা আরব্ধ হইল। কুমার বোধিসত্ত্ব তাহাতেও জয়লাভ করিলেন। পরে ধনুঃপরীক্ষা আরম্ভ হইল। শত শত কঠোর ধনু আনীত হইল, কুমার বোধিসত্ত্ব সে সমস্তই করায়ত্ত করতঃ গুণযুক্ত করিয়া দিলেন। এই কার্য্য অন্য কেহ পারে নাই। এই অবসরে কুমার উচ্চৈঃস্বরে সভাস্থ জনগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নগরে এমন কোন ধনু আছে—যাহা আমার বল সহ্য করিতে পারে?" শুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "পুত্র! তোমার পিতামহ সিংহহনু; তাঁহার এক ধনু আছে, শাক্যগণ পুষ্প চন্দন দিয়া

তাহার পূজা করিয়া থাকেন। সেই ধনুতে অদ্যাবধি কেহ গুণ-যোজনা করিতে পারেন নাই। গুণযোজনা দূরে থাকুক, তুলিতেও সমর্থ নহেন। অনন্তর সেই ধনু সভামধ্যে আনীত হইল। কুমারগণ একে একে চেষ্টা করিলেন, জ্যা-যোজনা দূরে থাকুক, কেহই তাহা তুলিতেও শক্ত হইলেন না। কিন্তু কুমার বোধিসত্ব তাহা অবলীলাক্রমে উঠাইলেন, গুণযোজনা করিলেন, তাঁহাতে বাণযোজনাও করিলেন। অনন্তর আকর্ণ-আকর্ষণ-পূর্ব্বক দশ ক্রোশ দূরে সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেন।*

एवं लङ्घिते, प्राक्‌चलिते, लिपि-मुद्रा-गणना-संख्या-सालम्भ-धनुर्व्वेदे, जविते, प्लविते, तरणे, इष्वस्त्रे, हस्तिग्रीवायां, अश्वपृष्ठे, रथे, धनुष्कलापे, स्थैर्य्ये, स्थाम्नि, सुशौर्य्ये, बाहुव्यायामे, अङ्कुशग्रहे, पाशग्रहे, उद्याननिर्याने, अवयाने, मुष्टिबन्धने, शिखाबन्धे, छेद्ये, भेद्ये, तरणे, स्फालने, अक्षुण्ण-वेधित्वे, दृढ़प्रहारित्वे, अक्षक्रीड़ायां, काव्य-व्याकरणे, ग्रन्थरचिते, रूपे, रूपकर्म्मणि, अधीते, अग्निकर्म्मणि, वीणायां, वाद्यनृत्ये, गीतजविते, आख्याते, हास्ये, लास्ये, नाट्ये, विड़म्बिते, माल्यग्रन्थने, संवाहिते, मणि-रागे, वस्त्ररागे, मायाकृते, स्वप्नाध्याये, शकुनिरुते, स्त्रीलक्षणे, पुरुषलक्षणे, अश्वलक्षणे, हस्तिलक्षणे, गोलक्षणे, अजलक्षणे, मिश्रितलक्षणे कैटभे-श्वरलक्षणे, निघण्टौ, निगमे, पुराणे, इतिहासे, वेदे, व्याकरणे, निरुक्ते, शिक्षायां, छन्दसि, यज्ञकल्पे, ज्योतिषे, साङ्ख्ये, योगे, क्रियाकल्पे, वैश-

* বৌদ্ধশাস্ত্রে লেখা আছে, এই বাণ যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে একটী মহান্ গর্ত্ত হইয়াছিল। সেই গর্ত্ত এক্ষণে 'শরকূপ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

षिके, अर्थविद्यायां, वार्हस्पत्ये, आश्चर्ये, आसुरे, मृगचेष्टिते, हेतुविद्यायां, जतुयन्त्रे, मधुच्छिष्टकृते, सूचीकर्म्मणि, विदलकर्म्मणि, पत्रच्छेद्ये, गन्धयुक्तौ,— इत्येवमाद्यासु सर्व्वकर्म्मकलासु लौकिकवैदिकेषु दिव्यमानुष्यकातिक्रान्तासु सर्व्वत्र बोधिसत्त्व एव विशिष्यते। *

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব এবংক্রমে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। শাক্যগণ তাঁহাকে সাহ্লাদে ও সোৎসাহে সম্মানিত করিলেন। গোপার মন ও নয়ন কুমারের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। তদীয় পিতা দণ্ডপাণি তখন হৃষ্ট হইয়া কুমার সিদ্ধার্থকে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। মহাসমারোহে কুমারের বিবাহকার্য্য সমাপ্ত হইল। কিরূপ প্রথা বা কিম্বিধ বিধান অবলম্বন করিয়া কুমারের বিবাহ হইল, তাহা কোনও গ্রন্থে সবিশেষ লিখিত হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয়, তদানীন্তন কালের ক্ষাত্র বিধান অনুসারেই কুমারের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, কুমার শাক্যসিংহের সহস্র স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে গোপাই শাক্যসিংহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। শাক্যসিংহের অনেক ভার্য্যা ছিল, এ কথা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত আছে।

---

* অতি প্রচীন কালে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সময়ে কি কি শাস্ত্র ও কর্ম্মশিল্প বিদ্যমান ছিল, তাহা এই শিল্পতালিকার দ্বারা জানা যায়। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে এ দেশ কি পরিমাণ ও কিরূপ উন্নত ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের প্রতি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের অথবা দেবগণের সঞ্চোদনা—শুদ্ধোদনের স্বপ্নদর্শন—শাক্যসিংহের উদ্যানযাত্রা ও বৈরাগ্যকারণ।

মহাত্মা শাক্যসিংহ দারপরিগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎকাল পরমসুখে অন্তঃপুরবাস করিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্য-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আসিতেছিল, ক্রমে তাহা এখন পরিপুষ্ট হইল। বৌদ্ধ যতিগণ বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থেও লিখিত আছে, দেবগণ বোধিসত্ত্বের দীর্ঘকাল অন্তঃপুর-বাস সন্দর্শন করিয়া ভীত, ত্রস্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন যে, "সঙ্গীতিতূর্য্য-নিনাদৈরেভিরেবংরূপৈর্ধর্ম্মমুখৈঃ সঞ্চোদয়িতব্যাঃ।" অর্থাৎ অন্তঃপুর মধ্যগত ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে তূর্য্যনিনাদ উপলক্ষ্যে ধর্ম্মবিষয়ে সঞ্চোদিত করা আবশ্যক।

একদা তিনি অন্তঃপুরমধ্যে রমণীজনের বেণুবীণাদিধ্বনি-সমন্বিত সংগীত শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক মহদাশ্চর্য্য ঘটনা হইল। জনৈক সুন্দরী বেণুনিনাদ করিতেছিলেন, তাঁহার সেই বেণুনিনাদ হইতে সহসা বৈরাগ্যোদ্দীপক গাথা নির্গত হইল। রমণী তাহা জানিলেন না, কেবল রাজপুত্র তাহা শুনি-লেন। রমণী আপন মনে বংশীনিস্বনে গান করিতেছেন, কিন্তু

শাক্যসিংহ তাহার অন্যথা শুনিতেছেন। তিনি শুনিতেছেন, বাঁশী তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কহিতেছে,—

"पूर्व्वन्ते प्रयुक्तु प्रणिधी अमूषि वीर
दृष्टेमां जनत सदा अनाथभूतां।
मोचिष्ये जर मरणं तथान्यदुःखान्
बुद्धित्वा पदमजरं परमशोकम्॥"
"तत्साधो पुरवरत इतः शीघ्रं
निष्क्रम्या परम ऋषिभिश्च चीर्णं।
आक्रम्य धरणितलप्रदेशं—
* * *
सम्बुद्धा असदृश जिनज्ञानम्॥"
"पूर्व्वं ते धन रतन विचित्रा
त्यक्ता भूत् कर चरण प्रियात्मा।
एषोऽयं तव समयो महर्षे!
धर्म्मौघं जगि विभज अनन्तम्॥"
"शीलं ते शुभ विमल सखण्डं
पूर्व्वन्ते वरव्रत तम भाषी।
शीलि नास्ति सदृश महर्षे!
मोचेहि जगु विविध क्लिशेभिः॥"
* * *
तां पूर्व्वां गिरवरमनुचिन्त्य
निष्क्रम्या पुरवरत इतः शीघ्रं।

बुद्धित्वा पदममृतमशोकं
तर्पिष्ये अमृतरसेन तृषार्त्तान् ॥”

* * *

“तव प्रणिधी पुरीमे बहुकल्पां लोके प्रदीपा।
जर मरण ग्रसिते अहु लोकेत्रानु भविष्ये ॥
स्मर पुरिम प्रणिधी नरसिंहपते !
अयु समयो त्वमिहा द्विपदेन्द्रा निष्क्रमाय ॥” *

* * * *

“इयमीदृश गाथ निश्चरी तूर्य्यगीतिरवात्तु नारीणाम्।
यं श्रुत्व मिदं विवर्जिया चित्तप्रेमेति वराग्रा बोधयेति ॥”

অর্থাৎ হে বীর ! পূর্ব্বে তুমি জনসমূহকে অনাথপ্রায় দেখিয়া, তাহাদের জরা মরণ ও অন্যান্য দুঃখ দেখিয়া, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এইরূপ প্রণিধান করিয়াছিলে যে, আমি ইহাদের নিমিত্ত অজর অমর ও অদুঃখ পদ প্রকাশ করিব।

* ললিতবিস্তরগ্রন্থে এইরূপ অনেকগুলি বৈরাগ্যোদ্দীপক গাথা লিখিত আছে। প্রস্তাব-কার্কশ্যভয়ে সে সকল লিখিত হইল না। ফল কথা এই যে, প্রত্যেক গাথায় বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা, সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা, বৈরাগ্যের শুভকাল, নিষ্কর্ম্মের উপায়, তাহার পূর্ব্বসাধন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, শাক্যসিংহ সংগীত শ্রবণ প্রসঙ্গে ঐ সকল দেবগাথা শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই ত্যাগধর্ম্মগ্রহণের সংকল্পধারণ করিয়াছিলেন।

হে সাধো! সেই জন্যই আমরা বলিতেছি, এই পুরশ্রেষ্ঠ হইতে শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হও এবং এই পৃথিবীতে পরমর্ষিগণের আচরিত অনুপম বুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ কর।

পূর্ব্বে তুমি বিচিত্র ধনরত্নাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলে। হে মহর্ষে! এ-ই আপনার যোগ্য সময়, এ-ই নিয়ম, এক্ষণে আপনি এই জগতে অনন্ত বা অনশ্বর ধর্ম্ম বিতরণ করুন।

তোমার শীল (চরিত্র) শুভ, মলরহিত ও অখণ্ড। পূর্ব্বে তুমি বর শত বা শত শত প্রার্থনা প্রদান করিয়াছিলে। হে মহর্ষে! তোমার সদৃশ শীলবান্ অন্য কেহই নাই। এক্ষণে তুমি জগৎকে বিবিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত কর।

পূর্ব্বের সেই বর—সেই কথা—সেই প্রতিজ্ঞা—স্মরণ কর। এই পুরবর হইতে শীঘ্র নির্গত হও। অক্ষয়, অব্যয়, অশোক ও অমৃত (মোক্ষ) পদ বুদ্ধিগম্য করিয়া তৃষ্ণার্ত্তদিগকে অমৃতরসে পরিতৃপ্ত কর।

পূর্ব্বে তোমার বহুকল্পব্যাপী প্রণিধান (দৃঢ় সংকল্প) হইয়াছিল। হে নরসিংহপতে! পূর্ব্বে তুমি জরামরণগ্রস্ত এই লোক আমি অনুভব করিব—বুদ্ধিগম্য করিব—এইরূপ প্রণিধান করিয়াছিলে। হে মনুষ্যেন্দ্র! তোমার নিষ্ক্রমণ সময় এ-ই।

নারীদিগের তূর্য্যনিনাদ হইতে এইরূপ গাথা সকল নির্গত হইল। গাথা গান শুনিয়া ভগবান্ শাক্য-সিংহ এই অনিত্য অধ্রুব জগৎ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভের জন্য

অতিশয় প্রেমযুক্ত করিলেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত গাথারবে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—তিনি সংসারত্যাগ মনঃস্থ করিলেন।

সেই রাত্রিকালের নিবিড় আনন্দের সময় বুদ্ধদেব তূর্য্যসংগীতির পরিবর্ত্তে গাথা সংগীত শুনিতে পাইলেন। বংশী গাথা গান করিল, বীণাও গাথা গান করিল, মৃদঙ্গও গাথা ধ্বনি ব্যক্ত করিল,—শুনিয়া শাক্য-সিংহের মুখবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ক্রমে অন্তঃপুর নিস্তব্ধ হইল। পুরাঙ্গনাগণ নিদ্রিত হইল। বুদ্ধদেব অমনি ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে কর্ত্তব্যচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অল্পক্ষণ পরে সেই দিবসের সেই রাত্রিতেই তিনি সংসারত্যাগের দৃঢ়সংকল্প ধারণ করিলেন।

ঐ দিন নিশাশেষে রাজা শুদ্ধোদন স্বপ্ন দেখিতেছেন,—"অর্দ্ধ রাত্র অতীত হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ, জীবগণ নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময়ে কুমার সিদ্ধার্থ অঙ্গাভরণ উন্মোচনপূর্ব্বক পরিব্রাজকবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন এবং সমস্ত দেবগণ সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন।"

বহুকাল হইতেই রাজার মনে সন্দেহ সঞ্চিত হইতেছিল, আজ সেই চিরসন্দিগ্ধ বিষয় স্বপ্নগোচর হইল। যেমন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেমন তিনি দেখিলেন, তাঁহার কুমার রাজ্য ধন স্ত্রী পুত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অমনি তাঁহার

নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভয়ভীত হইয়া এদিক্ ওদিক্ চতুর্দিকে দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিলেন। হৃদয় শুষ্ক হইল এবং কাঁপিয়া উঠিল। মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল। কষ্টস্বরে কঞ্চুকীকে ডাকিলেন। বলিলেন, কঞ্চুকি! শীঘ্র বল, আমার কুমার কোথায়, শীঘ্র বল। কুমার অন্তঃপুরে আছে কি না, শীঘ্র জানিয়া আইস।"

কঞ্চুকী বলিল, মহারাজ! কুমার অন্তঃপুরেই আছেন, ইহা আমি জ্ঞাত আছি।

রাজা মনে মনে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুখ যেন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। হৃদয়ে শোক-শল্য প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, তাঁহার কুমার গৃহে থাকিবে না, রাজা হইবে না, রাজ্যভোগ করিবে না, নিশ্চিত সন্ন্যাসী হইবে। তিনি আরও ভাবিলেন, আমার কুমার অচিরাৎ সন্ন্যাসী হইবে, তাই আমি স্বপ্নে এই সকল পূর্ব্বনিমিত্ত দেখিতেছি।

অনন্তর তিনি মনে মনে বিচার করিয়া অবশেষে এইরূপ স্থির করিলেন যে, আজ হইতে কুমারকে আর উদ্যানভূমে অথবা গ্রামান্তসীমায় যাইতে দেওয়া হইবে না। কুমারকে এই পুরবরমধ্যে ও স্ত্রীগণমধ্যে ক্রীড়ারত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আর কুমারের নিষ্ক্রমপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইতে পারিবে না।

পরদিন প্রভাতে রাজা শুদ্ধোদন কর্ম্মকরদিগকে কুমারের জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত,—এই ত্রি-ঋতু-যোগ্য সুরম্য প্রাসাদ

প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মকরেরা রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই গ্রীষ্মকালের জন্য শীতলগৃহ, বর্ষাকালের জন্য সাধারণ গৃহ এবং হিমকালের জন্য ঈষদুষ্ণ গৃহ প্রস্তুত করিল। পুর-প্রবেশের সোপান সকল এরূপ কৌশলে প্রস্তুত করা হইল যে, সোপানে পদক্ষেপ মাত্রেই যেন তাহার শব্দ অর্দ্ধ যোজন দূরে গমন করে এবং সোপানারূঢ় পুরুষ যেন উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়। এরূপ সোপান প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কুমার জনসাধারণের অগোচরে বা অজ্ঞাত অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন না। পূর্ব্বে দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন, কুমার মঙ্গল দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি মঙ্গল দ্বারে সুমহৎ লৌহকবাট সংলগ্ন করাইলেন। এরূপ কবাট প্রস্তুত করান হইল যে, তাহার এক এক কবাট পাঁচ শত বলবান্ পুরুষ ব্যতীত উদ্ঘাটিত ও অবঘাটিত হইতে পারে না এবং তাহার শব্দ যেন অর্দ্ধযোজনপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কুমার ঈদৃশ দুর্লঙ্ঘ্যপুরে বাস করিতে লাগিলেন এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য ও সুন্দরী ললনা সদা সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিল।

উদ্যানযাত্রা ও বৈরাগ্যকারণ।

বোধিসত্ত্বের চিত্ত দিন দিন বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজভোগ তাঁহার বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। রাজা শুদ্ধোদন যে দিন কুমারের সন্ন্যাস-স্বপ্ন দেখিয়া কাতর

হইয়াছিলেন, সেই দিন অবধি তাঁহার চিত্ত কুমারের গৃহবাস-সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হওয়ায় তিনি সর্ব্ব শাক্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখিও—কুমার যেন বহিরুদ্যানে গমন না করে। আমার কুমার যাহাতে গৃহবাসী হয়, রাজধর্ম্মে অনুরক্ত হয়, ভোগসুখে ভুলিয়া থাকে, তোমরা সতত সাবধান থাকিয়া তাহারই যত্ন করিবে। তাহা হইলে আমার পরম হিত হইবে।

একদা সিদ্ধার্থ প্রাতঃ-প্রবুদ্ধ হইয়া সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সারথি! রথ যোজনা কর,—আমি উদ্যানদর্শনে গমন করিব। সারথি তদ্‌বৃত্তান্ত রাজগোচর করিলে রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, কুমারকে আমি উদ্যানযাত্রায় যাইতে দেই না, ইহা ভাল হইতেছে না। কুমার যদি স্ত্রীগণের সহিত সুভূমি দর্শনার্থ উদ্যান ভূমে গমন করে, তাহা হইলে তাহার আনন্দ অনুভূত হইবে, আনন্দ অনুভূত হইলে নিষ্ক্রমচিন্তা দূর হইলেও হইতে পারিবে।

এইরূপ চিন্তার পর রাজা সারথিকে বলিলেন, সারথি! কুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে উদ্যানযাত্রা করিবেন, তন্নিমিত্ত নগর সমলঙ্কৃত হউক।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুত্রস্নেহে সমাকৃষ্ট হইয়া নগরমধ্যে ঘণ্টাঘোষণা করিলেন।—"অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ উদ্যানদর্শনে গমন করিবেন, সমস্ত শাক্যকুল সাবধান হউক।—যেন কোন প্রতিকূল দর্শন না হয়।"

নির্দ্দিষ্ট দিবস আগত হইলে নগর সমলঙ্কৃত হইল। উদ্যান ভূমি ধ্বজপতাকাদির দ্বারা শোভিত হইল। পথ সকল সিক্ত ও কুসুমাবকীর্ণ হইল। স্থানে স্থানে পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল এবং তোরণ বহিস্তোরণ প্রভৃতি পত্র পুষ্প বিতানে মণ্ডিত হইল। সৈন্য সকল সুসজ্জিত এবং সমস্ত রাজপরিবার অনুগমনে উদ্‌যুক্ত। শাক্য নগর আজ্ উৎসবময়! কেন না, কুমার আজ্ উদ্যান দর্শনে গমন করিবেন! নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হইলে সারথি আক্রীড়-রথ আনয়ন করিল এবং কুমার সিদ্ধার্থ তাহাতে আরোহণ করিলেন। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র অশ্বপরিচালন আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে নগরের পূর্ব্বদ্বার অতিক্রম করিলেন।

পথে, পাছে কোন প্রতিকূল দর্শন হয়, এ নিমিত্ত রাজা শুদ্ধোদন পূর্ব্ব হইতেই নগরবাসীদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, পরন্তু তত সতর্কতার মধ্যেও অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূলদর্শন অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হইল। কোথা হইতে এক গলিতাঙ্গ বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে অবতীর্ণ হইল। * অনুযায়িগণ অনেক পশ্চাতে

---

* বৌদ্ধেরা বলে, এবং "ললিতবিস্তর" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, এই বৃদ্ধ প্রকৃত বৃদ্ধ নহে, ইহা বোধিসত্ত্বের প্রভাব বা দেবমায়া। বুদ্ধদেবের ইচ্ছানুসারে কোন এক দেবতা ঐরূপ মায়ামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তদীয় নেত্রপথে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার প্রব্রজ্যার প্রথম উপলক্ষ্য হউক, এই অভিপ্রায়েই বুদ্ধদেব না-কি নিজে ঐ মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন।

পড়িয়াছে, সারথি বুদ্ধদেবকে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে বুদ্ধের নয়নাগ্রে ঐ গলিতকায় বৃদ্ধ উদিত হইল। বুদ্ধদেব দেখিতেছেন—

"जीर्णोवृद्धो महल्लको धमनीसन्ततगात्रः
खण्डदन्ती वलीनिचितकायः पलितकेशः
कुब्जो गोपानसीवक्रो विभग्नो दण्डपरायणः
आतुरो गतयौवनः खुरखुरावसक्तकण्ठः पुरतः
प्राग्भारेण कायेन दण्डमवष्टभ्य प्रवेपयमानः
सर्व्वाङ्गप्रत्यङ्गैः पुरतो मार्गस्योपदर्शितोऽभूत्।"

[ললিত বি, ১৪ অ, ।

এক জীর্ণদেহ পুরুষ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে সিরাজাল। দন্ত নাই, পড়িয়া গিয়াছে,—শরীরের সমস্ত মাংস ও চর্ম্ম লোল, ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—কেশ সকল শাদা,—মুখ খোদল,—অঙ্গসন্ধি ভগ্ন বা শিথিল হইয়া গিয়াছে,—যষ্টি অবলম্বন করিয়া হাঁটিতেছে,—কুব্জ ও রুগ্ন,—থক থক করিয়া কাসিতেছে,—কোল্ কুঁজো হইয়া যষ্টিধারণ পূর্ব্বক অতিকষ্টে দেহভার বহন করিতেছে ও হাঁপাইতেছে বা কাঁপিতেছে,—হাঁটিতে পারিতেছে না।

এ ব্যক্তি কে, বোধিসত্ত্ব তাহা জানেন, জানিয়াও তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"किं सारथे ! पुरुष दुर्ब्बल अल्पस्थाम
उच्छुष्कमांसरुधिरत्वचस्नायुनद्धः।

শ্বেতশিরো বিরলদন্তকৃশাঙ্গরূপ:
আলম্ব্য দণ্ডং ব্রজতে সুখং স্খলন্ত:।

সারথি, এ এত দুর্ব্বল কেন? অল্পবল ও অল্পবীর্য্য কেন? ইহার রক্তমাংস ও চর্ম্ম শুকাইয়া গিয়াছে কেন? মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্ত বিগলিত, অঙ্গ কৃশ, এ ব্যক্তি যষ্টির আশ্রয় লইয়া কেন এত কষ্টে গমন করিতেছে?

সারথি বলিল,—

"এষ হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূত:
ক্ষীণেন্দ্রিয়: সুদু:খিতো বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূত:
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দারু॥"

কুমার! এই পুরুষ বৃদ্ধ হইয়াছে, জরাপ্রভাবে জীর্ণ ও অভিভূত হইয়াছে, ইহার ইন্দ্রিয়গণ এখন নিস্তেজ ও ক্ষীণ, এ এখন বলবীর্য্যবিহীন ও অত্যন্ত দুঃখিত। এ এখন বন্ধুজন, স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার কর্ত্তৃক পরিভূত—তিরস্কৃত—সুতরাং অনাথ। যেমন বনস্থ জীর্ণ কাষ্ঠ অকর্ম্মণ্য, এও এখন তদ্রূপ অকর্ম্মণ্য। তাই ইহার অত কষ্ট!

বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্য হিতং ভণাহি
অথবাপি সর্ব্বজগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতত্
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সচিন্তয়িষ্যে॥"

সারথি! শীঘ্র বল, ঐরূপ হওয়া কি উহার কুলধর্ম্ম? অথবা সকল জগতের এইরূপ অবস্থা? সত্য কথা বল, শীঘ্র বল, শুনিয়া আমি অনুরূপ যোনির (উৎপত্তিস্থানের) বিষয় ভাবিব।

সারথি প্রত্যুত্তর করিল,—

"নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্য জর যৌবন ধর্ষয়াতি।
তুভ্যংপি মাতৃ পিতৃ বান্ধব জ্ঞাতি সঙ্ঘী
জরয়া অমুক্তং ন হি অন্যগতির্জগস্য॥"

কুমার! ইহা উহার কুলধর্ম্ম নহে, দেশধর্ম্ম নহে, তোমার রাজ্যের ধর্ম্মও নহে। সকল জগতের এইরূপ অবস্থা। জরা জায়মান মাত্রেরই যৌবন নষ্ট করিয়া থাকে, তুমিও উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তোমার পিতা মাতা বন্ধু কেহই জরামুক্ত নহে। জগতের গতি এইরূপ, অন্য গতি নাই।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—

"ধিক্ সারথি! অবুধবালজনস্য বুদ্ধিঃ
যদ্ যৌবনেন মদত্ত জরাং ন পশ্যী।
আবর্ত্তয়াম্বিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
কিং মহ্য ক্রীড়রতিভির্জরয়াশ্রিতস্য॥"

সারথি! অবোধ মূর্খ জনের বুদ্ধিকে ধিক! যেহেতু তাহারা জরা না দেখিয়াই মাতিয়া উঠে। শীঘ্র রথ ফিরাও, ক্রীড়া সুখে

আমার প্রয়োজন নাই; আমি পুনর্ব্বার পুরপ্রবেশ করিব। জরাগ্রস্থের আবার ক্রীড়া কি?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ দেখিয়া কুমার সিদ্ধার্থের পূর্ব্বসঞ্চিত বৈরাগ্য অধিকতর উদ্দীপ্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ তিনি সমাধি অবলম্বন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন এবং সারথিকে বলিলেন, রথ ফিরাও, আমি ক্রীড়াসুখ চাহি না। সে দিন আর তাঁহার উদ্যানে যাওয়া হইল না, প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইল, পুনর্ব্বার রাজ-আজ্ঞায় কুমারের উদ্যান যাত্রা বিহিত হইল। পুনর্ব্বার কুমার মহাসমারোহে আক্রীড়রথে আরোহণপূর্ব্বক শাক্য মহানগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানাভিমুখে নিক্রান্ত হইলেন। নিক্রান্ত হইবামাত্র পুনরপি পথিমধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিকূল নেত্রগোচর হইল। দেখিলেন,—এক ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত,—শরীর বিবর্ণ,—জরাপ্রভাবে অভিভূত,—দেহ বলহীন,—তাহার সকল শরীর বিষ্ঠামূত্রম্রক্ষিত,—তাহার চিত্ত দুঃখে নিমগ্ন,—উত্থানশক্তি নাই,—সে অতিকষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বুদ্ধদেব জানেন, তথাপি তিনি এই মৃতকল্প মনুষ্যকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

किं सारथि ! पुरुष रूप विवर्ण गात्र:
सर्व्वेन्द्रियेभि विकली गुरु प्रश्वसन्त:।

सर्व्वाङ्गशुष्क उदराकुल प्रासकृच्छ्र
मूत्रे पुरीष स्वकि तिष्ठति कुत्सनीये

সারথি! একি? এ পুরুষ কে? রূপহীন ও বিবর্ণগাত্র এ পুরুষ কে? ইহার ইন্দ্রিয় সকল এত বিকল কেন? কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে কেন? ইহার অঙ্গ সকল শুষ্ক কেন? এ এত ব্যাকুল ও এত কষ্টদশা প্রাপ্ত হইল কেন? কেন এ স্বকীয় কুৎসিত বিষ্ঠামূত্রে অনুলিপ্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে?

সারথি বলিল,—

"एषोहि देव पुरुषः परम गिलानो
व्याधी भयं उपगतो मरणान्तप्राप्तः।
आरोग्यतेजरहितो बलवीर्य्यहीनो
अत्राणविप्रशरणो ह्यपरायणश्च।"

হে দেব! এ পুরুষ অতিশয় গ্লানিযুক্ত—ব্যাধিভয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মৃত্যু নিকট। এ পুরুষ আরোগ্যতেজ অর্থাৎ কান্তিরহিত ও বলহীন হইয়াছে। ইহার আর ত্রাণ নাই এবং এ শীঘ্রই অনাশ্রয় হইবে।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন,—

"आरोग्यता च भवते यथ स्वप्नक्रीड़ा
व्याधिर्भयञ्च इम ईदृश घोररूपं।
को नाम विज्ञपुरुषो इन दृष्ट वस्थां
क्रीड़ा रतिञ्च जनयेत् शुभसंज्ञितां वा?"

আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় মিথ্যা। এরূপ ব্যাধিভয় ও এরূপ ঘোর দুরবস্থা দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া, কোন্ অভিজ্ঞ পুরুষ ক্রীড়াকে ভাল বলিতে পারে? সুখ মনে করিতে পারে? এবং ক্রীড়ায় রতি বা আসক্তি জন্মাইতে পারে?

সারথি! রথ ফিরাও—আমি উদ্যান-ক্রীড়ায় যাইব না।

এইরূপে সে দিনও ভগবান্ বোধিসত্ত্ব প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরপি পুরপ্রবেশ করিলেন। পুনরপি কতিপয় অহ অতীত হইলে পুনর্ব্বার উদ্যানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইল। সে দিন ভগবান্ বোধিসত্ত্ব নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, হইবা মাত্র সে দিনও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টদর্শন হইল। দেখিলেন, সম্মুখভাগে রোরুদ্যমান জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক এক শব-দেহ বাহিত হইতেছে। জ্ঞাততত্ত্ব শাক্যরাজ তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত থাকিয়াও সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"किं सारथि ! पुरुष मञ्चोपरि गृहितो
उद्धूत केश नख पांशु शिरे क्षिपन्ति।
परिचारयित्व विहरन्तु रस्ताड़यन्तो
नाना विलाप वचनानि उदीरयन्तः ?"

সারথি! এ কি? কেন ঐ সকল পুরুষ এক নিস্পন্দ পুরুষকে খাটের উপর রাখিয়া লইয়া যাইতেছে? কেনই বা উহারা রোদন করিতেছে? কেশলুঞ্চন করিতেছে? মস্তকে ধূলিনিক্ষেপ

করিতেছে? বক্ষে করাঘাত করিতেছে? এবং নানাপ্রকার বিলাপ বাক্য বলিতেছে?

সারথি প্রত্যুত্তর করিল,—

এষোহি দেব পুরুষো মৃতু জম্বুদ্বীপে
নহি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্র দারাং।
অপহায় ভোগ গৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতিসঙ্ঘং
পরলোকি প্রাপ্ত নহি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিং।"

রাজন্! এ পুরুষ মৃত হইয়াছে, এ আর পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র দেখিবে না। এ ব্যক্তি ভোগ, গৃহ, পিতা, মাতা, বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে, পুনর্ব্বার এ জ্ঞাতিগণ দেখিতে পাইবে না।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন,—

"ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য ধিক্ বিবিধ ব্যাধি পরাহতেন।
ধিক্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গঃ।"
"যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যুঃ
তথাপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্দং ধরন্তো
কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং।"

যাহা জরায় অভিদ্রুত হয়,—গলিয়া যায়,—তাদৃক্ যৌবনকে

ধিক্! যাহা নানা প্রকার ব্যাধিতে পরাহত,—তাদৃশ আরোগ্যকে ধিক্। যাহা চিরস্থায়ী নহে,—ক্ষণভঙ্গুর,—তাদৃশ জীবনকে ধিক্! এবং পণ্ডিতগণের ও অভিজ্ঞগণের রতিপ্রসঙ্গকেও ধিক্!

যদি জরা না হয়, ব্যাধি না হয়, মৃত্যু না হয়, তথাপি মহৎ কষ্ট! মহৎ দুঃখ! কেননা, দেহীরা পঞ্চস্কন্ধধারী। * যখন জরাব্যাধি না হইলেও দুঃখ—তখন আর জরাব্যাধিগ্রস্তের কথা কি? সারথি! রথ ফিরাও—আমি আর উন্মত্ততার পথে যাইব না,—প্রতিনিবর্ত্ত হইয়া উত্তমরূপে মুক্তি চিন্তা করিব।

এইরূপে সে দিনও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার একদিন পনির্যাণকালে পথিমধ্যে এক প্রশান্ত ভিক্ষুমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। † দেখিবা মাত্র সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

"কিং সারথী! পুরুষ শান্ত প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতি যুগমাত্রদর্শী
কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতো বা।"

সারথি! ঐ শান্ত ও শান্ত-চিত্ত পুরুষ কে? উহাঁর চক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইতেছে না,—সমদৃষ্টিযুক্ত এবং ঐ পুরুষ চারিহস্ত মাত্র দেখিয়া গমন করিতেছেন। উনি কে? পরিধান কাষায়-বস্ত্র,

* এই পঞ্চস্কন্ধ ও তদনুগত দুঃখ বুদ্ধের ধর্ম্মনির্ণয় প্রকরণে বলা হইবে।
† বৌদ্ধেরা বলে, এ মূর্ত্তিও মায়ামূর্ত্তি।

চর্য্যায় সুপ্রশান্ত, হস্তে একটী জলপাত্র মাত্র। উনি উদ্ধত ও উন্নত নহেন ; উনি কে ?

সারথি বলিল,—

"एषोहि देव पुरुष इति भिचु नामा
अपहाय कामरतयः सुविनीतचारी ।
प्रव्रज्य प्राप्तः समसात्मन एषमानो
संरागद्वेष विगतो तिष्ठति पिण्डचर्य्या ।"

যুবরাজ ! ঐ পুরুষ ভিক্ষু, উনি কাম ও ক্রীড়া রতি পরিত্যাগ করিয়া বিনীত-চারী হইয়াছেন। সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আত্মার শমত্ব ইচ্ছা করিতেছেন। উহাঁর রাগ ও দ্বেষ কিছুই নাই। উনি কেবলমাত্র পিণ্ডচর্য্যায় অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ শরীর ধারণের উপযুক্ত ভিক্ষালব্ধ আহার মাত্র ইচ্ছা করেন, অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এবার বোধিসত্ত্ব প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—

"साधु सुभाषित मिदं मम रोचते च
प्रव्रज्य नाम विदुभिः सततं प्रशस्ता ।
हितमात्मनश्च परसत्त्वहितञ्च यत्र
सुखजीवितं सुमधुर ममृतं फलञ्च ।"

সাধু সারথি ! সাধু ! উত্তম কথাই বলিয়াছ। ইহাতেই আমার রুচি, ইহাই প্রশংস্য। বিদ্বান্ পুরুষেরা প্রব্রজ্যাকে নিরন্তর প্রশংসা করিয়াছেন। যাহাতে আত্মহিত পরহিত

উভয়ই আছে, যে জীবন সুখজীবন, যাহার ফল সুমধুর ও অমৃত (অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়.) সেই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অভিজ্ঞগণের সর্ব্বদা প্রশংস্য। রথ ফিরাও—আমিও এই উত্তম পথ আশ্রয় করিব।

শাক্যসিংহ আজ নিতান্ত বিষণ্ণ। পুরনির্বাণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিরন্তরিত বৈরাগ্য-ভার বহনের সঙ্কল্প ধারণ করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন তদ্‌বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত খেদ প্রাপ্ত হইলেন। পুরমধ্যে ক্রমে হাহাকারকারিত সন্তাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যাহাতে পুরবহির্গত হইতে না পারেন, পুনরপি তাহার দৃঢ়তর উপায় বিহিত হইতে লাগিল। ভয়প্রাপ্ত রাজা রাজ-পুরুষদিগকে পুররক্ষার্থ আদেশ করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণের দ্বারা নিম্ন-লিখিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।—

> भयस्मा मात्रया बोधिसत्त्वस्य परिरक्षणार्थं
> प्राकारान् मापयते स्म। परिखाः खानयति स्म।
> द्वाराणि च गाढ़ानि कारयति स्म। आरक्षान्
> स्थापयति स्म। शूरांश्चोदयति स्म। चतुर्षु
> नगरद्वारेषु चतुरो महासेनाव्यूहान् स्थापयति स्म।
> बोधिसत्त्वस्य परिरक्षणार्थं। य एनं रात्रिन्दिवं
> रक्षन्ति स्म। मा बोधिसत्त्वोऽभिनिष्क्रमिष्यतीति।

अन्तःपुरे आज्ञां ददाति स्म मास्म कदाचित्
सङ्गीतिं विच्छेत्स्यथ। स्त्रीमायाश्चोपदर्शयत।
निबध्नीत कुमारं यथानुरक्तचित्तो न निर्गच्छेत् प्रव्रज्यायै।”

বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ প্রাকার সকল উচ্চ হইতে উচ্চতর করা হইল। পরিখা সকল খানিত হইল। দ্বার সকল দৃঢ় করা হইল। রক্ষিপুরুষ স্থাপিত হইল। নগরদ্বারে সেনাব্যূহ স্থাপিত হইল। তাহারা দিবারাত্র অতন্দ্রিতচিত্তে বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ জাগরিত থাকিল। অন্তঃপুরমধ্যে আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও যেন সঙ্গীতবিচ্ছেদ না হয় এবং স্ত্রীমায়া যেন অনুক্ষণ প্রদর্শিত হয়। কুমার যাহাতে স্ত্রীমায়ায় বদ্ধ ও নিবিষ্টচিত্ত হয়, প্রব্রজ্যার নিমিত্ত বহির্গমন না করে, সতত তাহারই চেষ্টা করা হউক।

কথিত আছে, ঐ দিন শাক্য-মহানগর কুমারের নিষ্ক্রম-শঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল এবং সর্ব্বশাক্যগণ মিলিত হইয়া সেই দিবস ও সেই রাত্রি নিদ্রালস্যাদি রহিত, ভীত, ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া অতিবাহিত করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শাক্যগণের দুর্নিমিত্ত দর্শন—গোপার স্বপ্ন—শাক্যসিংহের নিষ্ক্রমচিন্তা—
শুদ্ধোদনের সহিত কথোপকথন—অন্তঃপুরের অবস্থা—
পুরপরিত্যাগ ও ছন্দক-সংবাদ।

রাজা চারি দিন চারিবার উদ্যান-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু শাক্যসিংহ চারিদিনই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন, জগৎ অনিত্য অধ্রুব ও স্বপ্নতুল্য। সেই চারি দিনের শেষ দিনই তাঁহার শেষ দিন—সংসারবাসের শেষ দিন—ভোগের চরম দিন। সেই দিন হইতেই তিনি নির্জন-সেবী, ধ্যান-রত ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির উপায়চিন্তায় অভিনিবিষ্ট। প্রবল নিক্রম-চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে; সেই জন্যই তিনি নিরন্তর নির্জনবাসী। নির্জনে বসিয়া একাকী কি চিন্তা করেন, কেহ তাঁহার নিকট গমনে সক্ষম হয় না।

ক্রমে রাজা, প্রজা, রাজপরিবার, সমস্ত লোকই শঙ্কাসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সকলেই নানা দুর্নিমিত্ত দেখিতে লাগিল। কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অন্ধের ন্যায়, বধিরের ন্যায়, পঙ্গুর ন্যায়, খঞ্জের ন্যায়, মূকের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় ও জড়ের ন্যায় হতচেতন হইতে লাগিল।

রাজা শুদ্ধোদন ভবিষ্য-অনিষ্টের সূচক দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য

করিয়া কাতর হইলেন এবং শাক্যকুলের সমৃদ্ধি অচিরাৎ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে, শাক্য-সিংহের সংসার-ত্যাগের পূর্ব্বে নিম্ন-লিখিত দুর্নিমিত্ত ও নগরের দুরবস্থা সংঘটন হইয়াছিল। যথা—

১। হংস, ক্রৌঞ্চ, ময়ুর, শুক, সারিকা,—ইহারা রব-পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং প্রাসাদ-মস্তকে ও তোরণ প্রভৃতি স্থানে বসিত না।

২। কি ক্রূর জন্তু, কি অক্রূর জন্তু, সকলেই দুঃখিত, দুর্ম্মনা ও চিন্তাকুল হইয়া অধোমুখে কাল-কর্ত্তন করিয়াছিল।

৩। সরোবরে ও পুষ্করিণীতে পদ্মফুল ফুটে নাই। যাহা ফুটিয়াছিল, তাহা ফুটিবামাত্র ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

৪। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, সমস্তই ঝরিয়া গিয়াছিল, আর পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হয় নাই।

৫। অকস্মাৎ গীত-গৃহ-স্থিত বীণা প্রভৃতি তন্ত্র-যন্ত্রের তন্ত্র (তার) ছিন্ন হইয়াছিল, বাজাইতে গেলে বাজিত না।

৬। ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিত না, কেহ বাজাইতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইত!

৭। সমস্ত নগর নিদ্রায় অভিভূত, মোহে আচ্ছন্ন, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বঞ্চিত এবং সর্ব্বদা স্থব্যাকুল বা চঞ্চল চিত্ত।

৮। কাহার মনে গান-বাদ্য-নৃত্য-ক্রীড়ার ও অন্যান্য আমোদের ইচ্ছা হয় নাই।

৯। তদ্দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন ভীত, ত্রস্ত, দীন ও অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া ঘোর দুর্নিমিত্ত দর্শনে অপার বিপদ সমুদ্র অনুভব করিয়াছিলেন।

গোপার স্বপ্নদর্শন।

১০। সেই দিবস অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে শাক্যবধূ গোপা শাক্যসিংহের সহিত এক শয্যায় শয়ানা থাকিয়া ভয়জনক ত্রাসজনক কম্পজনক এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—

सर्व्वेयं पृथिवी प्रकम्पितमभूत् शैलासकूटावती ।
वृक्षा मारुत ईरिताः क्षिति पति उत्पाट्य मूलोद्धृताः ।
चन्द्रा सूर्य्य न भातु भूमि पतितौ सज्योतिषां लक्षितौ ।
केशानद्दशि लून दक्षिणभुजे मुकुटञ्च विध्वंसितं ।
हस्तौ छिन्न तथैव छिन्नचरणौ नग्ना दृशी आत्मनं ।
मुक्ताहार तथैवमे षरमणीश्छन्ना दृशी आत्मनः ।
शयनस्याद्दशि छिन्न पाद चतुरो धरणीतस्मिं स्वपी ।
छत्रं दण्ड सुचित्र श्रीमरुचिरं छिन्ना दृशी पार्थिवे ।
सर्व्वं आभरणा विकीर्णं पतिता मुह्यन्ति ते वारिणा ।
भर्त्तुश्चाभरणा सवस्त्रमुकुटां शय्यां गतो व्याकुला ।
उल्कां पश्यति निष्क्रमन्ति नगरात् तमसाभिभूतं पुरं ।
छिन्नाजालिकमद्दशाति सुपिनै रतनामिकां शोभनाम् ।

मुक्ता हारु प्रलम्बमान पतिता क्षुभितौ महासागरौ।
मेरु पर्व्वतराजमद्राक्षि तदा स्थानात्तु संकम्पितं।
एतानीदृश शाक्यकन्य सुपिनां सुपिनान्तरे अद्राक्षि।
दृष्ट्वा सा प्रतिबुद्ध घूर्णनयना स्वं स्वामिनं अब्रवीत्।
देवा किं म भविष्यति खलु मया सुपिनान्तराणीदृशां।
भ्रान्ता मे स्मृति नो च पश्यामि पुनः शोकार्दितं मे मनः।"

গোপা স্বপ্ন দেখিতেছেন—

গ্রাম নগর পর্ব্বত প্রভৃতির সহিত সমগ্রা পৃথিবী কাঁপিতেছে—প্রবল বায়ু বহমান হইয়া বৃক্ষকুল উৎক্ষিপ্ত করিতেছে—তাহারা একে একে সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূপতিত হইতেছে—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ প্রভৃতি নিষ্প্রভ—নক্ষত্র সকল খসিয়া পড়িতেছে—দক্ষিণহস্তের দ্বারা আপনিই আপনার কেশ ছিন্ন করিয়াছেন—মুকুট বিধ্বস্ত করিয়াছেন—আপনার হস্ত পদ যেন আপনা আপনি ছিন্ন হইয়া গেল—বস্ত্রহীনা বা নগ্না হইয়াছেন—মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—খট্টার পদচতুষ্টয় নাই,—ভগ্ন হইয়াছে—তিনি ধরায় শয়ন করিয়া আছেন। রাজার ছত্র দণ্ড চামর এ সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ভূপতিত হইয়াছে—আপনার ও স্বামীর সুরুচির আভরণ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত এবং ভূপতিত। রাজার রাজমুকুট নাই—তাহা দেখিয়া তিনি ব্যাকুলা হইতেছেন। পরে দেখিলেন, নগরদ্বার দিয়া এক জ্যোতিঃপিণ্ড নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—সমস্তপুরী ঘোর অন্ধকারে

হইয়াছে—জালক সকল ছিন্ন—শোভন রত্নরাজি বিকীর্ণ—মুক্তাহার খসিয়া পড়িল—মহাসাগর উচ্ছ্বলিত হইয়াছে—পর্ব্বতরাজ সুমেরু স্থানভ্রষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছে!

শাক্যবধূ গোপা অর্দ্ধরাত্র সময়ে ঈদৃশ ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাচ্ছেদ হইল। প্রতিবুদ্ধ হইয়া তিনি ভয়ো বিহ্বলা হইয়া স্বামীকে বলিতে লাগিলেন,—"দেব! বলুন, শীঘ্র বলুন, আমার কি হইবে! আমি এইরূপ (কথিত প্রকার) স্বপ্ন দেখিয়াছি, দেখিয়া জ্ঞান-হারা হইয়াছি। কিছুই বুঝিতেছি না, আমার মন শোকে, দুঃখে ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে!"

শুনিয়া বুদ্ধদেব সান্ত্ববাক্যে বলিতে লাগিলেন,—

"—ভব প্রমুদিতা পাপং ন তে বিদ্যতে।
যে সত্ত্বাঃ কৃত পুন পূর্ব্বচরিতা দ্রক্ষ্যন্তি স্বপ্না ইমী;
কোঽন্যঃ পশ্য অনেক দুঃখ বিহিত স্বপ্নান্তরাণীদৃশাং।"

গোপে! তোমার ভয় নাই। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা ভয়-হেতু নহে, প্রত্যুত পুণ্যহেতু। ভয় পরিত্যাগ কর, প্রমুদিত হও, তোমার কিছু মাত্র পাপ নাই। পূর্ব্বে যাহারা অনেক পুণ্য করিয়াছে তাহারাই ঐরূপ স্বপ্ন দেখে, পাপমতির ঐরূপ স্বপ্ন হয় না। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহার ভবিষ্য ফল বলিতেছি, শুন—

তুমি যে পৃথিবীকে কাঁপিতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে দেব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস এবং অন্যান্য সকল জীব তোমাকে অচিরাৎ পূজ্যা ও শ্রেষ্ঠা করিবে।

তুমি বৃক্ষমূল উৎপতিত ও কেশপাশ ছিন্ন হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি শীঘ্রই ক্লেশজাল ছিন্ন করিবে এবং দৃষ্টিজাল (জ্ঞান) উদ্ধৃত করিবে।

তুমি যে চন্দ্র সূর্য্য নিষ্প্রভ ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডল বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি শীঘ্রই ক্লেশশত্রু বিনাশ করিয়া পূজ্যা ও প্রশংসনীয়া হইবে।

তুমি যে মুক্তাহার বিকীর্ণ ও আপনাকে নগ্ন হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি অচিরাৎ এই স্ত্রীকায়া পরিত্যাগ করিয়া পুরুষকায়া (যাহা আত্মার স্বরূপ তাহাই) লাভ করিবে।

তুমি যে মস্তক ও চরণ প্রভগ্ন এবং ছত্রচামরাদির শীর্ণতা দর্শন করিয়াছ, তাহারই ফলে তুমি অবিলম্বে পাপচতুষ্টর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে ত্রিলোকমধ্যে একছত্র হইতে দেখিবে।

তুমি আমার ভূষণাদি উন্মোচিত হইতে দেখিয়াছ, তাহারই ফলে তুমি আমাকে দ্বাত্রিংশল্লক্ষণে ভূষিত ও লোকপূজ্য হইতে দেখিবে।

গোপে! তুমি যে নগর হইতে সম্মিলিত কোটী দীপ নির্গত হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি দেখিবে, শীঘ্রই আমি লোকের মোহান্ধকার নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রতি প্রজ্ঞালোক বিস্তার করিব।

গোপে! তুমি দেখিয়াছ, আমার মুক্তাহার বিশীর্ণ হইয়াছে,

স্বর্ণসূত্র ছিন্ন হইয়াছে, ইহার ফলে তুমি শীঘ্রই দেখিবে, আমি ক্লেশজাল বিধ্বস্ত করিয়া জ্ঞান সূত্রের উদ্ধার ও সংস্কার করিয়াছি!

"हर्षं विन्दा माच खेदं जनेहि
तुष्टिं विन्दा मजही च प्रीतिं ।
क्षिप्रं भेष्यि प्रीति प्रामोद्य लभती
सेहि गोपे ! भद्रकान्ति निमित्ता: ॥"

গোপে! তুমি ভীত হইও না, আহ্লাদিতা হও। শোক করিও না, হর্ষ আহরণ কর। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা দুর্নিমিত্ত নহে, সুনিমিত্ত। শীঘ্রই তুমি প্রীতিসুখে সুখিনী হইবে, পাপজাল ধ্বস্ত করিয়া আত্মোদ্ধারে ক্ষমবতী হইবে।

ভগবান্ শাক্যসিংহ এইরূপে ভয়-ভীতা গোপাকে সান্ত্বনা করিলেন। বুদ্ধিমতী গোপা বিশ্বস্তচিত্তে পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং প্রমুদিতচিত্তে পুনর্নিদ্রাগতা হইলেন।

নিষ্ক্রম-চিন্তা।

রাত্রি গভীর, পুরবাসিগণ নিদ্রিত, কেবল কুমার সিদ্ধার্থ একাকী সেই নিঃশব্দ নিশীথসময়ে চিন্তান্বিত। কিসের চিন্তা? নিষ্ক্রমণের চিন্তা—পুরপরিত্যাগের চিন্তা। তিনি ভাবিলেন, পিতা শুদ্ধোদনের অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুজ্ঞায় পুরপরিত্যাগ করা আমার বিধেয় নহে। করিলে অকৃতজ্ঞতা ও অন্যায় করা হয়। অতএব, আমি পিতার নিকট অনুজ্ঞাত হইয়াই নিষ্ক্রান্ত হইব।

অনন্তর তিনি সেই অর্দ্ধরাত্রসময়ে একাকী অলক্ষ্যে পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। তাঁহার গমনে শুদ্ধোদনের শয়ন-কক্ষ আলোকিত হইল এবং রাজাও তৎপ্রভাবে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। শুদ্ধোদন নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখেন, গৃহ আলোকময় হই-য়াছে। ব্যগ্র হইয়া কঞ্চুকীকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কঞ্চুকিন্! সূর্য্য উদিত হইয়াছে? কঞ্চুকী প্রত্যুত্তর করিল, মহারাজ! এখনও রাত্রের শেষ অর্দ্ধ ব্যতিক্রান্ত হয় নাই। সূর্য্যপ্রভা উদিত হইলে ভিত্তিতে ছায়া দর্শন হয়; শরীর উষ্ণ হয়; দেহে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়; হংস, ময়ূর, শুক, কোকিল, চক্রবাক্ প্রভৃতি পক্ষিগণ রব করে; এ সকল লক্ষণ এখনও লুপ্ত আছে। মহারাজ! এ প্রভা সূর্য্যপ্রভা নহে; এ প্রভা সুখ-স্পর্শা ও মনোহারিণী। আমার জ্ঞান হইতেছে; আমাদের গুণধর রাজপুত্র এখানে আসিতেছেন।

রাজা শুদ্ধোদন চকিত নয়ন বিস্ফারিত করিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই দেখিলেন, কুমার গুণধর তাঁহার অভিমুখে দণ্ডায়-মান। রাজা তখন সসম্ভ্রমে ও সস্নেহে নিকটাগত পুত্রের সম্মা-নার্থ শয্যাপরিত্যাগ করিলেন। কুমার সিদ্ধার্থও পিতৃগৌরবে নিযন্ত্রিত হইয়া তদীয়চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করত করপুটবিধানে বিনয়বাক্যে বলিতে লাগিলেন।—

কথোপকথন।

"মহারাজ! আমায় বাধা দিবেন না এবং আমার জন্য

খেদ করিবেন না। হে দেব! আপনি আমায় রাজ্যের সহিত ও স্বজনগণের সহিত ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে আমার নিষ্ক্রমকাল আগত হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোরথ সিদ্ধ ও নির্ব্বিঘ্ন হয়।

শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন বলিতে লাগিলেন,—

"तमश्रुपूर्णनयनो नृपतिर्बभाषे
किञ्चित् प्रयोजन भवेत् विनिवर्त्तने ते।
किं याचसे मम वरं वद सर्व्व दास्ये
अनुगृह्ण राजकुल माञ्च इदञ्च राष्ट्रम्॥"

রাজা শুদ্ধোদন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"পুত্র! তোমার বিনিবৃত্তি-বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য আছে, বল। তুমি আমার নিকট কি বর চাও—বল। আমি সমস্তই দিব, যাহা চাহিবে তাহাই দিব, অন্যথা করিব না। এই রাজকুলের প্রতি, আমার প্রতি, এবং এই রাজ্যের প্রতি, অনুগ্রহ কর,—ইহা অন্যথা করিওনা।

"तद बोधिसत्त्व अवची मधुरप्रलापी
इच्छामि देव! चतुरो वर तान्मि देहि।
यदि शक्यसे ददितु मह्य वसीति तत्र
तद्रक्षसे सद गृहे न च निष्क्रमिष्ये।"
"इच्छामि देव! जर मह्य न आक्रमेया
शुभवर्ण यौवनस्थितो भवि नित्य कालं।

আরোগ্য প্রাপ্ত ভবি নীচ ভবেত ব্যাধি
হমিতায়ুষশ্চ ভবি নো চ ভবেত মৃত্যুঃ ॥"
"সম্পত্তিতশ্চ বিপুলা ন ভবেদ্বিপত্তী
রাজা শ্রুনিত্ব বচনং পরমং দুখার্ত্তঃ।
অস্থান যাচসি কুমার! ন মেঽত্র শক্তিঃ
জর ব্যাধি মৃত্যু ভয়তশ্চ বিপত্তিতশ্চ ॥"

*   *   *   *

কল্পস্থিতীয় ঋষয়ো হি ন জাতু মুক্তাঃ"

শুনিয়া মধুরভাষী ভগবান্ বোধিসত্ত্ব বলিলেন, দেব! যদি পারেন ত আমাকে চারিটি মাত্র বর দিউন। যদি আপনার শক্তি থাকে, আর আমাকে পশ্চাদুক্ত বরচতুষ্টয় দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি গৃহবাসে থাকিতে পারি এবং তাহা হইলে আপনিও আমাকে সদা সর্ব্বদা গৃহে দেখিতে পাইবেন। আমি নিষ্ক্রান্ত হইব না।

হে দেব! আমি ইচ্ছা করি, যেন জরা আমাকে আক্রমণ না করে, অভিভূত না করে, এবং শুভ্রবর্ণ (লাবণ্যশোভী) যৌবন যেন অনন্তকালের নিমিত্ত স্থির থাকে। (১)

আমি অরোগিতাপ্রাপ্তি ইচ্ছা করি। কোনও কালে যেন আমার ব্যাধি না হয়। (২)

আমি অপরিমিত আয়ু প্রার্থনা করি, অমরত্ব বাঞ্ছা করি, কখনও যেন আমার মৃত্যু না হয়। (৩)

আমি বিপুল সম্পত্তি ইচ্ছা করি। সে সম্পত্তি যেন অন্যের অতুল্য হইয়া চিরস্থায়িনী হয়, কোনও কালে যেন তাহাতে বিপত্তি না হয়। (৪)

বোধিসত্ত্বের ঈদৃক্ বাক্য ঈদৃক্ প্রার্থনা শুনিয়া রাজা যার পর নাই দুঃখকাতর হইলেন। বলিলেন, পুত্র! যাহা হইবার নহে—পাইবার নহে—তুমি তাহাই চাহিতেছ। আমি ঐ বর দিতে অশক্ত—জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-ভয় হইতে ও বিপদ্‌প্রাপ্তি হইতে উদ্ধার করিতে অক্ষম। কল্পকল্পান্ত কাল তপোনুষ্ঠান করিয়া ঋষিরাও ঐ সকল হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"हन्त शृणुष्व नृपते ! अपरं वरैकम्
अस्याच्युतस्य प्रति सन्धि न मे भवेया ।"

মহারাজ! যদি ঐ বর দিতে না পারেন, তবে অন্য এক বর দিউন। সে বর এই যে, আমি এই সংসার হইতে প্রচ্যুত হইলে আপনি কাতর হইবেন না এবং আমার যেন পুনর্ব্বার এ বিষয়ে (সংসারবিষয়ে) প্রতিসন্ধান না হয়।

शुतैत्तेव वचनं नरपुङ्गवस्य
तृष्णा तनुञ्च करि छिन्दति पुत्रस्नेहम् ।
अनुमोदनी हितकरा जगति प्रमोचम्
अभिप्राय तुभ्य परि पूर्यतु यन्मतन्वै ॥"

রাজা তখন নিতান্ত কাতর হইয়া শ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রস্নেহ চ্ছেদ করতঃ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে হিতকর! তুমি যে জগতের মোক্ষ ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার সে ইচ্ছা—সে অভিপ্রায়—পূর্ণ হউক। তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হউক।

অন্য একটী ঘটনা।

সেই অর্দ্ধরাত্র সময়ে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত শাক্যসিংহ পিতৃভবন হইতে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন। এই কার্য্য বা এই ঘটনা পৌরজনের অজ্ঞাতসারেই সাধিত হইল। রাজা অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া কিয়ৎক্ষণ কর্ত্তব্যচিন্তা করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি সেই রাত্র্যর্দ্ধসময়ে সমুদয় শাক্যগণকে আহ্বান করিয়া তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, আমার কুমার নিশ্চিত পুরপরিত্যাগ করিবে—সন্ন্যাসী হইবে—এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শাক্যগণ বলিল, মহারাজ! ভয় কি, আমরা অনেক, কুমার একক। তাঁহার কি শক্তি আছে যে তিনি বলপূর্ব্বক গৃহবহির্গত হইতে পারিবেন?

অতঃপর সেই রাত্রেই নগরদ্বারে শত শত কৃতাস্ত্র শাক্যকুমার স্থাপিত হইল। অন্তঃপুরপথে ও বহিঃপুরপথে প্রধান পুরুষেরা বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ নিয়োজিত হইল। রাজা স্বয়ং স্বগৃহে জাগরিত থাকিলেন।

এদিকে অন্তঃপুরমধ্যগতা মহাপ্রজাবতী চেটীদিগকে ডাকিয়া

আজ্ঞা প্রদান করিলেন, সমস্ত অন্তঃপুর আলোকিত কর—কোনও স্থানে যেন অল্পমাত্রও অন্ধকার না থাকে এবং তোমরা সকলেই সর্ব্বদা সাবহিত হইয়া রাত্রি জাগরণ কর।

"সঙ্গীতি যোজয়থা জাগরথ অতন্দ্রিতা ইমাং রজনী
প্রতিরক্ষথা কুমারং যথা অবিদিতো ন গচ্ছিয়া॥"

সঙ্গীত আরম্ভ হউক, রাজা, রাজপুরুষ ও পুরবাসিগণ তন্দ্রাশূন্য হইয়া জাগরণ করুক,—কুমারকে রক্ষা করুক। যাহাতে কুমার অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে বনগমন করিতে না পারে, সকলে সতর্ক থাকিয়া তাহাই করুক।

ক্রমে সেই নিষ্ক্রম-রাত্রি অতি ভীষণাকার ধারণ করিল। অন্তঃপুরে ও নগরে শোক, মোহ, ভয়, বিষাদ ও হাহাকার প্রবিষ্ট হইল। নগরদ্বার, পুরদ্বার, গৃহদ্বার, সমস্তই অবরুদ্ধ। দ্বারে দ্বারে, পথে পথে, গৃহে গৃহে, রক্ষিপুরুষ নিযুক্ত। দীপের উজ্জ্বল আলোকে কপিলবস্তু নগর আজ দিবাতুল্য হইয়াছে কিন্তু সকলেই শোকমোহে ব্যাকুল, কর্ত্তব্যবিমূঢ় ও মৌন হইয়া ঘোর বিপদ অনুভব করিতেছে।

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ যে-রাত্রে পুরপরিত্যাগ করেন,—সে রাত্রে অন্য এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। সমস্ত শাক্যকুল সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার সহিত সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়াও বোধিসত্ত্বকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই যে, সেই সময়ে এক

অভূতপূর্ব্ব দেবমায়া প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত নগর হতচেতন করিয়াছিল। সেই কারণে তাঁহার পুর-নিষ্ক্রমণ বা গৃহপরিত্যাগ কেহ জানিতে পারে নাই। ললিত-বিস্তর-গ্রন্থে এই স্থানটিতে এইরূপ বর্ণনা আছে।—

কপিলবস্তু নগরের সেই শোকরাত্রি যারপর নাই ভীষণভাব ধারণ করিলে, দেবগণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকার আন্দোলন হইতে লাগিল।—

ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ বলিলেন, দেবগণ! অদ্য ভগবান্ নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তোমরা তাঁহার পূজার্থ সাহায্য কর।

ললিতব্যূহ-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই কপিলবস্তু নগরের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, সকলকেই মহাপ্রস্থাপনে নিমগ্ন করিব।

শান্ত-সুমতি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি অশ্বের ও হস্তী প্রভৃতির শব্দ অন্তর্হিত করিব।

ব্যূহমতি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি আকাশে পথ-সৃষ্টি করিব, সেই পথে ভগবান্ নিষ্ক্রান্ত হইবেন।

হস্তিরাজ ঐরাবত বলিলেন, আমি আমার শুণ্ডাগ্রভাগ বিস্তীর্ণ করিব, তাহাতে চতুর্দ্দোল স্থাপিত হইবে, ভগবান্ তদুপরি আরোহণ করিয়া পুর-নিষ্ক্রমণ নির্ব্বাহ করিবেন।

ইন্দ্র বলিলেন, আমি স্বয়ং নগরদ্বার বিবৃত করিব এবং পথ দেখাইয়া অনুগামী হইব।

ধর্ম্মচারি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি আজ রাজান্তঃপুর বিকৃত ও বীভৎসভাবে পরিণত করিব। তাহা হইলে অবশ্যই বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রমার্থ ত্বরাবান্ হইবেন।

সঞ্চোদক-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি ভগবান্‌কে শয্যা হইতে উত্থাপিত করিব।

পরে বরুণ ও সাগর প্রভৃতি দেবগণ বলিলেন, আমরাও বোধিসত্ত্বের পূজার্থ সময়ানুরূপ সাহায্য করিব এবং চন্দনচূর্ণ বর্ষণাদি করিব।*

অনন্তর সেই মধ্যরাত্রসময়ে ভগবান্ সিদ্ধার্থ স্বীয় শয়নকক্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ববুদ্ধগণের চরিত্র, সর্ব্বজীবের হিত ও প্রাণিগণের সংসার-গতি ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কপিলবস্তু মহানগরে মহাপ্রস্বাপন উপস্থিত হইল। দেবমায়াভিভূত জীবগণ যেন মহানিদ্রায় হতচেতন হইল। ধর্ম্মচারি নামক দেবপুত্র সেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপুরগত নর-নারীর বৈকৃত্য উৎপাদন করত নিম্নলিখিত গাথাবাক্যের দ্বারা ভগবান্‌কে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলেন।—

"কথং তবাস্মিন্ প্রজায়তে রতিঃ
শ্মশানমধ্যে বসতঃ স্থিতস্য।" †

গাথাগান শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শাক্যমুনি অন্তঃপুরের চতু-

---

* এই সকল দেবতা বৌদ্ধগণের মতে বৌদ্ধ।

† প্রভো! এই শ্মশান মধ্যে থাকিতে আপনার আসক্তি কেন?

র্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নির্ব্বেদ দ্বিগুণিতবেগে বর্দ্ধিত হইল। যাহা দেখিলেন, তাহা সমস্তই বীভৎস।

অন্তঃপুরের অবস্থা।

যে সকল রমণী শাক্যপুরে সুন্দরী বলিয়া প্রথিত ছিল, মায়া-নিদ্রার প্রভাবে আজ তাহারা অত্যন্ত ঘোররূপা হইয়াছে। ফলতঃ সকল নারীই চেতন-হারা হইলে বিকৃতাকার হয়। বোধিসত্ত্ব অন্তঃপুরশায়িনী রমণীগণের বিকৃতাবস্থা দেখিতেছেন—

কেহ বিবস্ত্রা, কেহ রিক্তবস্ত্রা, কাহার কেশ স্রস্ত, ভ্রষ্ট, লুণ্ঠিত,—কাহার অঙ্গাভরণ বিকীর্ণ ও বিশীর্ণ,—কেহ ভ্রষ্ট মুকুট, কেহ বিহতস্কন্ধা, কেহ ঘৃণ্যদেহা, কাহার মুখ বিকৃত, কাহার চক্ষু বিবর্ত্তিত, কাহার মুখ দিয়া লালস্রাব হইতেছে, কেহ বিকৃত-আস্যে সশব্দ হাস্য করিতেছে, কাহার মুখদিয়া প্রলাপবাক্য নির্গত হইতেছে, কেহ দন্ত কড়মড় করিতেছে, কেহ বিকৃতমুখে নিদ্রিত, কাহার রূপ বিগলিত, কেহ হস্ত লম্বমান করিয়া পতিত, কেহ বদন বাঁকাইয়া আছে, কেহ শীর্ষ উচ্ছ্রিত করিয়া আছে, কেহ মুখের অবগুণ্ঠন মস্তকে দিয়াছে, কাহার গাত্র ভুগ্ন, কাহার মুখ বিবর্ত্তিত, কেহ কুব্জ, কেহ খুর খুর করিয়া কাসিতেছে, কাহার নাসাবায়ু প্রবল-শব্দে নির্গত হইতেছে, কাহারও বা অপান বায়ু ঘোরশব্দে বহির্গত হইতেছে, কেহ মৃদঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া পরিবর্ত্তিতমস্তকে পড়িয়া

আছে, কেহ দন্তদ্বারা বদনস্থ বংশী চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ বিবৃতাস্য হইয়া (হাঁ করিয়া) পতিত, এবং কেহ বা বিবর্ত্তিতনয়নে নিদ্রিত। ইত্যাদি।

এই সকল দেখিয়া বোধিসত্ত্বের মনে অধিকতর ঘৃণা ও নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি তখন তাঁহার সেই অন্তঃপুরকে শ্মশান বলিয়া স্থির করিলেন। ভাবিলেন, হায়! আমি এতদিন এই রাক্ষসীগণের রতিতে বৃথা মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত হইয়াছি। আরও ভাবিলেন, মূর্খেরাই এই সংসারে বধ্যের ন্যায় বিনষ্ট হয়,—অজ্ঞানীরাই বিষ্ঠাপূর্ণ চিত্রঘটে অনুরক্ত হয়,—মূর্খেরাই চৌরের ন্যায় অবরুদ্ধ হয়,—বরাহের ন্যায় অশুচিমধ্যে নিমগ্ন থাকে,—কুক্কুরের ন্যায় অস্থিকঙ্করমধ্যে প্রবিষ্ট থাকে,—পতঙ্গের ন্যায় দীপশিখায় পুড়িয়া মরে,—ইত্যাদি।* অনন্তর স্বীয় শরীরের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন, "अशुचिसमुत्थितमशुचिसम्भरमशुचिस्रवन्नित्यमनित्यम्।" শরীর মাত্রেই অশুচি পদার্থে উদ্ভূত, অশুচিপদার্থে লিপ্ত ও পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদাই ইহা হইতে অশুচি-নিস্রাব হইতেছে। শরীর অতি ঘৃণ্য!

এই সময়ে আকাশ প্রদেশে নিম্নলিখিত গাথা গীত হইতে লাগিল।—

"कर्म्मचित्ररुहं तृष्णासलिलजं सत्कायसंज्ञीकृतं
अश्रु, स्वेद कफ दाह मूत्र विकृतं शोणितविन्दाकुलं

* ললিতবিস্তরগ্রন্থে এইরূপ অনেক কথা আছে।

बस्ति पूर वसास्र मस्तक रसैः पूर्णं तथा किल्बिषैः
नित्य प्रस्रवितं ह्यमेध्यसंकुलं दुर्गन्धि नानाविधं
अस्थी दन्त सकेशरोमविकृतं चर्म्मावृतं लोमशं
अन्तःप्लीह यकृत् वसौघ रसनै रेभिश्रितं दुर्ब्बलम्
मज्जा स्नायु निबद्ध यन्त्रसदृशं मांसेन शोभीकृतं
नानाव्याधिप्रकीर्ण शोककलिलं क्षुत्तर्षसम्पीड़ितं
जन्तूनां निलयं अनेकसुषिरं मृत्युजराश्वाश्रितं
दृष्टा कोहि विचक्षणो रिपुनिभं मन्ये शरीरं स्वकं ?”

এটা কি? শরীরটা কি? ইহা তৃষ্ণারূপ সলিলের সিঞ্চনে কর্ম্মরূপক্ষেত্রে উৎপন্ন।—“সৎ” এতদ্রূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ইহা কেবল অশ্রু স্বেদ মূত্র ও পুরীষপ্রভৃতিবিকারে বিকৃত, প্রপূরিত, শোণিত বিন্দুতে আচিত, বসা অসৃক ও মস্তকরসে পরিপূর্ণ, পাপপরিপূর্ণ, সর্ব্বদা স্রবমান, অমেধ্যব্যাপ্ত, দুর্গন্ধময়, অস্থি দন্ত কেশ ও রোম প্রভৃতিতে আচিত, চর্ম্মে আবৃত এবং ইহার উপরে লোম, ইহার মধ্যভাগ কোমল প্লীহা যকৃৎ রস রক্ত ও মল প্রভৃতি কুৎসিত পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহা নিতান্ত দুর্ব্বল, এবং মজ্জা স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতিতে গ্রথিত বা আবদ্ধ, যন্ত্রাকার মাংসের দ্বারা শোভিত বা সজ্জিত, নানাপ্রকার ব্যাধি ও শোক প্রভৃতিতে আবিল,—ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রপীড়িত, কীটসমূহের আলয়, নরকের আধার, বহুছিদ্র, মৃত্যু ও জরার আবাসস্থান। এবম্বিধ শরীর শত্রুতুল্য মহাপকারী। ইহার প্রকৃত তথ্য জানিয়া শুনিয়া, বুঝিতে পারিয়া, কোন্ বুদ্ধিমান্ ইহাকে আপনার বন্ধু

মনে করিতে পারে? কে ইহাতে আমিত্ব বন্ধন করিয়া স্থির থাকিতে বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ইহাতে আমিত্ববোধ না থাকাই শ্রেয়স্কর।

পুরনির্বাণ ও ছন্দক-সংবাদ।

অর্দ্ধরাত্র অতীত, পুরবাসিগণ মায়ানিদ্রায় অভিভূত, শাক্যসিংহ ভাবিলেন, অয়মেব সময়ঃ—এ-ই আমার উত্তম সময়, এ-ই আমার পুরনিষ্ক্রমণের উত্তম অবসর। অনন্তর তিনি মনে মনে সন্ন্যাস-সংকল্প করিয়া শয্যাস্তৃত পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রত্নজালিকা অবনামিত করিলেন। অর্থাৎ শরীরস্থ রত্নাভরণ সকল উন্মুক্ত করিলেন। অনন্তর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হস্তদ্বয় পুটবদ্ধকরতঃ পূর্ব্ববুদ্ধদিগকে স্মরণ ও নমস্কার করিলেন। "নমः सर्व्वबुद्धेभ्य." আমি সমুদয় বুদ্ধদিগকে নমস্কার করি, এই বলিয়া পূর্ব্ববুদ্ধদিগকে নমস্কার করিলেন। ঐ সময়ে গগনতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখেন, আকাশে দেবগণ তাঁহার পূজার্থ আগমন করিয়া নতকায়ে অবস্থান করিতেছেন এবং নক্ষত্র-রাজ চন্দ্র পুষ্যনক্ষত্রের সহিত একত্রাবস্থান করিতেছেন। কার্য্যসাধিক সুসময় সমাগত দেখিয়া, তিনি ছন্দক-নামক স্বানুচরকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—

"छन्दका च खलु मा विलम्ब हे अश्वराज दद मे अलङ्कृतं।
सर्व्वासाञ्च मम एति मङ्गला अर्थसिद्धि ध्रुवमद्य भेष्यते ॥"

হে ছন্দক! বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আমাকে একটী সজ্জিত অশ্ব দাও, আমার সমুদয় সিদ্ধি আগত বা নিকট, নিশ্চিত অদ্য আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

শুনিয়া ছন্দক উদ্বিগ্নমনে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অনন্তর বলিলেন, নৃপসিংহ! রাজন্! কোথায় যাইবেন?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—ছন্দক! যাহার জন্য আমি পূর্ব্বে বারবার শরীরপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজ্য ধন উত্তমা-ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং শীল, ক্ষমা, দয়া ও প্রভা প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যান-রত থাকিয়া কালকর্ত্তন করিয়াছি, অদ্য আমার সেই সময় বা সেই উদ্দেশ্য উপস্থিত।

আমি পিঞ্জরাবস্থিত জীবনিবহের জরা-মরণ-রূপ-পাপ-মোচনার্থ বহুকল্প ব্যাপিয়া যে শিবশান্তি বোধ লাভের স্পৃহা করিয়া আসিতেছি, আজ আমার সেই শিবশান্তি বোধ লাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ছন্দক বলিলেন,—আমি শুনিয়াছি, আপনি প্রসূত হইবামাত্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও আপনার ভবিষ্য বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপনি দৈবজ্ঞ-গণের সম্মুখে নীত হইলে, দৈবজ্ঞগণ মহারাজ শুদ্ধোদনকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনার এই রাজকুলের উন্নতি উপস্থিত। আপনার এই পুত্র শতপুণ্যলক্ষণে লক্ষিত হইতে-ছেন সুতরাং ইনি চক্রবর্ত্তী, চতুর্দ্বীপেশ্বর ও সপ্তরত্নসমন্বিত হই-

বেন। যদি ইনি জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ হইয়া, এই পাপদগ্ধ প্রজাদিগকে ধর্ম্মসলিলে অভিষিক্ত ও তৃপ্ত করিবেন। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার একটী কথা শুনিলে আমি সুখী হইব, কৃতার্থ হইব।

শুনিয়া বোধসত্ত্ব বলিলেন, বল।

ছন্দক বলিতে লাগিলেন,—দেব! ইহ সংসারে লোক সকল যে উদ্দেশে অনেক প্রকার ব্রত তপস্যাদি করিয়া থাকে, আপনি সেই দেব-মনুষ্য-সম্পত্তি বিনা তপস্যায় লাভ করিয়াছেন। আপনি রাজা ও রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীয়, তরুণ ও কোমল শরীর, আজ্‌ও আপনার কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ আছে। আজ্‌ও আপনার ক্রীড়া কৌতুক ও কামভোগ অসমাপ্ত আছে। এই জন্যই বলিতেছি, এখন আপনি অমরাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজমান থাকুন, সুখবিশেষ ভোগ করুন, পশ্চাৎ যখন যাইবেন, যখন আপনি নিষ্কণ্টকে যাইতে পারিবেন, তখনই আপনি সন্ন্যাসার্থ পুরপরিত্যাগ করিবেন, বাধা বিঘ্ন হইবে না। নিশ্চিত তখন আপনার মনোরথ সফল হইবে। কিন্তু এখন না।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—"ছন্দক! কাম্য ও কাম সমস্তই অনিত্য অস্থির ও অশাশ্বত। সমস্তই অপরিণামধর্মী, নীহারের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, রিক্তমুষ্টির ন্যায় অসার, কদলীকাণ্ডের ন্যায় ভঙ্গুর ও দুর্ব্বল, অপক্কভোজনের ন্যায় পরিণামদুঃখদ, মারুত-

লতার ন্যায় অসুখপ্রদ, ফেনবুদ্বুদের ন্যায় বিপরিণামী, মায়া-মরীচিসদৃশ, জ্ঞানবিপর্য্যয় হইতে উদ্ভূত, স্বপ্নের ন্যায় দুর্ভোগ্য, দুঃখপূরিতসাগরের ন্যায় দূরবগাহ, এবং সর্পমস্তকের ন্যায় দুস্পৃশ্য। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে সভয়, সদোষ ও বিবর্জনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞগণ ইহার নিন্দা করেন, অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেরাই ইহার পরিগ্রহ করিয়া থাকে।”

ছন্দক দণ্ডাহতের ন্যায় ও শল্যবিদ্ধের ন্যায় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার বলিলেন ;—দেব! সংসারের শত লোক তীব্রতর ব্রত ও নিয়ম ধারণ করিতেছে, অজিনপরিধায়ী, জটাধর, কেশশ্মশ্রুধর ও পিণ্যাক-ভক্ষ হইয়া গোব্রত প্রভৃতি বহন করিতেছে। তাহাদের কামনা আমরা শ্রেষ্ঠ হইব, বিশিষ্ট হইব, লোকপালক হইব, দেবত্বলাভ করিব, অথবা দেবগণের সহচর হইব। হে নরবর্য্য! আপনি সে-সমস্তই লাভ করিয়াছেন। আপনার রাজ্য স্ফীত, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব। আপনার উদ্যান মনোহর, প্রাসাদ সুরম্য, স্ত্রী সুন্দরী, এই জন্যই অনুরোধ করি, আপনি এ সকল ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, যথাসুখে ও স্বচ্ছন্দে এ সকল ভোগ করুন, দেবরাজের ন্যায় বিহার করুন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ছন্দক! শুন, পূর্ব্বজন্মে আমি অসংখ্য দুঃখ ভোগ করিয়াছি। পূর্ব্বে ঐ সকল কাম্যকামনা

দোষে বন্ধন, অবরোধ, তাড়ন, তর্জ্জন ও জরা ব্যাধি প্রভৃতি শত শত দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ছন্দক! এ সমস্তই মিথ্যা, মিথ্যাপ্রত্যয়-সমুৎপাদিত, অজ্ঞানমূলক, অভ্রের ন্যায় অনিত্য, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক, নীহারের ন্যায় লয়শীল, এবং রিক্ত, তুচ্ছ ও অসার। ইহা আত্মা নহে, এ সকল আত্মাতে নাই, আত্মার সহিত ইহাদের সম্পর্কও নাই। এ সমস্তই অসার ও অধ্রুব। এই নিমিত্তই আমার মন বিষয়ে অনুরক্ত ও সংসক্ত হয় না। অতএব হে ছন্দক! তুমি আমাকে শীঘ্র একটী সজ্জিত অশ্ব দাও, বিলম্ব করিও না।

ছন্দক পুনরপি বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দান করিল। বলিল, শাক্যরাজ! কিছুকাল এ সকল ভোগ করুন, সুখ অনুভব করুন, পরে আপনি বনে যাইবেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—ছন্দক! এ সকল কাম্যকাম আমি অপরিমিত ও অনন্ত কল্প অনেক প্রকারে উপভোগ করিয়াছি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—এ সমস্তই অনুভবগোচর করিয়াছি। দিব্য-ভোগ ও মানুষ-ভোগ উপভোগ করিয়াছি। তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই। তৃষ্ণার অন্ত নাই। পূর্ব্বে আমি চতুর্দ্বীপের রাজা হইয়া স্ত্রী-গৃহ-মধ্যে বসতি করিয়াছি। ইন্দ্রত্ব করিয়াছি, যমত্বও করিয়াছি। আমি অনন্তকাম উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় নাই। ছন্দক! পূর্ব্বে যখন অতেও তৃপ্ত হই নাই, আজ্ কেন এই অল্পতর কামে

তৃপ্তি হইবে? ছন্দক! আমি যাইব, নিশ্চিত যাইব, সংবিৎ-পদে গমন করিব। ছন্দক, আমি দৃঢ়তর ধর্ম্মরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া এই ভয়ানক ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইব। জগৎকাণ্ড উত্তীর্ণ করিব, নিজেও উত্তীর্ণ হইব, তুমি বাধা দিও না।

ছন্দক এবার অনেক রোদন করিলেন। অনন্তর বলিলেন, "তবে কি যাওয়াই নিশ্চয়?"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, নিশ্চয়। শুন, ছন্দক! জীবের মোক্ষার্থ ও হিতার্থ আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি তাহা দৃঢ়; সুমেরুর ন্যায় দৃঢ়। কিছুতেই তাহা বিচলিত হইবে না।

ছন্দক পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যপুত্রের নিশ্চয় কিরূপ দৃঢ়?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, বজ্রের ন্যায়, অশনির ন্যায়, শক্তির ন্যায়, কুঠারের ন্যায় ও প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়।

বজ্রপাত, অশনিবৃষ্টি, কুঠার, শক্তি, শর ও শীলাবর্ষণ হইলেও আমি স্বাভিলাষ হইতে প্রচ্যুত হইব না। মস্তকে বিদ্যুৎ, বজ্র, তপ্তলৌহ ও প্রজ্বলিত শৈলশিখর নিপতিত হইলেও পুনর্ব্বার গৃহাভিলাষ উৎপাদন করিব না।

শুনিয়া ছন্দক অবাক্, নিষ্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন।

এই স্থানে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ভগবান্ শাক্যসিংহের তাদৃশ দৃঢ়নিশ্চয় দেখিয়া বিমানবাহী দেবগণ হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি ও

আনন্দ নিনাদ করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত গাঁথা গান করিয়াছিলেন।

"न रज्यते पुरुषवरस्य मानसं
नभो यथा तम रज धूमकेतुभि:।
न लिप्यते विषयसुखेषु निर्म्मल
जले यथा नवनलिनं समुद्गतम् ॥"

[এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের মন কিছুতেই অনুরক্ত নহে। আকাশে তম বা অন্ধকার, রজঃ বা ধূলি, এবং ধূমকেতু প্রভৃতি কেবল দৃশ্য হয়, অন্যে দেখে মাত্র. কিন্তু আকাশে সংসক্ত হয় না। ভগবান্ শাক্যসিংহের চিত্তও তদ্রূপ। যেহেতু ইনি বিষয়সুখে লিপ্ত হন না, পূর্ণনির্ম্মল, সেই হেতু, জলে যেমন নবনলিন উদ্গত হয়, অথচ তাহা জলে অলিপ্ত, তেমনি আমাদের এই ভগবানেরও চিত্ত বিষয়ে সঞ্চারিত, অথচ তাহাতে অলিপ্ত]

রাত্র এখন অনেক। অর্দ্ধরাত্র আগত। আজ্ ভীষণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে কপিলবস্তু মহানগর মহা প্রস্বাপনে অভিভূত। জীবমাত্রেই নিদ্রিত ও অচেতন। কেবল মাত্র ভগবান্ শাক্যসিংহ ও ছন্দক জাগরিত। ছন্দক অনেক রোদন করিলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভগবানের মনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল না। ছন্দক একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, ভগবান ও পুনঃ পুনঃ "অশ্ব দাও" বলিয়া উত্তেজনা করিতেছেন।

সমস্ত নগর সুপ্ত, মহাপ্রস্বাপনে অভিভূত। অর্দ্ধরাত্র পরিপূর্ণ হইল, চন্দ্র নির্ম্মল-আকাশে পুষ্যনক্ষত্রের সহিত উদিত হইলেন। শাক্যসিংহ দেখিলেন, পুরনিষ্ক্রমের শুভক্ষণ বা শুভ সময় আগত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া ভগবান্ শাক্যসিংহ রোরুয়মান ছন্দককে পুনর্ব্বার বলিলেন।

"ছন্দক! আর কেন দুঃখ দাও? আর কেন বিলম্ব কর? শীঘ্র আমায় একটি সজ্জিত অশ্ব দাও—বিলম্ব করিও না।" শুনিয়া ছন্দক পুনর্ব্বার বলিলেন,—

আর্য্যপুত্র! আপনি কালজ্ঞ—কোন্ কালে কি করিতে হয় তাহা উত্তম রূপ জানেন। আপনি সময়জ্ঞ—কোন সময়ে কি করিতে হয় তাহা বিশেষরূপ জানেন। আপনি, নিয়মজ্ঞ—কোন কার্য্য কি নিয়মে কি করিতে হয়, তাহাও জানেন। আমি দেখিতেছি, এই কাল আপনার গমনের উপযুক্ত নহে। তবে কেন আপনি বার বার আমাকে আদেশ করিতেছেন? শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ছন্দক! ইহাই আমার সেই কাল—সেই শুভক্ষণ। ইহা অকাল বা অসময় নহে।"

ছন্দক বলিলেন, দেব! ইহা কোন্ বিষয়ের কাল?

বুদ্ধদেব বলিলেন, ছন্দক!

"যন্ময়া প্রার্থিতং দীর্ঘং রাবম্মত্বরাথার্থং পরিমার্গিতাহি।
অবাপ্য বোধিমজরামরং পদং মোচে জগন্তম্ব ক্ষণা উপস্থিতঃ॥"

আমি যাহা জীবপরিত্রাণের জন্য বহুকাল অন্বেষণ করিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি, হে ছন্দক! সেই অজর অমর বুদ্ধপদ লাভ করিয়া জগৎ ত্রাণ করিবার উপযুক্ত শুভক্ষণ এত দিন পরে অদ্য উপস্থিত হইয়াছে। আর বিলম্ব করিও না, খেদ করিও না, বাধা দিও না, শীঘ্র আমায় একটী সজ্জিত অশ্ব দাও।

"शुत्वा छन्दक अश्रुपूर्ण नयन स्तं स्वामिनमब्रवीत्,
क त्वं यास्यसि सत्त्वसारथिवर ! कि मश्व कार्य्यञ्च ते ?
द्वारास्ते पिहिता दृढार्गला कृता: को दास्यते तान् तव ?"

শুনিয়া ছন্দক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? অশ্ব লইয়া কি করিবেন? সমস্ত দ্বার পিহিত—আবদ্ধ; কে আপনাকে তাহা খুলিয়া দিবে? ছন্দক এই কথা বলিবা মাত্র—

"शक्रेण मनसाथ चेतनवशात् ते द्वार मुक्ता: कृता: ।"

ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইল, ছন্দক দেখিলেন, সমস্ত-দ্বার উন্মুক্ত।

"दृष्ट्वा छन्दक हर्षित: पुन दुखी अश्रुणि सोऽवर्त्तया ।"

দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ছন্দক হৃষ্ট হইলেন, পরক্ষণেই আবার দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে অজস্র অশ্রু নির্গলিত হইল।

देवा: कोटि सहस्र हृष्ट मनस: स्तं छन्दकमब्रुवन् ।
साधु छन्दक ! देहि कण्टकवरं मा खेदयी नायकम् ।"

ঐ সময়ে আকাশবাণী হইল। অন্তরীক্ষচর দেবগণ হৃষ্টচিত্তে ছন্দককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ছন্দক! আর কেন, শীঘ্র অশ্ব দাও, প্রভুকে দুঃখ দিও না।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ছন্দক! ঐ দেখ, আকাশে স্বর্গীয় জ্যোতির শোভা দেখ। ঐ দেখ, শচীপতি ইন্দ্র তোমার দ্বার দেশে উপস্থিত।

ছন্দক তখন অদৃশ্যচর দেবগণের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সুজাত নামক একটী সজ্জিত অশ্ব আনিয়া দিলেন। রোদন করিতে করিতে বলিলেন, প্রভো! এই অশ্ব, গ্রহণ করুন। আপনার অভীষ্ট নির্ব্বিঘ্ন হউক, সিদ্ধ হউক।

আরূঢ়: শশিপূর্ণমণ্ডলনিভং তমশ্বরাজোত্তমম্,
মালা পাণি বিশুদ্ধ পদ্ম বিমলা ন্যস্যস্ব অশ্বোত্তমে,

ভগবান্ শাক্যসিংহ আর বিলম্ব করিবেন না, হৃষ্টচিত্তে অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন। খেদ, দৈন্য, ভয়, শঙ্কা, মায়া. মমতা, কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না, কিছুতেই তিনি ব্যথিত বা কাতর হইলেন না, অনায়াসেই প্রফুল্লচিত্তে অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন! সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রভ অশ্বরাজের পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন।

কথিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহের গমনকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া-

ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গন্তব্যপথে পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল, দিব্য বাদিত্র বাদিত হইয়াছিল, দেবগণ ও অসুরগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিয়াছিল। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সেই অর্দ্ধরাত্র সময়ে সংঘটিত হইল, ছন্দক ভিন্ন অন্য কেহ জানিল না। শাক্য-পুরের পুরদেবতা (রাজলক্ষ্মী) মূর্ত্তিমতী হইয়া এই মহাপুরুষের নেত্রপথে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিও রোরুদ্যমানা হইয়া করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন, * কিছুতেই এই মহাপুরুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হয় নাই। রোরুদ্যমান ছন্দক পশ্চাতে, তিনি অগ্রে। ছন্দক পাদচারে, তিনি অশ্বপৃষ্ঠে। সমস্ত নগর মহা প্রস্বাপনে অচেতন, সুতরাং তিনি নির্ব্বিঘ্নে ও বিনা বাধায় স্বভবন হইতে ঐরূপ বিধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। বহির্গত হইয়া একবার রাজভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিতপ্রকার প্রতিজ্ঞা ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

"অবলোক্য চৈব ভবনং মতিমান্
মধুরস্বরাগির মুদীরিতবান্।
নাহং প্রবেক্ষ্যে কপিলস্য পুর
অপ্রাপ্য জাতি মরণান্তকরম্ ॥
স্থানাসনং শয়ন চংক্রমনং
ন করিষ্যেহং কপিলবস্তু মুখং

* এ সকল কথার ললিতবিস্তর গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল।

যাবন্ন লব্ধং বরবোধি ময়া
অজরামরং পদবরং হ্যমৃতম্ ॥" *

রাজ্যসুখের প্রলোভন, স্ত্রী পুত্রাদির স্নেহ, ইন্দ্রিয় সেবার সুখ, এ সমস্তই তিনি মনোবলে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে চলিল, ছন্দক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদসঞ্চারে চলিলেন। ক্রমে রাজধানীর সীমা অতিক্রান্ত হইল। নগরসীমা ও রাজ্যসীমা পশ্চাৎ পাতিত হইল, তথাপি রাত্রের শেষ হইল না। তাঁহার অশ্ব অবিশ্রান্ত পদচালনা করিতেছে, ছন্দকও সমবেগে পদচালনা করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা স্বরাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া ক্রোড্য দেশে পদার্পণ করিলেন। ক্রমে ক্রোড্যদেশ অতিক্রান্ত হইল; সম্মুখে মল্লদেশ। অচিরাৎ তাহাও অতিক্রম করিলেন। যখন তাঁহারা মল্লদেশ অতিক্রম করিয়া মৈনেয় দেশের বেণুবনসমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহাদের রাত্রি প্রভাতা হইল। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই স্থান কপিলবস্তু নগর হইতে ৬ যোজন দূর। †

* প্রশস্তচেতা রাজকুমার নগরমুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মধুরস্বরে বলিলেন, যত দিন না আমি অজর সময় মোক্ষপদ প্রাপক বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব, তত দিন এই কপিলপুরে প্রবেশ, উপবেশন, ভ্রমণ, ভোজন, কিছুই করিব না। অধিক কি, ইহার অভিমুখেও আসিব না।

† ৪ ক্রোশে এক যোজন, ৬ যোজনে ২৪ ক্রোশ। কোন লেখক লিখি-

রাত্রি প্রভাত হইল, ভগবান বুদ্ধ এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্তিকোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছন্দককে বলিলেন, ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও আভরণ গ্রহণ কর এবং গৃহে গমন কর। এই বলিয়া একে একে সমুদয় আভরণ উন্মোচন করিলেন এবং ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ছন্দক অনেক রোদন করিল, অনুনয় করিল, অনুরোধ করিল, প্রার্থনা করিল, বিনয় বচন বলিল, কিন্তু প্রভু বুদ্ধ সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—

छन्दी गृहीत्व कपिलपुरं प्रयाहि
मातापितॄनां मम वचनेन पृच्छेः
गतः कुमारी न च पुनः शोचिथाः
बुद्धित्व बोधि पुनरिह मागमिष्ये
धर्म्मं शुनित्व भविष्यथ शान्तचित्ताः।

ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও এই আভরণ লইয়া কপিলপুরে যাও, আমার পিতা মাতা যাহাতে শোকসন্তপ্ত না হন, তাহা করিও। বলিও, কুমার গিয়াছে বলিয়া আপনারা শোক করিবেন না, কুমার বোধি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান জ্ঞাত হইয়া পুন-

য়াছেন, ৪৫ ক্রোশ দূরে অনোমা নদীর তীরে তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল; আন্দাজী বা অমূলক কথা কতদূর আদরণীয়, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

র্ব্বার আসিবেন, তখন সে ধর্ম্ম শুনিয়া আপনারা শান্তচিত্ত হইবেন, সুখী হইবেন।

“नेमास्ति शक्ति बलपराक्रमी वा
हनेयु मह्य नरवन ज्ञाति संघाः
छन्दा क नीतो गुणधर बोधिसत्वः ?

ছন্দক কাঁদিয়া বলিল, প্রভো! আমার শক্তি নাই—নিঃশক্তি হইয়াছি। বল নাই—দুর্ব্বল হইয়াছি। পরাক্রম নাই—নিস্তেজ হইয়াছি। হে প্রভো! রাজপরিবারগণ, রাজার জ্ঞাতিগণ, শাক্যগণ, আমাকে প্রহার করিবে, আর বলিবে, “তুই গুণধরকে কোথায় লইয়া গিয়াছিলি? এবং কোথায় রাখিয়া আইলি?”

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ভয় কি? ভীত হইও না, আমি বলিতেছি, তোমাকে কেহ মারিবে না।

আমার জ্ঞাতিগণ—রাজা ও রাজপুরুষগণ—কেহ তোমাকে মারিবে না, সকলেই তোমার প্রতি তুষ্ট হইবে। আমার প্রেমে তাহারা সকলেই তোমাকে আদর করিবে।

ছন্দক আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। বার বার প্রভু-আজ্ঞা অবহেলা অসঙ্গত ভাবিয়া ছন্দক অগত্যা রোদনসহকারে প্রদত্ত আভরণাদি গ্রহণ করিল, অতিকষ্টে শাক্যপুর গমনে সম্মত হইল।

ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ছন্দক যে

স্থান হইতে ফিরিয়াছিল, সেই স্থানে এক চৈত্য (স্মারক স্তম্ভ বা বৃক্ষ) স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চৈত্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে * এবং লোকে তাহাকে 'ছন্দকনিবর্ত্তন' নামে খ্যাত করিয়াছে।

ছন্দক কিয়দ্দূর গমন করিলে সিদ্ধার্থ মনে মনে বিচার করিলেন, আমি সন্ন্যাসী হইলাম অথচ চূড়া (সুদীর্ঘ কেশ) থাকিল, ইহা কি প্রকার হইবে? ভাবিয়া তিনি এক খড়্গের † দ্বারা ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘকেশ ছেদন করিয়া অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব কেশ পাশ ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, দেবগণ তাহা পূজার নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই চূড়াচ্ছেদস্থানে চৈত্য স্থাপিত হইবায়, সে চৈত্য চূড়াপ্রতিগ্রহণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শরীর নিরলঙ্কার ও মস্তক কেশবিহীন হইল, তথাপি সিদ্ধার্থের মন পরিতুষ্ট হইল না। তিনি স্বপরিধেয় কৌষিক বা কাশিক বস্ত্রের ‡ প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবি-

---

* ললিতবিস্তর লেখকের সময় পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু এখন আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা।

† খড়্গ কোথায় ছিল, তাহা লিখিত নাই।

‡ কৌষিক—রেশ্মি কাপড়। কাশিক—কাশীদেশের বস্ত্র।

লেন, এ বস্ত্র সন্ন্যাসীদের বস্ত্র নহে। যদি বনবাসের উপযুক্ত কাষায় বস্ত্র পাই, তাহা হইলেই ভাল হয়। এই সময়ে এক ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমাগত হইল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ বোধিসত্ব হৃষ্টচিত্তে ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহাশয়! আপনি যদি আমাকে আপনার পরিহিত বস্ত্র দেন, তাহা হইলে আমি এই কৌষিক বস্ত্র আপনাকে দেই *। ব্যাধ বলিল, হাঁ—এই বস্ত্রই আপনার শোভনীয় এবং ঐ বস্ত্রই আমার শোভনীয়। বুদ্ধদেব বলিলেন, সেই জন্যই উহা আমি যাচ্ঞা করিতেছি।

ব্যাধ তন্মুহূর্ত্তে আপনার পরিহিত কাষায় বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে প্রদান করিল, বুদ্ধদেবও আপনার কৌষিক বস্ত্র ব্যাধকে প্রদান করিলেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ নহে, ইনি এক দেবপুত্র। ব্যাধরূপী দেবপুত্র ভগবানের প্রদত্ত বস্ত্র মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিল, ছন্দক তাহা না-কি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। সেই বস্ত্রপরিবর্ত্তনের স্থানেও এক উচ্চতর চৈত্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চৈত্য না-কি অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে খ্যাত আছে।

এইরূপে ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজ্য, রাজভোগ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু,

---

* এই বস্ত্র পরিবর্ত্তন কথা নানাজনে নানারূপ লিখিয়াছেন কিন্তু মূল গ্রন্থে যাহা আছে তাহাই লিখিত হইল।

বান্ধব, দাস, দাসী, সকল পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অশোক ও অমৃতপদ অন্বেষণার্থ ভিক্ষুবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার অনুচর ছন্দক দূর হইতে প্রভুর তাদৃশ বেশ সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া অবিরল ধারে রোদন করিতে করিতে কপিলবস্তু নগরে গমন করিল। কণ্টকনামা তাঁহার অশ্ব প্রভুবিরহে কাতর হইয়া স্খলিতপদে রোদন করিতে করিতে অতিকষ্টে ছন্দকের অনুগামী হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের বৈশালী গমন—মগধপ্রবেশ—রাজগৃহ নগরে বাস—বিম্বিসার রাজার সহিত সাক্ষাৎ—পুনর্বৈশালীগমন—মগধে পুনরাগমন এবং মগধবিহার।

> "इति हि बोधिसत्त्वो लुब्धक-रूपाय देवपुत्राय
> काशिकानि वस्त्राणि दत्त तस्य सकाशात काषायाणि वस्त्राणि
> गृहीत्वा स्वयमेव प्रव्रज्यां लोकानुवर्त्तनां उपादाय
> सत्त्वानुकम्पार्थं सत्त्वपरिपाचनार्थम् ॥"
>
> [ললিতবিস্তর।

ভগবান্ শাক্যসিংহ রাজা, রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীয়, কোন রূপ অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, ও কোনরূপ

ক্ষোভ বা বেদনা তাঁহাকে অঘাত করে নাই, তথাপি তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না—সন্ন্যাসী হইলেন। রাত্রিকালে পৌরবর্গ প্রসুপ্ত হইলে তিনি যে ছন্দকের সাহায্যে গৃহ বহির্গত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রাত্রিপ্রভাতে তিনি তাহাকেও পরিত্যাগ করিলেন। ছন্দক কাঁদিতে কাঁদিতে শাক্যপুরাভিমুখে গমন করিল—শাক্যসিংহ এখন একক। সঙ্গে কেহই নাই, তথাপি নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক। রাজপরিচ্ছদ পরিহিত ছিল, তাহা তিনি এক ব্যাধকে দিয়াছেন, ব্যাধের নিকট হইতে গৈরিকরঞ্জিত কৌপীন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরিধান করিয়াছেন। মস্তকে সুন্দর কেশ ছিল, তাহাও ছিন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকানুবর্ত্তন লোকহিত ও জ্ঞানলাভ উদ্দেশে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন।

কপিলবস্তু নগর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর মৈনেয় দেশের অনুবৈনেয় নামক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। সেই স্থানে তিনি ছন্দককে বিসর্জ্জন দেন এবং কথিতপ্রকারে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেন। সেদিন মধ্যাহ্নকালে তিনি 'শাকিয়া' নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার দ্বারা মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরপি পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। পরদিন পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আলয়ে মাধ্যাহ্নিক ভক্ষণ নির্ব্বাহ করিলেন। তৎপর দিবস পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত মধ্যাহ্ন

কালে রৈবত-ঋষির আশ্রমপ্রাপ্ত হইলেন। সে দিবস রৈবতাশ্রমে অতিবাহিত হইল। তৎপরদিন ত্রিমদণ্ডি নামক রাজপুত্রের গৃহে ভিক্ষা লাভ করিয়া বৈশালী নাম্নী * মহানগরীতে গমন করিলেন। যে সময়ে ভগবান্ শাক্যসিংহ বৈশালী গমন করেন, সেই সময়ে সেই নগরে আরাড়কালাম নামক জনৈক খ্যাত্যাপন্ন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এই সন্ন্যাসীর তিন শত শিষ্য ছিল। ভগবান্ বোধিসত্ত্ব নগরমধ্যে গমন করিতেছিলেন, ধর্ম্মগুরু আরাড়কালাম তাহা দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া তিনি বিস্মিত মোহিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া শিষ্যবর্গকে বলিলেন, দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য রূপ! কি অদ্ভুত আকৃতি! অনন্তর তিনি ভগবানকে আহ্বান করিলেন, ভগবান্ তৎসমীপগামী হইলেন।

বুদ্ধদেব আরাড়কালামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কিছুদিন তৎসন্নিধানে বাস করিলেন, কিন্তু অভিলষিত শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেন না। আরাড়কালাম আকিঞ্চন্যব্রত শিক্ষা দিতেন বা স্বেচ্ছাবিহারসিদ্ধিসাধন উপদেশ করিতেন, বুদ্ধদেব তাহা অল্প দিবসেই অধিগত করিলেন। একদা তিনি

* বৈশালী নগর পাটনার উত্তর পশ্চিম গঙ্গার পারে অবস্থিত ছিল। এই নগর এক সময়ে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার আধুনিক নাম বিসার। বৈশালীর অপভ্রংশে বিসার-শব্দ হইয়াছে।

গুরু আরাড়কালামের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আপনি কি এতাবৎ ধর্ম্মই জানেন? অধিক জানেন না? গুরু প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এই পর্য্যন্তই জানি, অধিক জানি না। শুনিয়া ভগবান বলিলেন, আমিও আপনার ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিয়াছি।

অনন্তর আরাড় কালাম বলিলেন, আইস, এক্ষণে আমরা দুই জনে এই সকল শিষ্য অনুশাসন করিব।

কিছু দিন গেল, বুদ্ধ ভাবিলেন, আরাড়ের এ ধর্ম্ম নৈর্ব্বাণিক অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের উপায় নহে। এক্ষণে সম্যক্ দুঃখ বিনাশের জন্য অন্য কোন গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিব, সর্ব্বোত্তর ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিব। এইরূপ চিন্তার পর তিনি বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া মগধে আগমন করিলেন।

তখন মগধের রাজধানী বা প্রধান নগর রাজগৃহ। রাজার নাম বিম্বিসার। নগরের প্রান্তসীমায় পাণ্ডবশৈল। * একক অসহায় সর্ব্বত্যাগী শাক্যসিংহ নির্জ্জনবাস মনোনীত করিয়া এই পাণ্ডবশৈলের পার্শ্বপ্রদেশের আশ্রয় লইলেন।

একদা তিনি ভিক্ষার্থ রাজগৃহ মহানগরে প্রবেশ করিলে, নগর-বাসী জনগণ তাঁহার অদ্ভুতমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধপ্রায় হইল।

* রাজগৃহ এক্ষণে রাজগির্ নামে খ্যাত। এখানে অদ্যাপি প্রাচীন মহানগরের বিবিধ ধ্বংসচিহ্ন বিদ্যমান আছে। রাজগির্ পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে যে রত্নগির্ নামক পাহাড় আছে, বুদ্ধের সময়ে সেই পাহাড় পাণ্ডবশৈল নামে পরিচিত ছিল।

এই অপরূপরূপ অদ্ভুত সন্ন্যাসী যাহার যাহার নেত্রপথে পতিত হইলেন, তাহারা আর নয়ন ফিরাইয়া অন্যদিকে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না। সকলেই একদৃষ্টে সেই মোহনীয় সন্ন্যাসমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। গৃহীর গৃহকার্য্য গেল, পথিকের গন্তব্যস্থানে যাওয়া হইল না, বণিকের ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইল, নারীগণ চিত্রার্পিতরূপিণী হইল। কেহ মনে করিল—দেবরাজ ইন্দ্র আগমন করিয়াছেন ; অন্যে মনে করিল—দেবপুত্র ; অপরে মনে করিল—বৈশ্রবণ ; কেহ কেহ বিবেচনা করিল,—পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পাদচারে ভ্রমণ করিতেছেন।

রাজা বিম্বিসার শুনিলেন, নগরে এক অপরূপরূপ ভিক্ষু আগমন করিয়াছে। অত্যুচ্চ প্রাসাদ তল হইতে ভিক্ষুকের তাদৃশ জনন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া রাজার নয়ন মন মুগ্ধ হইল। তিনি ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিলেন, এবং পার্শ্বস্থ রক্ষী পুরুষকে জনান্তিকে বলিয়া দিলেন, দেখ, এই পুরুষ কোথায় যায়।

অনন্তর লব্ধভিক্ষ শাক্যসিংহ পাণ্ডবশৈলাভিমুখে গমন করিলে বিম্বিসারের প্রেরিত পুরুষ অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া সংবাদ দিল, "ভিক্ষুক পাণ্ডবশৈলে বাস করে।"

পরদিন প্রাতে রাজা বিম্বিসার পরিজন বর্গের সহিত পাণ্ডবশৈলে গমন করিলেন। দেখিলেন, দেবরূপী বোধিসত্ত্ব গুহা সমীপে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট আছেন। রাজা ভক্তিসহকারে

অঙ্গ নমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, পরে বিবিধ কথা উত্থাপন করিলেন। কথান্তে প্রস্তাব করিলেন, আপনি আমার এই রাজ্যগ্রহণ করুন, করিয়া এই স্থানেই সুখে কালাতিপাত করুন।

শাক্যসিংহ বলিলেন, মহারাজ! আপনি চিরায়ু হউন, চিরকাল রাজ্যপালন করুন. আমি শান্তি-কামনায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি।

শুনিয়া মগধেশ্বর বিম্বিসার পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"परम प्रमुदितोऽस्मि दर्शनात् ते

* ● *

भवहि मम सहायु सर्व्वराज्यं।

अहु तव दास्यि प्रभूतं भुङ्क्ष्व कामान्॥"

আপনাকে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। আপনি আমার এই সমুদায় রাজ্যের সহায় হউন। আমি আপনাকে প্রচুরতর কাম্যপ্রদান করিব, আপনি তাহা ভোগ করুন।

"मा च पुनर्व्वने वसाहि शून्ये

माभूय तृणेषु वसाहि भूमिवासं।

परम सुकुमारु तुभ्यकाय:

इह मम राज्यि वसाहि भुङ्क्ष्व कामान्॥"

আপনি আর এই জনশূন্য বনে থাকিবেন না। তৃণাসনে

বসিবেন না। ভূমিবাস পরিত্যাগ করুন। আপনার শরীর অতি সুকুমার—অতি কোমল। আমার এই রাজ্যে বা রাজ-সিংহাসনে বসুন এবং কামভোগ করুন।

বুদ্ধ বলিলেন,——

"স্বস্তি ধরণীপাল তেস্তু নিত্যং
ন চ অহং কামগুণৈভিরর্থীকোস্মি।"

হে ধরণীপতে! তোমার কুশল হউক, আমি কামগুণের প্রার্থী নহি।

"কামং বিষ-সমা অনন্ত-দোষা
নরকি প্রপাতন প্রেত তির্য্যক যোনী।
বিদুর্ভির্বিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যকামাঃ
জহিত ময়া যথ পক্কখেট পিণ্ড॥"

কাম বিষতুল্য, কামের অশেষ, দোষ, কামই মনুষ্যকে নরকে পাতিত করে, প্রেত যোনিতে ও তির্য্যক যোনিতে নিপাতিত করে। কাম অতি অশ্রেষ্ঠ—অপদার্থ—তজ্জন্য জ্ঞানী-লোক উহার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি উহা ব্যাধান্নের ন্যায় অথবা প্রতিদোষ-দুষ্ট পশুমাংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি।

"কাম দ্রুমফলা যথা পতন্তি
যথা ভ্রম অব বলাহকা ব্রজন্তি।
অধ্রুব চপলগামি মারুতং বা
বিকিরণ সর্ব্বশুভস্য বঞ্চনীয়াঃ॥"

কাম বৃক্ষফলের ন্যায় গলিতবৃন্ত হয়, কাম চঞ্চল বায়ুগামী মেঘের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া যায় এবং সমুদয় মঙ্গলের প্রতারক।

"কাম অলভমানা দহন্তি তথাপি
লব্ধা ন তৃপ্তি বিন্দবন্তি।
যদা পুরি অবশস্য তজ্জয়ন্তি
তদ মহদ্দুঃখ জনেন্তি ঘোর কামা॥"

কাম লব্ধ না হইলে শরীর, মন দগ্ধ করে, লব্ধ হইলেও পরিতৃপ্তকর হয় না। কাম যখন বেগবান্ হয়, তখন আর তাহাকে জয় করা যায় না। কাম যখন অজেয় হয়, তখন তাহা মহৎ দুঃখ জন্মায়। কাম অতি ভয়ানক।

"কাম ধরণিপাল যে চ দিব্যাঃ
তথ অপি মানুষ কাম যে প্রণীতাঃ।
একু নরু লভীতি সর্ব্বকামাং
ন চ সো তৃপ্তি লভতি ভুয় এষঃ॥"

হে মহারাজ! কাম দিব্য ও মানুষ (স্বর্গলোকের ও মনুষ্য লোকের) অনুসারে অনেক, কিন্তু এক জনকেও সকল কাম লাভ করিতে এবং তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায় না।

যে তু ধরণিপাল শান্তদান্তাঃ
আর্য্যা নাস্রব ধর্ম্মপূর্ণ সংজ্ঞাঃ
প্রজ্ঞ বিদুষ তৃপ্ত তে সুতৃপ্তাঃ।
ন চ পুন কাম গুণেষু কাচি তৃপ্তিঃ॥"

হে ভূপাল! যাহারা শান্ত, দান্ত, আর্য্য, যাহারা আশ্রব হইতে অর্থাৎ কর্ম্মাশয় হইতে বিমুক্ত, ধর্ম্মপূর্ণ, সম্যক্‌জ্ঞান যুক্ত, প্রজ্ঞাবিৎ, তাহারাই তৃপ্ত হয়, তৃপ্তি লাভ করে, অন্যে নহে। কামে কিছু মাত্র বা কোনরূপ তৃপ্তি নাই।

"काम धरणिपाल सेवमाना
पुरि मनु न विद्यति कोटि संस्कृतस्य।
लवण जल यथाहि नर पित्वा
भूय तृष् वर्द्धति काम सेवमाने॥"

হে ধরণীপতে! কোটি কোটি বিদ্যা থাকিলেও কাম-সেবকের কাম সমাপ্ত হয় না। যেমন লবণাক্ত জল পান করিলে মনুষ্যের পিপাসা শান্তি হয় না, নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত অধিক পিপাসা হয়, কামভোগও সেইরূপ।

"अपिच धरणिपाल पश्य काय'
अध्रुव संसारक्त दुःख यन्त्रमेतत्।
नवभिर्व्रणमुखैः सदा स्रवन्त'
न मम नराधिप काम छन्दरागः॥"

আরও দেখুন, মহারাজ! এই শরীর নিতান্ত অধ্রুব, অসার ও কুৎসিত। ইহা একটি দুঃখের যন্ত্র। সর্ব্বদাই ইহার নবদ্বার স্রবিত হইতেছে। হে নরনাথ! কামে আমার অনুরাগ নাই।

"अहमपि विपुलान् विजह्य कामान्
तथ पिच इस्त्रि सहस्रान् दर्शनीयान्।
अनभिरतभवेषु निर्गतो ह्यहं
परमशिवा वरबोधि प्राप्तुकामः॥"

আমি বিপুল ভোগ সাধক মহারাজ্য (কাম) এবং সহস্র সুন্দরী নারী পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টতম বোধ উপার্জ্জনের ইচ্ছায় বহির্গত হইয়াছি।

মগধ রাজ বিম্বিসার সন্ন্যাসীর বাগ্বিন্যাসে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে ও কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছেন? আপনার জন্মস্থান কোথায়? আপনার পিতার নাম কি? মাতার নাম কি? আপনি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? আপনি কি রাজা? হে সন্ন্যাসিন্! অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা আমাকে বলুন।

বুদ্ধ বলিলেন,—মহারাজ! বোধ হয় আপনি শাক্যদিগের রাজা ও রাজধানী কপিলবস্তু নগরের কথা শুনিয়াছেন। তাহা পরমসমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। তাহার অধিপতি রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। আমি সেই স্থান হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি।

শুনিবামাত্র রাজা বিম্বিসার উৎফুল্লনয়নে ও হাস্যবদনে বলিলেন, আজ্ আমার পরম সৌভাগ্য! ভাগ্যক্রমেই আজ আপনার দর্শন পাইলাম। যাঁহা হইতে আপনার জন্ম হইয়াছে,

আমরা তাঁহারই। এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ও আমার এই পরিজন সমুদায়ই আপনার শাস্য। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, আপনি বোধিপ্রাপ্ত হইলে, আমাকে দর্শন দিবেন এবং অনুগ্রহ করিবেন। হে প্রভো! হে ধর্ম্মস্বামিন্! আমার দ্বিতীয় অভিলাষ এই যে, কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া আমাদিগকে সুচরিতার্থ করুন।

রাজা বিম্বিসার এইরূপে ভিক্ষুবেশী বুদ্ধদেবের সন্দর্শন লাভ করিয়া এবং বক্তব্য শেষ করিয়া পুনরপি দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন, অনন্তর স্বভবনে গমন করিলেন।

বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু-অবদান নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান শাক্যসিংহ রাজা বিম্বিসারের প্রার্থনায় দীর্ঘকাল রাজগৃহে বাস করিয়া ছিলেন। বুদ্ধের রাজগৃহ বাস কালে, বৈশালী নগরীতে ঘোরতর মারীভয় হইয়াছিল। জনৈক সন্ন্যাসীর পরামর্শে বশিষ্ঠ বংশীয় জনগণ কর্তৃক তিনি মারীভয় বিনাশার্থ বৈশালী নগরে নীত হইয়াছিলেন এবং বিম্বিসারও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। বৃত্তান্তটি শুনিতে ভাল লাগে, এজন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গল্পের দ্বারা তাৎকালিক লোকের বিশ্বাসের বিষয় জানা যায়।

হিমগিরির ক্রোড়পর্ব্বতে কুণ্ডলা নাম্নী এক যক্ষিণী বাস করিত। তাহার এক সহস্র পুত্র হইয়াছিল। যক্ষিণী মৃতা হইলে তাহার পুত্রেরা বৈশালীতে আসিয়া অলক্ষ্যে তদধিবাসী-

গণের তেজোহরণ করিতে লাগিল। তাহাতে তদ্দেশের লোক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরিতে লাগিল। যখন তাহারা দেখিল, অমানুষ ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে, ঔষধে তাহার শান্তি হইতেছে না, তখন তাহারা দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। যখন তাহাতেও মরক নিবৃত্ত হইল না, তখন তাহারা কাশ্যপ-পূরণ নামক জনৈক ঋষিকে আহ্বান করিল। কাশ্যপ পুরণ বৈশালীতে আসিলেন; কিন্তু মরকনিবৃত্তি হইল না। পরে পরিব্রাজক গোশালীর পুত্রকে আনা হইল, তিনিও মরক নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর মরকনিবারণার্থ কাত্যায়নগোত্রীয় কুমুদ মুনিকে আনা হইল, তিনিও বিফলপ্রযত্ন হইলেন। ইহার পরে কেশকম্বল নামক জনৈক সন্ন্যাসী আগমন করিলেন, তিনিও কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। এইরূপে নিগ্রন্থ প্রভৃতি অনেক মুনি ঋষির সমাগম হইল; অথচ মরকনিবৃত্ত হইল না। পরে এক দিন দৈববাণী হইল, এ সকল লোকের দ্বারা মরকনিবৃত্তি হইবে না। ভগবান বুদ্ধ বিম্বিসারের প্রার্থনায় রাজগৃহে বাস করিতেছেন, তাঁহারই পদস্পর্শে বৈশালী দেশের সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হইবে; অমানব-ব্যাধি নিবৃত্ত হইবে।

তৎকালে বৈশালীদেশে যে সকল ভদ্রবংশ বাস করিতেছিল; সে সকল বংশ লেচ্ছবী ও বাসিষ্ঠাহ এই দুই শ্রেণীতে বিখ্যাত ছিল। লেচ্ছবীদিগের রাজার নাম তোমর। বাসিষ্ঠ

বংশের কোন রাজা ছিল না। লেচ্ছবি-রাজ তোমর দৈব-বাণী শ্রবণের পর বহুযত্নে রাজগৃহ হইতে বুদ্ধদেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসারও ভগবান্ বুদ্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন।

মহাবস্তুগ্রন্থে লিখিত আছে, রাজগৃহ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ ছিল, তাহা উত্তমরূপে সিক্ত, পরিমার্জ্জিত ও সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং দুই ক্রোশ অন্তর এক একটি মণ্ডপ-সংবিধান অর্থাৎ পটমণ্ডপ বা বাসোপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বৈশালী দেশের লেচ্ছবীরাও বৈশালী হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত ঐরূপ সংবিধান করিয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ গঙ্গাতীর্থে গমনপূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলেন। নৌকার দ্বারা গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে এক দিন বাস করিলেন। অনন্তর লেচ্ছবি ও বাসিষ্টগণে পরিবৃত হইয়া বৈশালী-দেশে গমন করিলেন*। বুদ্ধের আগমনে বৈশালী

---

* রাজগৃহের উত্তরে পাটনার নীচে গঙ্গানদী। সেই গঙ্গার পশ্চিম পারে অন্যূন ৬।৭ ক্রোশ দূরে বৈশালী নগর ছিল, ইহা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে অনুমিত হয়। মহাবস্তু গ্রন্থের ছত্রবস্তু প্রকরণের আরম্ভে লিখিত আছে, "অথ ভগবান্ অনন্নুপূর্ব্বেণ বৈশালীমনুপ্রাপ্তঃ।" অনন্তর ভগবান পূর্ব্বদিকের বিপরীত দিক্ আভিমুখ্যক্রমে গমন করিয়া বৈশালীদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া অনুমান হয়, বৈশালীনগর রাজগৃহ হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত ছিল।

দেশ সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব হইল এবং মরকভয়ও বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন এবং মহাবস্তুগ্রন্থেও লিখিত আছে, বুদ্ধদেব বৈশালী গমন করিয়া মরকভয় নিবারণার্থ স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, পূর্ব্বে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল লোকেরই স্বস্ত্যয়ন-কার্য্যে বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধদেব বৈশালী গমন করিয়া মরক-ভয় নিবারণার্থ যে স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের গোচরার্থ আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"भगवान् दानि वैशालीये साभ्यन्तर बाहिराये स्वस्त्ययनं करोति। स्वस्त्ययन गाथां भाषति।

नमोस्तु वुद्धाय नमोस्तु बोधये
नमो विमुक्ताय नमो विमुक्तये।
नमोस्तु ज्ञानस्य नमोस्तु ज्ञानिनो
लोकाग्र श्रेष्ठाय नमो करोथ॥

यानीह भूतानि समागतानि
भुम्यानि वा यानि व अन्तरीक्षे।
सर्व्वानि वा आत्तमनानि भुत्वा
शृण्वन्तु स्वस्त्ययनं जिनेन भाषितम्!

इमस्मिं वा लोके परस्मिं वा पुनः
स्वर्गेषु वायं रतनं प्रणीतं।

न तं समं अस्ति तथागतेन
देवातिदेवेन नरोत्तमेन ॥

इमं पि बुद्धे रतनं प्रणीतं
एतेन सत्येन सु स्वस्ति भोतु
मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा

* * *

यं बुद्धश्रेष्ठो परिवर्णयं शुचिं
यमाहु आनन्तरियं समाधिं।
समाधिनो तस्य समो न विद्यते

* * *

'इदं पि धर्म्मे रतनं प्रणीतं'
एतेन सत्येन सु स्वस्ति भोतु।
मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा

* * * *

ইত্যাদি।*

লিখিত আছে, ভগবান এই স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিলে বৈশালীদেশের সমস্ত উপদ্রব শান্ত হইয়াছিল। তথায় তিনি কতিপয় অহ বাস করিয়া, পুনর্ব্বার মগধ দেশে আগমন করিয়াছিলেন।

---

* মহাবস্তু অবদান গ্রন্থের ছত্রবস্তু প্রকরণ দেখুন। এই ঘটনা অর্থাৎ বৈশালীগমন ও তদ্দেশের মরকনিবারণ যদিও শাক্যসিংহের বুদ্ধ হইবার পরে হইয়াছিল, পূর্ব্বে হয় নাই, তথাপি কোন এক উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য এতৎস্থলে প্রকটিত করা হইল। পরে আর এ অংশ লিখিত হইবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের রামপুত্র-রুদ্রকের নিকট গমন—শিষ্যলাভ—রাজ-গৃহত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন—কর্ত্তব্যচিন্তা—জ্ঞানসোপান—উরুবিল্লগমন—তাৎকালিক ধর্ম্মভাব বর্ণনা।

শাক্যসিংহ যখন মগধস্থ পাণ্ডবশৈলের গুহায় বাস করেন, সেই সময়ে রামপুত্র-রুদ্রক নামা জনৈক সংঘপতি পরিব্রাজক রাজগৃহ-নগরে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে সাত শত শিষ্য ছিল। রুদ্রক সাত শত শিষ্যের নেতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। শাক্যসিংহ শুনিলেন, রুদ্রক নামা জনৈক বহুমানাস্পদ পণ্ডিত ও পূজিত আচার্য্য রাজগৃহ নগরে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং তিনি সপ্ত শত শিষ্যের জ্ঞানগুরু। একদা রুদ্রকের সহিত শাক্যমুনির সাক্ষাৎ ঘটনা হইলে শাক্যমুনি মনে করিলেন, "অহমস্যান্তিকমুপসংক্রম্য ব্রততপমারভেয়ম্।" আমি ইহাঁর নিকটে থাকিয়া ব্রত তপ ও সমাধি প্রভৃতি করিব। অনুমান হয়, ইনি আমা অপেক্ষা বিশিষ্টজ্ঞানী নহেন; তথাপি আমি ইহাঁর শিষ্য হইয়া ইহাঁর জ্ঞান ও সমাধি প্রত্যক্ষ করিব। এতদ্বিজ্ঞাত সংস্কৃত-সমাধির অসারতা প্রদর্শন করিব। এবং নিজ সমাধির গুণবিশেষ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিব *।

---

* "রুদ্রকস্য রামপুত্রস্য সকাশ মুপ সংক্রম্যাত্মসমাধি গুণ বিশেষোদ্ভাবনার্থং শিষ্যত্ব মভ্যুপগম্য সংস্কৃতসমাধীনাং অসারতামুপদর্শয়েয়ম্।"
ইত্যাদি ললিতবিস্তর ১৭ অধ্যায় দেখ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ শাক্যসিংহ পরিব্রাজকাচার্য্য রাম-পুত্র রুদ্রকের শিষ্য হইলেন।

একদা শাক্যসিংহ রুদ্রককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উপদেষ্টা কে? এবং আপনি কিরূপ ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন?"

রুদ্রক বলিলেন, "আমি স্বয়ংশিক্ষিত ও স্বয়ংজ্ঞাত।"

শাক্যমুনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপ ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন?"

রুদ্রক বলিলেন, "নৈবসংজ্ঞান" ও "অসংজ্ঞায়তন" "নামক সমাধির উপায় জ্ঞাত আছি।"

শাক্যমুনি বলিলেন, "আমি তাহা আপনার নিকট লাভ করিতে ইচ্ছুক।"

রুদ্রক বলিলেন, "তাহাই হউক, তাহাই লাভ কর।"

অনন্তর শাক্যমুনি রুদ্রকের নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া কোন এক নির্জন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হই-লেন। পূর্ব্বোপার্জিত পুণ্যবিশেষের বলে, তপশ্চরণের প্রভাবে, ব্রহ্মচর্য্য সহকৃত প্রণিধান সহস্রের ফলে, শত শত প্রকারে সমাধি তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া রুদ্রকের সমাধি বিনা উপদেশে আপনা আপনি জ্ঞাত হইতে পারিলেন। এক দিন রুদ্রকের অভিমুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ঐ দুই সমাধির পরে আর কোন জ্ঞাতব্য আছে কি না।" শুনিয়া রুদ্রক বলিলেন, "নাই।"

বোধিসত্ত্ব মনে মনে চিন্তা করিলেন, "রুদ্রকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অতিতুচ্ছ—অতি অকিঞ্চিৎকর। রুদ্রকের জ্ঞেয়-পথে নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, সম্বোধ ও নির্ব্বাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব "অলং মমানেন" ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানপ্রবীর শাক্যসিংহ সেই সশিষ্য রুদ্রক রামপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিলেন।

শাক্যসিংহ রুদ্রকের নিকট অধিক দিন থাকিলেন না, শিষ্যও হইলেন না, অথচ স্বল্পায়াসে রুদ্রকের বিদ্যা অধিগত করিয়া চলিয়া গেলেন, এই ব্যাপার দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচ জন প্রধান শিষ্য, পরস্পর বিচার করিল, চিন্তা করিল, "আমরা যাহার জন্য বহুকাল ব্রততপঃ করিতেছি, যত্ন করিতেছি, অথচ লাভ করিতে পারিতেছি না, গৌতম তাহা অতি স্বল্পদিনে ও সামান্য কষ্টে লাভ করিল, অথচ তাহা তাহার রুচিকর—তৃপ্তিকর হইল না। সে ইহা অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান অন্বেষণ করে। গৌতমের যেরূপ ক্ষমতা—তাহাতে বোধ হয় গৌতম শীঘ্রই লোকাতীত, সর্ব্বোত্তর পথ দেখিতে পাইবে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেষ্টা হইবে। যদি এখন হইতে গৌতমের শিষ্য হই, তাহা হইলে গৌতম অবশ্যই আমাদিগকে স্বীয়সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্ম উপদেশ করিবে।" অনন্তর সেই শিষ্যপঞ্চক পরস্পর ঐরূপ পরামর্শ করিয়া অবশেষে রুদ্রকের শিষ্যতা ত্যাগ করিয়া

গৌতম শাক্যসিংহের শিষ্যতা গ্রহণ করিল।* ভগবান্ শাক্যসিংহ এত দিন একাকী ভ্রমণ করিতেন, এক্ষণে তিনি শিষ্যপঞ্চকে পরিবৃত হইলেন। শিষ্যপঞ্চক লাভের পর তাঁহার রাজগৃহবাস ভাল লাগিল না সুতরাং তিনি মগধের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ নগরের পশ্চিম দক্ষিণ ৬ ক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ গয়া নামক স্থানে† অন্য এক দল সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহারা কোন এক পর্ব্বোৎসব উপলক্ষে বোধিসত্ত্বকে আহ্বান করিলে, বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে গয়া অতি সুরম্য স্থান ছিল (এখনও বটে); সুতরাং তিনি এক্ষণে রমণীয় গয়াবাস মনোনীত করিলেন।

মুক্তিপ্রার্থী শাক্যসিংহ সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন, কি উপায়ে তাঁহার মুক্তিলাভ হইবে। পাঁচ জন শিষ্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। তিনি শিষ্যসহ ধ্যানপরায়ণ ও ভিক্ষাব্রতী হইয়া রমণীয় গয়পর্ব্বতে বাস করিতেন।

---

* এই পাঁচ জন শাক্যসিংহের প্রথম শিষ্য—বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বের শিষ্য। ইঁহাদের নাম পরে ব্যক্ত হইবে।

† গয়া অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। বুদ্ধের সময়েও এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম পূর্ব্বে তত প্রসিদ্ধ ছিল না। মহাভারতে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে গয়ায় আসিয়া গয়-পর্ব্বতে বাস ও ফল্গুতীর্থে স্নানদানাদি করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপদের শ্রাদ্ধাদি করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বিষ্ণুপদ বুদ্ধের পরে প্রখ্যাত হইয়াছে।

এক দিন সহসা তাঁহার মনোমধ্যে এই জ্ঞান উদিত হইল যে, "যে সকল ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (সন্ন্যাসী) শরীরে ও মনে কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করিতে পারেন নাই, অথচ কামনার বিষয় সমূহের আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, নিবৃত্ত হইয়া আত্মা ও শরীর সম্পর্কীয় বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা কখনই মনুষ্যধর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যবিজ্ঞান-বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইবেন না। যেমন অগ্নি-প্রার্থী পুরুষ আর্দ্র কাষ্ঠ লইয়া আর্দ্র কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি পায় না, সেইরূপ, যাঁহারা কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করেন নাই, অথবা গমন করিয়াছেন, কিন্তু কামকে ও কামনার আনন্দাদিকে অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা মনুষ্য ধর্ম্মাতীত আর্য্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ লাভ করিতে পারেন না। যে অগ্নি চাহিবে—তাহাকে শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু আমি এখন কামনার বিষয় হইতে—অধিকার হইতে—শরীরে ও মনে দূরে অবস্থিতি করিতেছি—আনন্দাদি হইতেও নিবৃত্ত হইয়াছি—সুতরাং এক্ষণে আমি যদ্দ্বারা আত্মার পুনরাগমন হয়—পুনরুৎপত্তি হয়—যদ্দ্বারা শরীরে ক্লমাদি হয়—সেই বেদনা (জ্ঞান ও জ্ঞানসংস্কার) আমি নিরুদ্ধ করিতে বা বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। নিশ্চিত আমি ঐ মনুষ্যধর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যজ্ঞানবিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে পারক হইব।"

গয়াবিহারী তপস্বী বুদ্ধদেবের মনে বর্ণিতপ্রকার প্রতীতি দৃঢ়তর অঙ্কিত হইল। তখন তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যেমন ইন্দ্রিয়দিগকে ও চিত্তকে বিষয় হইতে ও আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, তেমনি, তদনুরূপ কঠোরনির্যাতন দ্বারা আত্মাকে, চিত্তকে ও শরীরকে কৃশদুর্ব্বল করিতেও হইবে। তাঁহার তখন এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, কৃচ্ছ্রসাধনে মনুষ্যের অনুত্তম অলৌকিক শক্তি জন্মে, তদ্বলে তাহার সম্পূর্ণরূপ আত্মদৃষ্টি প্রসূত হয়।

একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্ল গ্রামের নিকটে এক সুরম্য স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, স্বচ্ছসলিলা নৈরঞ্জনা অনল্পবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার অবতরণ স্থান (স্নানের ঘাট) অতি পরিপাটী। তীরদ্রুম সকল নিবিড় ও লতাকুঞ্জে শোভিত। ইহার অনতি-দূরে অনেকগুলি গোচরগ্রাম। যত দূর চক্ষু যায়—তত দূরই শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্র, দেখিলে শরীর মন শীতল হয়। * এই

* উরুবিল্ল। এক্ষণে ইহা উরাইল নামে পরিচিত। এই উরাইল বর্ত্তমান বুধগয়ার পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত দূরে অবস্থিত আছে। পূর্ব্বে ইহাকে উরুবিল্ল বলিত। উরুবিল্ল-নামক জনৈক সেনাপতি এই স্থানে বাস-করিত বলিয়া প্রথমে উরুবিল্ল সেনাপতি-গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়, তৎপরে কেবল মাত্র উরুবিল্ল নামে পরিচিত হয়। এখন ইহা উরাইল। "যেনোরুবিল্ল সেনাপতিগ্রামক স্তদনুসৃতস্তদনুপ্রাপ্তোঽভূৎ' ইত্যাদি ললিতবিস্তর দেখ।

সুরম্য স্থান দেখিয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্বের মন বড়ই প্রফুল্ল হইল এবং এই স্থানে থাকিয়া ধ্যান-ধারণা-সমাধিরূপ তপশ্চর্য্যা করা মনাস্থ করিলেন। আরও ভাবিলেন, এই ভূপ্রদেশ অত্যন্ত রমণীয়, এই স্থানে থাকিলেই মনের ও মনোবৃত্তির লয় সাধিত হইতে পারিবে। আর আমার অন্য প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ইহাই আমার অনুরূপ ও যথেষ্ট। এইরূপ চিন্তার পর তিনি শিষ্যসহ তপস্যার্থ এই মনোরম্য স্থান গ্রহণ করিলেন।

প্রথম দিনে তিনি আপনার উদ্দেশ্য, আপনার প্রথম কর্ত্তব্য, জগতের অবস্থা, তাৎকালিক লোকের জ্ঞানধর্ম্মাদির প্রণালী, পর্য্যালোচনা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি পূর্ণপাপ-কালে * জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কালের লোকের মোহ বা মিথ্যাদৃষ্টিবশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা বৃথা শুদ্ধি ইচ্ছা করিতেছে। যথার্থ বস্তু কি? শুদ্ধি কি? পথ কি? যথার্থ তপস্যা কি? তাহা জানিতেছে না। তদ্‌যথা—কেহ মন্ত্র-

---

নৈরঞ্জনা—ইহা ফল্গুনদীর একটা শাখা। গোচরগ্রাম—গোপপল্লী। গোয়ালেরা প্রভৃত তৃণপত্রাদিযুক্ত স্থানেই বাস করে।

* পূর্ণপাপকাল অর্থাৎ কলিকাল। "পঞ্চকষায়কালেহহমিহ জম্বুদ্বীপে হবতীর্ণঃ।" এই ললিতবিস্তরের লিখিত বুদ্ধবাক্যটীর অর্থ "আমি কলি-কালে জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি।" বুদ্ধদেব জানিতেন, আমি কলিকালে জন্মিয়াছি এবং এই কাল পাপকাল।" বুদ্ধদেবের এই জ্ঞানে বিশেষ রহস্য আছে।

বিচার, কেহ মন্ত্রবর্জন, কেহ মৎস্যমাংস ত্যাগ, কেহ বার্ষিক ব্রত, কেহ মাসিকব্রত, কেহ সুরাপানত্যাগ, কেহ ফলপত্র-ভক্ষণ, কেহ অযাচিতান্ন ভক্ষণ, কেহ ভিক্ষান্নভোজন, কেহ শাকভোজন, কেহ কুশপত্রশায়ী, কেহ পঞ্চগব্যপায়ী, কেহ গার্হস্থ্য, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ গোব্রত, কেহ মৌন, কেহ বীরাসনাদি, কেহ একাহার, কেহ নিরাহার, কেহ ২।৩।৪।৫।৬ দিন অন্তরে ভোজন, কেহ দ্বাদশাহসাধ্য ব্রত, কেহ পঞ্চদশাহ-ব্রত, কেহ চান্দ্রায়ণ, কেহ পক্ষিপক্ষধারণ, কেহ মুজ্‌নামক তৃণের আসন, কেহ কুশাসন, কেহ বল্কলাসন, কেহ কম্বলাসন, কেহ মৃগচর্ম্মাসন, কেহ আর্দ্রবস্ত্র, কেহ কৌপীনবস্ত্র, কেহ ভস্মশয়ন, কেহ স্থণ্ডিলশয়ন, কেহ প্রস্তরশয়ন, কেহ চর্ম্মশয্যাশয়ন, কেহ একবস্ত্র, কেহ দ্বিবস্ত্র, কেহ নগ্ন, কেহ তীর্থস্থান, কেহ পুণ্যস্থান, কেহ কেশধারণ, কেহ জটাধারণ, কেহ ধূলিম্রক্ষণ, কেহ ভস্ম-ম্রক্ষণ, কেহ মৃত্তিকালেপন, কেহ রোমধারণ, কেহ মুজ্‌নামক তৃণের মেখলা ধারণ, কেহ হস্তে করঙ্ক ধারণ, ত্রিদণ্ডধারণ, কপালপাত্রধারণ, খট্টাঙ্গধারণ, প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধি হয়—পাপ-ক্ষয় হয়—মনে করিতেছে। কেহ ধূমপান, অগ্নিসেবা, সূর্য্যনিরী-ক্ষণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে। কেহ বা পঞ্চতপা, কেহ এক-পদে, কেহ উর্দ্ধপদ, কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়া তপঃসঞ্চয় করিতেছে। তুষাগ্নিমরণ, কুম্ভকদ্বারা মরণ, ভৃগুপতন, অগ্নি প্রবেশ, জলপ্রবেশ, অনশনমরণ ও তীর্থমরণের দ্বারা অভীষ্টলাভ অন্বেষণ করি-

তেছে। কেহ প্রণবজপের দ্বারা, কেহ বষট্কারের অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা, কেহ স্বধার দ্বারা অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দ্বারা, কেহ বা স্বাহাকারের অর্থাৎ হোমের দ্বারা নিষ্পাপ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ প্রার্থনা, স্তুতি, নমস্কার, দেবতর্চন, মন্ত্রজপ, অধ্যয়ন ও নির্ম্মাল্যাদিধারণে পবিত্র হইবার ইচ্ছা করিতেছে। অনেক লোকেই অহং-পবিত্র-ভ্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী, কুমার কার্ত্তিকেয়, মাতৃগণ, কাত্যায়নী, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ, বাসব, অশ্বিনীকুমার, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, গরুড়, কিন্নর, মহাসর্প, রাক্ষস, প্রেত, ভূত, পিশাচ প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে এবং ঐ সকলকে সার বিবেচনা করিতেছে।

পুণ্যলাভ প্রত্যাশায় অনেক লোকেই গিরি, নদী, উৎস, সরোবর, হ্রদ, তড়াগ, সাগর. পল্বল, পুষ্করিণী, কূপ, চত্বর প্রভৃতি স্থানের আশ্রয় লইতেছে এবং ত্রিশূল প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে। দধি, ঘৃত, সর্ষপ, যব, দূর্ব্বা, মণি, কনক ও রজত প্রভৃতির দ্বারা মঙ্গল হয়, বিবেচনা করিতেছে। এই উৎকট সময়ে প্রত্যেক অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব সংসারভয়ে ভীত হইয়া তৎপরিত্রাণার্থ ঐরূপ ঐরূপ ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় লইতেছে; কিন্তু হায়! ঐ সকল হইতে যে সংসারভয় নিবারিত হয় না—তাহা তাহারা একবারও মনে করিতেছে না।

কেহ মনে করিতেছে, পুত্রের দ্বারাই আমাদের স্বর্গ ও অপবর্গ হইবে। সমস্ত জীবলোক এবম্প্রকার মিথ্যাপথে গমন

করতঃ অশরণে শরণ, অমঙ্গলে মঙ্গল ও অশুদ্ধে শুদ্ধ জ্ঞান করিয়া নষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ইহাদিগকে প্রকৃত পথ কি? প্রকৃত মঙ্গল কি? প্রকৃত শুদ্ধতা কি? তাহা জানাইব। যথার্থ ব্রত-তপস্যা কিরূপ? তাহা আমি শিখাইব, ধ্যান কি তাহাও শিখাইব, ধর্ম্মবিনাশপূর্ব্বক ভববন্ধন-নাশক যথার্থ যোগ কি? তাহাও দেখাইব।*

এইরূপ চিন্তার পর লোকহিতপ্রার্থী ভগবান্ শাক্যসিংহ সেই নির্ম্মলসলিলা নৈরঞ্জনার তীরবনে সুদুশ্চর ষাড়্বার্ষিক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহার সেই পাঁচ জন শিষ্য তাঁহার দেহরক্ষার্থ যত্নতৎপর থাকিল।

---

* এই অনুবাদিত বুদ্ধবাক্য পাঠ করিয়া দেখুন, বুদ্ধদেবের সময় এদেশে কিরূপ ধর্ম্মভাব ও কিরূপ ধার্ম্মিক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই বুদ্ধ বাক্য পাঠে জানা যায়, তৎকালে এদেশে সমুদায় বৈদিক ধর্ম্ম, স্মার্ত্তধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম বিদ্যমান ও প্রচলিত ছিল। কেবল মাত্র আধুনিক তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান ছিল না। তৎকালে তন্ত্রশাস্ত্র অধিক প্রচারিত থাকিলে অবশ্যই তাহার কোন না কোন অংশ ঐ সকল বাক্যের সহিত সংকলিত হইত। এই বুদ্ধবাক্য দেখিয়া অনুমিত হয়, বর্ত্তমান তন্ত্রশাস্ত্র বুদ্ধের পরে এবং স্মৃতি ও পুরাণ, বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। দু একটী কথা যাহা আছে, তাহা পৌরাণিক অর্থাৎ পুরাণাদিতেও আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের তপস্যা—বোধিমূলে গমন—ধ্যানযোগ—মারবিজয়—
নির্বাণ লাভ—ধর্ম্মপ্রচার-চিন্তা—আহার-গ্রহণ।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনানদীতীরে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত উৎকটতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং অবিচ্ছেদে ৬ বৎসর তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াও তিনি নির্ব্বাণ বা স্বাভিমত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে বোধি-দ্রুম-তলে গমন পূর্ব্বক ধ্যানের অভিনব পথ উদ্ভাবন করতঃ কেবল ও বিশুদ্ধ নির্ব্বাণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যেরূপ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, সেরূপ উৎকট তপস্যা কেহ কখন করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বৌদ্ধেরা বলে, যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে এবং যাহারা আস্ফানক-ধ্যান করিতে সমর্থ, তাহারাই কেবল তাদৃশ দুশ্চর তপস্যা করিতে পারে, অন্যে পারে না। (আস্ফানক ধ্যান কি তাহা পরে ব্যক্ত হইবে)

বুদ্ধদেব শিষ্যগণের নিকট বলিয়াছিলেন—"শিষ্যগণ! আমি ইহলোকে অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রকারগণের দর্পবিঘাতের জন্য, পরপ্রবাদীদিগকে নিগ্রহ করিবার জন্য,

কর্ম্মক্রিয়াপরিত্যাগীদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, পুণ্য উদ্ভাবনের জন্য, জ্ঞানবল লাভের জন্য, বুদ্ধজ্ঞানসাক্ষাৎকারের জন্য, ধ্যানের অঙ্গবিভাগ স্থির করিবার জন্য, চিত্তের স্থিরতা ও মনের প্রভূত বল উৎপাদনের জন্য, তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলাম*।" বুদ্ধের এই কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধ-দেব তপস্যাকে সফল বলিয়া জানিতেন বা মনে করিতেন, এবং তপস্যা করিলে যে ঐ সকল ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

হিন্দুদিগের পুরাণাদি-শাস্ত্রে ঋষিমুনিদিগের যেরূপ দুশ্চর তপস্যাপ্রণালী শুনা যায়, শাক্যসিংহের তপস্যাপ্রণালীও প্রায় সেইরূপ। পরন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত পূর্ব্বমুনিদিগের উদ্দে-শ্যের একরূপতা ছিল কি না সন্দেহ। শাক্যসিংহের তপস্যা আর পূর্ব্বমুনিগণের তপস্যা উদ্দেশ্যবিষয়ে প্রভেদ থাকাতেই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু বাহিক অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র বিভিন্নতা দেখা যায় না।

শাক্যসিংহের তপস্যা কিরূপ? তিনি কি প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণিত হইতেছে। তদ্ যথা—

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাক্যসিংহ বুদ্ধসংকল্পধারণ ও প্রবল উৎসাহ

---

* ললিতবিস্তরের ১৭ অধ্যায় দেখ।

আহরণ পূর্ব্বক নৈরঞ্জনাতীরে তৃণময় ভূমিতে যোগাসন ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রবলবল চিত্তের দ্বারা স্বকীয় শরীর নিগৃহীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন *। যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক নিষ্পীড়িত করে, ভগবান্ শাক্যসিংহ তদ্রূপ ইচ্ছাবেগসমুদ্দীপিত প্রবলবল চিত্তের দ্বারা শরীরকে নিষ্পীড়িত বা নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। শরীর-ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই নিষ্পীড়িত হইতে লাগিল, নিরুদ্ধ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্মনিস্রাব হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতকাল, বিশেষতঃ রাত্রি, তাহাতে আবার নিরাচ্ছাদিত নদীতীর,—তথাপি তাঁহার দেহে ঘর্ম্মস্রোত বহিল †।

নিগ্রহযোগ আয়ত্ত হইলে শাক্যসিংহ ভাবিলেন, এখন আমি আস্ফানক ধ্যান করিব। কুম্ভকযোগে মনোবৃত্তির লয় করার অথবা বাহ্যচৈতন্য লুপ্ত করার নাম আস্ফানক ধ্যান। এই ধ্যানের কোনরূপ অবলম্বন নাই; সুতরাং ইহা নিরালম্ব-ধ্যান। শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনোবৃত্তির অনুত্থান করতঃ

---

* অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

† আমাদের যোগশাস্ত্রে যাহাকে শম-দম-সাধন বলে, বৌদ্ধেরা তাহাকে শরীরনিগ্রহ বলে। শাক্যসিংহ কয়েক মাস ব্যাপিয়া এই নিগ্রহ সাধন করিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিলেন।

এই ধ্যান নিষ্পন্ন করিতে হয়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, "আশ্বাসপ্রশ্বাসানুপরোধয়তি—সন্নিরোধয়তি। অকম্প্যং তদ্ধ্যানম্ অবিকম্প্যমনিঞ্জমনপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানিঃসৃতম্।" আস্ফানক-ধ্যানে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয়। এ ধ্যান নিষ্কম্প, নিশ্চল, নিষ্পন্দ, সর্ব্বানুগত ও সর্ব্বত্র অনিঃসৃত অর্থাৎ পূর্ণ। "আকাশসমং তদ্ধ্যানং তেন চোচ্যতে আস্ফানকমিতি।" এই আস্ফানক ধ্যান আকাশের ন্যায় অর্থাৎ আকাশের স্ফুরণ যদ্রূপ, ইহাতে চিত্তের অবস্থা তদ্রূপ *। অনন্তর আস্ফানক ধ্যান অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মুখ নাসিকার বায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইল। মুখনাসিকাপথ অবরুদ্ধ হইলে শরীরে কুম্ভবৎ পরিপূর্ণ বাহ্যবায়ু প্রবলবেগে মহাশব্দে কর্ণছিদ্র দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনি পুনরপি আস্ফানক ধ্যান অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ কুম্ভিত বায়ু যাহাতে কর্ণপথে না যায় তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেন। এই দ্বিতীয় আস্ফানক ধ্যানে তাঁহার মুখ, নাসিকা, শ্রোত্র, সমস্তই রুদ্ধ হইল। কুম্ভিত বায়ু তখন ঊর্দ্ধগামী হইয়া তাঁহার শিরঃকপালে গিয়া (মাথার খুলির অভ্যন্তর ভাগে গিয়া) আঘাত করিল। এই তৃতীয় উদ্‌ঘাত কালে তাঁহার কুণ্ডলী (চেতনা শক্তি) শিরঃকপালে অর্থাৎ চিত্তস্থানে (মস্তিষ্কে) গিয়া একীভূত

* আমাদের যোগ শাস্ত্রে ইহাকে কুম্ভক-সমাধি বলে।

বা বিলয়প্রাপ্ত হইল। এখন তিনি নিশ্চল, নিস্পন্দ *। বুদ্ধদেবের এই কুম্ভকসমাধি লিখিতে গিয়া আর্য্যযোগীর নিম্নলিখিত কথাটী মনে পড়িল।—

"यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये
शुद्धं वियत् सन्निभम्" इत्यादि।

এই সময়ে কোন দর্শক লোক তাঁহাকে মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলে, এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থেও লিখিত আছে, এই দিবসের অর্দ্ধরাত্রে বুদ্ধমাতা মায়াদেবী স্বর্গ হইতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তিনিও রোদন করিয়াছিলেন। তদ্ যথা—

"यदा जातोऽसि मे पुत्र ! वने लुम्बिनिसाह्वये।
सिंहवच्चागृहीत त्वं क्रान्तः सप्त पदान् स्वयम् ॥
दिशश्चालोक्य चतुरो वाचा ते वाहृता शुभा।
इयं मे पश्चिमा जातिः सा ते न परिपूरिता ॥
असितेनास्मि निर्दिष्टो बुद्धो लोके भविष्यति।
क्षुण्णं व्याकरणं तस्य न दृष्टा तेन नित्यता ॥

* "তদ্ যথাপি নাম ভিক্ষবঃ পুরুষঃ কুণ্ডয়া শক্ত্যা শিরঃ কপাল মুপহন্যাৎ।" ইত্যাদি। লং। কেহ কেহ কুণ্ডা শব্দের মৃৎপাত্র অর্থ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। "যেমন কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক মস্তকে কুণ্ডাঘাত করে, অবরুদ্ধ বায়ুও সেইরূপ আঘাত করিল।"

चक्रवर्त्तिंश्रियं पुत्त ! नापि भुक्ता मनोरमा ।
न च बोधिमनुप्राप्ता जातोऽसि निधनं वने ॥
पुत्तार्थं कं प्रपद्यामि कस्य क्रन्दामि दुःखिता ।
* * * * ॥

পুত্র! তুমি যখন লুম্বিনি-বনে জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি সিংহবিক্রমে সপ্ত পদ গমন করিয়াছিলে। চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলে, এই আমার শেষ জন্ম, আর আমি জন্ম-গ্রহণ করিব না। কিন্তু হায়! তোমার সে বাক্য সফল হইল না। অসিত মুনি বলিয়াছিলেন, তুমি বুদ্ধ হইবে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, সেই ঋষিবাক্য মিথ্যা হইল। পুত্র! তুমি মনোরম রাজশ্রী ভোগ করিলে না, বুদ্ধও হইলে না। বনে জন্মিয়াছিলে, এখন বনেই নিধনপ্রাপ্ত হইলে! এখন আমি পুত্র বলিয়া কাহার নিকট যাইব, কাহার নিকটেই বা কাঁদিব!

রোদনশব্দে বুদ্ধের যোগভঙ্গ হইল—নিমীলিতনেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন, এক দিব্যরূপা নারী রোদন করি-তেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"कौषातीव करुणं रुदते
प्रकीर्णकेशी च विवृत्तशोभा ।
पुत्तं हृतीव परिदेवयन्ती
विचेष्टमाना धरणीतलस्था ॥"

কে তুমি আলুলায়িতকেশে ও দুঃখে অশোভমানা হইয়া

অত্যন্ত করুণ বিলাপ করিতেছ? পুত্র পুত্র বলিয়া রোদন করিতেছ? আর ধুল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছ?

মায়াদেবী প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"मया तु दश मासान् वै कुक्षौ वज्रइव धृतः।
सा तेऽहं पुत्रका माता विलपामि सुदुःखिता॥"

পুত্র! আমি তোমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, আমি তোমার মাতা। অতি দুঃখে বিলাপ করিতেছি!

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দয়ার্দ্র হইলেন এবং আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন, "न भेतव्यम—अम्ब ते सफलं करिष्यामि।" ভয় নাই—আমি আপনার কষ্ট দূর করিব। অসিত মুনির বাক্য মিথ্যা হইবে না—নিশ্চিত আমি বুদ্ধ হইব।

"अपि शतधा वसुधा विकीर्यते
मेरुः प्लवे चाम्भसि रत्न शृङ्गः।
चन्द्रार्क तारागण भूपतेत
पृथग्जनी नैव अहं म्रियेऽहम्॥"

যদি পৃথিবী শতধা বিকীর্ণ হয়, সুমেরু পর্ব্বত জলে প্লবমান হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা ভূপতিত হয়, তথাপি আমি প্রাকৃত মানুষ্যের ন্যায় মরিব না।

আপনি শোক করিবেন না, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, শীঘ্রই দেখিবেন, আমি বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব দুঃখিনী জননীকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন, এবং মায়াদেবীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া অপ্সরোগণ সহ পুনর্ব্বার তুষিতপুরে গমন করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইল। একদা শাক্যসিংহের মনে হইল, ব্রাহ্মণগণ ও যতিগণ বলিয়া থাকেন, অল্পাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; অতএব আমিও অল্পাহার আশ্রয় করিব। অনন্তর তিনি কোন দিন একটী মাত্র কোলফল, একটী মাত্র তিল, কখন একটী তণ্ডুল কখন বা বারিমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অহরহ ও নিরন্তর আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, তথাপি ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না এবং আহার গ্রহণও করিলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহার মনে হইল, শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অনাহার দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন; অতএব আমিও অনাহার-ব্রত অবলম্বন করিব। পরে অনাহার-ব্রতেও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়ে তাঁহার শরীর এত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র কয়েক খানি শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার শরীরে পরিদৃশ্য হইত না এবং ঈদৃক্ অবস্থাতেও তিনি ধ্যানচ্যুত হন নাই।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভের প্রত্যাশায় ছয় বৎসর অল্পাশন ও অনশন

ব্রত অবলম্বন করিয়া নিয়তকাল অচলবৎ, স্থিরবৎ, স্থাণুবৎ ও নিষ্পন্দ জড়বৎ স্থিরভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন। শত শত শীত, বাত, আতপ, বর্ষা, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বজ্র,—তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি সে সমস্তে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হয় নাই। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একাসনে কালকর্ত্তন করিয়াছিলেন, একদিনও ভাল করিয়া জানু প্রসারণ করেন নাই। তাঁহার শরীর এত নির্ম্মাংস, কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, একগাছি তৃণ বা কার্পাসসূত্র তাঁহার নাসা দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া কর্ণ দিয়া বাহির করা যাইত এবং কর্ণ দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া মুখদিয়া বাহির করা যাইত। তাঁহার আকার এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশু-পিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কৌতুক করিত। তাদৃক্ কঠোর তপঃসাধনে তাঁহার কাঞ্চননিভ কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল। শরীরের রক্তমাংস শুকাইয়া গিয়াছিল। নয়ন কোটরমগ্ন, কণ্ঠা বহিরাগত, পঞ্জর দৃশ্যমান এবং মেরুদণ্ড উত্থিত হইয়াছিল। যখন ছয় বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না।

ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, রাজা শুদ্ধোদন চরপুরুষের দ্বারা শাক্যসিংহের এই তপোবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং তাঁহার পরিদর্শনার্থ লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এই সময়ে কামাধিপতি মার তাঁহাকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নিম্নলিখিত প্রকারে প্রলোভিত করিয়াছিল। যথা—

"শাক্যপুত্র! সমুত্তিষ্ঠ কায়খেদেন কিং তব।
জীবতো জীবিতং শ্রেয়ো জীবন্ ধর্ম্মং চরিষ্যসি॥
কৃশো বিবর্ণোদীনস্ত্বং অন্তিকে মরণং তব।
সহস্রভাগে মরণং এক ভাগে চ জীবিতম্॥
দুঃখোমার্গঃ প্রহাণস্য দুষ্করশ্চিত্তনিগ্রহঃ।
ইমাং বাচং বদা মারো বোধিসত্ত্বমথাব্রবীৎ॥"

জ্ঞানবীর শাক্যসিংহ কামের ঈদৃক্ প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ আহরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রমত্তবন্ধো, পাপীয়াং স্বেনার্থেন ত্বমাগতঃ।
অণুমাত্রং হি মে পুণ্যৈরর্থো মার! ন বিদ্যতে॥
অর্থো যেষান্তু পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি॥"

ইত্যাদি।

প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু অরে পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতেই আসিয়াছিস্। আমি পুণ্যপ্রার্থী নহি। যে পুণ্য কামনা করে, তাহাকে গিয়া তুই ঐ সকল কথা বল্। তুই আমার মরণের কথা বলিতেছিস্ কিন্তু আমি মরণ মানি না। কেন না, মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর্ কথা শুনিব

না, ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব। সমাহিত ব্যক্তির শরীর শুষ্ক হইলে মাংস শুষ্ক হয়, মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রজ্ঞা জন্মে, প্রজ্ঞা জন্মিলে শক্তিভাক্ উৎসাহ জন্মে, তদ্বলে তখন সমাধি প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। আমিও ঐরূপে তপস্যা করিব এবং সর্ব্বোত্তম বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব। *

এইরূপে তিনি কামকে পরাভূত করিলেন; কাম প্রতিগমন করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

"नायं मार्गोबोधिर्नायं मार्गो आयत्यां जातिजरामरणसम्भवानामस्तंगमाय।" আমি যাহা করিতেছি, ইহা (এই আস্ফানক ধ্যান) বোধ-লাভের পথ নহে সুতরাং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ-নিবারণের উপায়ও নহে। পরে এই ভাব মনে উঠিল যে, "यन्नूहं पितुरुद्याने जम्बुच्छायायां निषण्णो विविक्तं कामैर्विविक्तं पापकैरकुशलैर्धर्मैः सवितर्कं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं प्रथमं ध्यानं उपसम्पद्य यावत् चतुर्थध्यानमुपसम्पद्य व्यहार्षं स्यात् स मार्गो बोधेर्जातिजरामरणदुःखसमुदयानामसम्भवायास्तंगमाय।"

পূর্ব্বে আমি যে পিতার উদ্যানে জম্বু-বৃক্ষ-ছায়ায় উপবিষ্ট

---

* কোন এক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্র লক্ষ্য লাভ না হইলে মনের নানা প্রকার লক্ষ্যবিপর্য্যয়কারী আন্দোলিতাবস্থা জন্মে। কষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। সেই সকল আন্দোলনের নাম কাম বা সুখপ্রলোভন। শাক্যসিংহের মনে চকিতের ন্যায় ঐরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা বিক্রম দ্বারা দূরীকৃত করিয়াছিলেন।

হইয়া কামমুক্ত, পাপমুক্ত ও অকুশলধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া বিবেক-জাত সবিতর্ক ও সবিচার নামক প্রথম সমাধি করিতাম, পরে চতুর্থধ্যানে অর্থাৎ নির্বীজ সমাধিতে বিহার করিতাম, তাহাই বোধিলাভের, নির্ব্বাণজ্ঞান লাভের, ভবিষ্যৎ-জন্ম-জরা-মরণ-বিনাশের পথ বা উপায়। কিন্তু, সে পথ এরূপ দুর্ব্বল শরীরের গন্তব্য নহে, প্রাপ্যও নহে। এ শরীরে আমি বোধিদ্রুম-তলে যাইতে অক্ষম। এজন্য, এক্ষণে আমার ঔদরিক আহার দ্বারা অগ্রে বলসঞ্চার করা আবশ্যক। মনে মনে এই-রূপ বিচার করিয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিব। পরে প্রথম দিনে তিনি মুদ্গযূষ পান করিলেন, অনন্তর দিবসে কুল্মাষযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

তাঁহার সেই শিষ্যপঞ্চক শাক্যসিংহের তাদৃশ আহারতৎ-পরতা দেখিয়া ভাবিল, এই গৌতম ছয় বৎসর এত কঠোর তপস্যা করিয়াও মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারিল না। এক্ষণে এ ঔদরিক হইল। এখন আর এই ঔদরিকের নিকটে থাকিয়া ফল কি? এটা নিতান্তই বালক, সুখপ্রসক্ত ও কপট। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই শিষ্যপঞ্চক তাঁহাকে ত্যাগ পূর্ব্বক কাশীগমন করিল, এবং তত্রস্থ মৃগদায় ও ঋষিপত্তন নামক স্থানে গিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল।

উরুবিল্লের নিকটে নন্দিক নামে এক গ্রাম ছিল। সেই

গ্রামের অধিপতির একটী কন্যা ছিল। কন্যাটীর নাম সুজাতা। সুজাতা অতিশয় সাধ্বী, ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা। সাধু সন্ন্যাসী ও শ্রমণদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। এমন কি তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই সুজাতা, যে দিন শুনিয়াছিল, নৈরঞ্জনাতীরে এক জন পরম তপস্বী আসিয়াছেন, সেই হইতেই তিনি প্রতিদিন নিজ সখি-গণসহ এই নব সন্ন্যাসীর সেবা ও বন্দনা করিতে নৈরঞ্জনাতীরে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য কন্যা ও আসিত। শাক্য-সিংহ যখন কেবল মাত্র তিল, তণ্ডুল ও কোল ফল ভক্ষণ করিতেন, তখন এই সুজাতাই তাঁহাকে ঐ সকল উপস্থিত করিয়া দিত। এক্ষণে এই সুজাতাই আবার তাঁহাকে মুদ্গযূষ ও অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। সুজাতার প্রদত্ত অন্নভোজনে ক্রমে তাঁহার দেহে পূর্ব্ববৎ বলবর্ণাদি আগমন করিল। শরীরে বলসঞ্চার হইলে, তিনি আর সুজাতার আনীত ভক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, নিকটবর্ত্তী গোচর গ্রামে গিয়া অন্নভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আহারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন দেখিলেন, তাঁহার পরিধেয় কাষায় বসন ছয় বৎ-সরের বর্ষায় একবারে গলিত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বস্ত্র আহরণের ইচ্ছা জন্মিল। পূর্ব্বোক্ত সুজাতার রাধানাম্নী এক দাসী ছিল, সে মৃতা হওয়ায় তাহার বস্ত্রবেষ্টিত শবদেহ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত ছিল। শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া সেই শবস্পৃষ্ট

বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং পুষ্করিণীজলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিধান করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া শুভ-দিনে ও শুভক্ষণে নৈরঞ্জনাজলে অবগাহন পূর্ব্বক শুচি ও শীতল হইয়া বোধিজ্ঞান উপার্জ্জনের উদ্দেশে বোধিবৃক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিলেন *।

* ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বলিষ্ঠ হইলে নান্দকগ্রাম-পতিদুহিতা সুজাতা একদিন তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ ও স্বগৃহে আহ্বান করিয়াছিল এবং ভগবান্‌ও তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সুজাতার গৃহে একদিন ভোজন করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের বোধিবৃক্ষমূলে গমন—মার-বিজয়—ধ্যানযোগ
ও নির্ব্বাণ-জ্ঞান-লাভ।

"ইতি বোধিসত্ত্বো নদ্যাং নৈরঞ্জনায়াং
স্নাত্বাচ ভুক্ত্বা কায বল স্থাম' সঞ্জনয্য
য়েন ষোডশাকারসম্পন্নপৃথিবীপ্রদেশ
মহাবোধিদ্রুমরাজমূল' তেন প্রতস্থে।"
[ললিত বিং।

মহানুভাব শাক্যসিংহ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবার জন্য এবার অধিকতর দৃঢ় সংকল্প ধারণ করিলেন। স্বচ্ছজলা নৈরঞ্জনায় স্নান ও যথেপ্সিত ভোজন করায় তাঁহার শরীরে বল-সঞ্চার হইয়াছে, এখন তিনি সহজে বোধিবৃক্ষমূলে যাইতে সক্ষম। মহাপুরুষগণ যেরূপ পদবিক্ষেপে গমন করেন, জ্ঞানবীর শাক্যসিংহ আজ্ সেইরূপ পদবিক্ষেপ অবলম্বন করিয়া বোধিবৃক্ষমূলে গমন করিলেন।

নৈরঞ্জনাতীর হইতে এক ক্রোশ দূরে সেই বৃক্ষরাজ শাখা-বিস্তার করতঃ বিদ্যমান ছিল। এই এক ক্রোশ পথ তিনি মৃদুপদসঞ্চারে অতিক্রম করিলেন, তাহাতে অল্পমাত্র ক্লেশানুভব হইল না। কথিত আছে এবং বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ যখন বোধিবৃক্ষমূলে গমন করেন,

তখন তাঁহার শরীর হইতে এক অলৌকিক ও অদ্ভুত প্রভা নির্গত হইয়াছিল এবং সমস্ত জীবলোকের দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল।

বৃক্ষমূলে যাইবামাত্র তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এবার আমি কিসে বসিয়া, কোন আসনে বসিয়া, বুদ্ধজ্ঞান সাধন করিব? পরে স্থির করিলেন, এবার তৃণাসনে বসিয়া বুদ্ধজ্ঞান অনুসন্ধান করিব। অদূরে স্বস্তিক নামক জনৈক যাবসিক (ঘাস্থড়ে) ঘাস কাটিতেছিল, ভগবান্ শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং বিনয় মধুর বচনে বলিলেন, ভাই! যদি তুমি আমাকে কিছু ঘাস দাও তাহা হইলে আমার মহান্ উপকার হয়। স্বস্তিক মহাপুরুষের বাক্য অবহেলা করিল না, বাছিয়া বাছিয়া কোমল সুগন্ধ ও ময়ূরগ্রীবা সদৃশ সুদৃশ্য তৃণপুল প্রদান করিল তিনি তাহা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন এবং সে সকল স্বয়ং বহন করিয়া বৃক্ষমূলে আনয়ন করিলেন।

প্রথমে তিনি সাতবার বৃক্ষরাজকে প্রদক্ষিণ করিলেন, নমস্কার করিলেন, অনন্তর তন্মূলে সেই আহৃত তৃণের আসন প্রস্তুত করিলেন। তৃণের অগ্রভাগ মধ্যে, মূলভাগ বাহিরে, এতদ্রূপ ক্রমে আসন প্রস্তুত হইল। সেই আসনে যোগাসন কল্পনা করিয়া ভগবান্ শাক্যসিংহ পূর্ব্বাভিমুখে ও ঋজুকায়ে উপবিষ্ট হইলেন। নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল, প্রণিধান বল

আহৃত হইল, স্মৃতিবল উন্নীত হইল, মনোমধ্যে সংকল্প পরিপূরিত হইল, প্রতিজ্ঞা বাক্যে তাহা প্রকটিত হইল। প্রতিজ্ঞা বাক্যটী এই——

"इहासने शुष्यतु मे शरीरं
त्वगस्थिमांसं प्रलयञ्च यातु।
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर्लभां
नैवासनात् कायमितश्चलिष्यति ॥"

শরীর শুষ্কই হউক, আর ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্তই হউক, বহু কল্প দুর্লভ বুদ্ধজ্ঞান না পাওয়া পর্য্যন্ত যেন এ শরীর এ আসন হইতে বিচলিত না হয়।

মার বিজয়।

কথিত আছে এবং ললিত বিস্তর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গ্রন্থে লিখিত আছে, এই সময়ে ভগবানের সহিত মার-সেনার (কামসৈন্যের) ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ভগবান্ সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মার পূর্ব্বে ইহাকে বার বার ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবার ভুলান নহে, প্রলোভিত করা নহে; এবার যুদ্ধ। কাম এবার সসৈন্যে বদ্ধপরিকর হইয়া ভগবানকে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল এবং বিনাশ করিবার চেষ্টায় ছিদ্র খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে সে নিজেই পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, শঙ্কিনী, সিংহ,

ব্যাঘ্র, নাগ, যক্ষ, প্রভৃতির সদৃশ ভীষণ কামানুচর ও কামসৈন্য গণ ছিন্ন ভিন্ন মৃত ও পলায়নপরায়ণ হইল, কেহই তাঁহার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। *

ধ্যানযোগ ও নির্ব্বাণজ্ঞান লাভ।

সানুচর মার (কামাধিপতি) পরাজয় অন্তে তাঁহার চিত্ত কামবিমুক্ত হইল, সমস্ত অকুশলমূল উন্মূলিত হইল, এখন তিনি সবিতর্ক সবিচার নামক প্রথম ধ্যানে (সমাধি) নিবিষ্ট হইলেন। এই ধ্যান বিবেকপ্রভব ও প্রীতিসুখ প্রকাশক। অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশ বিশেষের উদ্দীপক বা উৎপাদক। যথা—

"सवितर्कं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं
प्रथमं ध्यानमुपसम्पद्य विहरति स्म।" †

[ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায়।

* কষ্টপ্রদ দুশ্চর তপস্যার দুই প্রকার প্রতিবন্ধক দেখা যায়। এক ভোগের প্রলোভন, ভোগ ছাড়িতে না পারা; দ্বিতীয় নানা প্রকার ভয়—দুঃখ ও মরণত্রাস প্রভৃতি। পূর্ব্বে ভোগস্পৃহা জয় করিয়াছিলেন, এবার মরণত্রাস প্রভৃতি জয় করিলেন। অহং মম জ্ঞানই কাম। এই কামই লোককে তপস্যা করিতে দেয় না। যদিও কেহ প্রলোভন পরিত্যাগে সমর্থ হয়, তথাপি ভয় ও মরণত্রাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। বুদ্ধদেব এবার তাহাও পরিত্যাগ করিলেন।

† বুদ্ধদেব কিরূপ ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় কোনও লেখক তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। অপিচ, মিথ্যা লোকপ্রবাদ

অনন্তর সবিতর্ক ও সবিচার সমাধির বলে অধ্যাত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইলে চিত্তের একোতিভাব অর্থাৎ একত্বপ্রযুক্ত নির্বিতর্ক ও নির্বিচার নামক দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত হইল *। এই অবস্থার পরেই প্রীতি বিরাগী ও উপেক্ষক হইলেন। যথা—

সবিতর্কসবিচারাণাং ব্যুপশমাদধ্যাত্মসম্প্রসাদাৎ
চেতস একোতিভাবাৎ অবিতর্কমবিচারং সমাধিজং
প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।”

[ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহার নিষ্প্রতীক নামক তৃতীয় ধ্যান বা সমাধির তৃতীয়াবস্থা উপস্থিত হইল। ক্রমে এই ধ্যান সুখ দুঃখাদি ও

রটিয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বাধীন পথে অর্থাৎ নিজ উদ্ভাবিত উপায়ে নির্ব্বাণ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বুদ্ধদেব কিছুমাত্র নিজে উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি যে-প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোক্ষতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও মুক্ত হইয়াছিলেন, সে-প্রণালী সমস্তই পাতঞ্জলসূত্রের প্রণালী। একথা কেন বলি ? তাহা এই প্রস্তাবেই ব্যক্ত হইবে।

* আত্মপ্রসাদ—চিত্তস্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশবাসনা লুপ্ত হওয়ার নাম আত্মপ্রসাদ। একোতিভাব—একত্বপ্রাপ্তি। যতক্ষণ চিত্তে বাসনা (জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার) থাকে ততক্ষণ তাহা এক নহে, অনেক। ক্লেশবাসনা নষ্ট হইলেই চিত্ত এক হয় অর্থাৎ চিত্তের স্বরূপসত্তা মাত্র থাকে, অন্য কিছু থাকে না। কাযেই এক হয়।

সুখদুঃখাদির সংস্কারশূন্য নির্বীজ নামক চতুর্থ ভূমিতে স্থিত হইল। যথা—

"স হপৈনকঃ স্মৃতিমান্ সুখবিহারী নিষ্প্রীতিকং তৃতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। স সুখস্য চ প্রহানাত্ দুঃখস্য চ প্রহানাত্ পূর্ব্বমেব চ সৌমনস্যদৌর্ম্মনস্যয়োরস্তংগমাত্ অদুঃখাসুখমুপেক্ষাস্মৃতিবিশুদ্ধং চতুর্থং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতিস্ম।"

[ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায়।

ধ্যানের এই চতুর্থ অবস্থা উৎপন্ন হইলে, আত্মসাক্ষাৎ দর্শন-গোচর হইলে, জীবের জীবত্বনাশ সুতরাং স্বরূপসাক্ষাৎকার হয় এবং নির্ব্বাণ বা মোক্ষপদ লব্ধ হয়। মহাযোগী শাক্যসিংহ এক্ষণে এই চতুর্থাবস্থা সাক্ষাৎকার করিয়া সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইলেন, কৃতার্থ হইলেন, এই স্থানেই তাঁহার প্রয়োজন শেষ হইল। এত দিন পরে তিনি পূর্ণমনোরথ হইলেন।

যাহাঁরা বলেন, শাক্যসিংহ হিন্দুদিগের যোগপ্রণালী লইয়া সিদ্ধ হন নাই, নিজ-উদ্ভাবিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; বিবেচনা হয়, তাঁহারা হিন্দুযোগ জ্ঞাত নহেন। কেন-না, পাতঞ্জল প্রভৃতি হিন্দুযোগ সম্মুখে রাখিয়া ললিতবিস্তর এবং মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, শাক্যসিংহের ধ্যান বা যোগ ও পতঞ্জলির প্রদর্শিত ধ্যান ও যোগ সংপূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে সমান।

শাক্যসিংহ এবার যে বোধিদ্রুমমূলে তৃণসংস্কৃত আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ আসন ও এ উপবেশন পাতঞ্জল মতের বহির্ভূত নহে *। শাক্যসিংহ যে প্রথমে সবিতর্ক সবিচার (সমাধি), পরে নির্ব্বিতর্ক নির্বিচার সমাধি, তৎপরে নিষ্প্রতীক ধ্যান বা সমাধি, তৎপরে সুখদুঃখাদিশূন্য ও স্মৃতি পরিহীন চতুর্থ সমাধি করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, এ ক্রম বা এ প্রণালী পাতঞ্জল শাস্ত্রেও উক্ত আছে। মহামুনি পতঞ্জলি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব ঠিক্ তাহাই করিয়াছিলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "অবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ" চিত্তের অশুদ্ধতা নষ্ট হইলে প্রথমে জ্ঞানশক্তি উদ্দীপিত হইবে, অনন্তর তাহা সেই সেই ধ্যানের বা সমাধির উপযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ চিত্তের কামাদি দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত না হইলে, কায়িক বাচিক মানসিক কর্ম্মসংস্কার নিঃশক্তি না হইলে, সে চিত্ত ভাব্যপদার্থে স্থিরলগ্ন হইতে পারে না। শাক্যমুনিও প্রথমে চিত্তকে কামাদিমুক্ত করিয়াছিলেন এবং অকুশল ধর্ম্ম সকল ক্ষীণ করিয়াছিলেন।

পতঞ্জলি উপদেশ করিয়াছেন, "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" অর্থাৎ যোগিগণের প্রথমে সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ

* যাঁহারা বুদ্ধের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা মিলাইয়া দেখিবেন, বুদ্ধদেব যোগশাস্ত্রোক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন।

ও সাস্মিতা নামক সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। শাক্যমুনিরও ঠিক্ তাহাই হইয়াছিল।*

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা" এবং "এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।" তাহারই পরে ভাব্যবস্তুর নামাদি বিস্মরণ হওয়ায়, চিত্তের তন্মাত্রাকারতা দৃঢ় হওয়ায়, নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাপত্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ শাক্যমুনিরও তাহাই হইয়াছিল। †

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।" "নির্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।" "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা" অর্থাৎ ঐ সকল সমাধি সবীজ অর্থাৎ সপ্রতীক। নির্বিচার সমাধি হইলে আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বপ্রতীক লুপ্ত হইয়া যায়; এই সময়ে ঋতম্ভরা নামক এক প্রকার প্রজ্ঞালোক উদিত হয়। এই ঘটনা ভগবান্ শাক্যমুনিরও হইয়াছিল।‡

---

* "সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখং প্রথমং ধ্যানং উপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। বিবেকজং ও প্রীতিসুখং এই দুই শব্দ পাতঞ্জলোক্ত সাস্মিতা ও সানন্দ শব্দের সমানার্থক। সবিতর্ক কি? সবিচার কি? এ সকল কুতূহল পাতঞ্জলানুবাদ দেখিলে বিনিবৃত্ত হইবে।

† আত্মপ্রসাদাৎ চেতস একোতিভাবাৎ অবিতর্কমবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমিত্যাদি। ল, বি, দেখ।

‡ উপেক্ষকঃ স্মৃতিমান্ সুখবিহারী নিষ্প্রীতিকং তৃতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। ল, বি দেখ।

ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন, "তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তি নিরোধাত্ নির্ব্বীজ: সমাধি:" অর্থাৎ তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতাঙ্গ সে বৃত্তি-টীও লুপ্ত হয়, সুতরাং তখন সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ হেতু প্রকৃত নির্বীজ বা নিষ্প্রতীক সমাধি জন্মে। চিত্ত তখন নিরালম্ব অর্থাৎ স্বরূপশূন্যের ন্যায় ও অভাব প্রাপ্তের ন্যায়, (না থাকার মত) হয়, তৎকারণে তখন সুখদুঃখ উপেক্ষা স্মৃতি সংস্কার সমস্তই তিরোহিত হয়। ইহাই সর্ব্বযোগের শেষ প্রান্ত, ইহাই যোগীর পরম প্রার্থনীয়। এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। মহাযোগী শাক্যসিংহ এক্ষণে এই চরমপ্রান্তে আসিয়াছেন, তাঁহার চিরসম্ভৃত আশা আজ্ এই প্রান্তে আসিয়া পূর্ণ হইয়াছে। *

পাঠকগণ এক্ষণে আপনারা পতঞ্জলির উপদেশ ও শাক্য-সিংহের সাধনপ্রণালী নিপুণ হইয়া বিচার করিয়া দেখুন, উভয় প্রণালী এক কি না। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তিনি কি ভাবিয়াছিলেন? অর্থাৎ আমি কি? দেহ কি? দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? সুখ দুঃখ কি? আমিত্বের সহিত ঐ সকল কেন উপস্থিত হয়? এই সকল ধ্যান করিয়াছিলেন? না অন্য কিছু ধ্যান করিয়াছিলেন?

† স সুখস্যচ প্রহানাত্ দুঃখস্যচ প্রহানাত্ পূর্ব্বমেবচ সৌমনস্য দৌর্ম-নস্যয়োরস্তংগমাত্ অদুখাসুখং ভবেচা স্মৃতি বিশুদ্ধং চতুর্থধ্যান মুপ-সম্পদ্য বিহরতি স্ম। ল, বি।

এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শাক্যসিংহের ব্যুত্থানকালের কথার দ্বারা জানা যায়। তিনি যে শিষ্যদিগের নিকট আপনার জ্ঞাতব্য সাক্ষাৎকারের উপায়, প্রণালী ও বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই বিবরণের দ্বারা তাঁহার মনে কি ছিল তাহা জানা যায়।

মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, যোগিদিগের ভাব্য দ্বিবিধ। এক ঈশ্বর, অপর তত্ত্ব। তত্ত্ব আবার দুই প্রকার। এক জড়-তত্ত্ব, অপর অজড়-তত্ত্ব অর্থাৎ চেতন-তত্ত্ব। চেতন ও আত্মা তুল্য কথা। ভূত, ভৌতিক, ইন্দ্রিয়, ইহাদের কার্য্যকারণভাব, এ সকল জড়তত্ত্ব মধ্যে গণ্য। এ সমস্তই যোগিদিগের ভাব্য অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়। এই সকলের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যোগীরা সমাধি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাযোগী শাক্যসিংহ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তত কষ্ট করেন নাই। তিনি চিজ্জড়ের সংযোগ বিনাশার্থ চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব ভাবিয়াছিলেন। এ কথা এই জন্য বলি, তিনি নির্ব্বাণ-জ্ঞান লাভের পর চিজ্জড়তত্ত্ব ভিন্ন ঈশ্বরের কথা কিছু মাত্র বলেন নাই। নিয়ম এই যে, যে যে-বিষয়ে সমাধিপ্রয়োগ করে, সে সেই বিষয়ই জানিতে পারে, জানিয়া কৃতার্থ হয়। অনন্তর সে শিষ্যকে তাহাই উপদেশ করে। অতএব, শাক্যসিংহ যখন কেবল মাত্র আত্মতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব জানিয়াছিলেন এবং শিষ্য-দিগকে কেবল তাহাই বলিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাই-তেছে, ঈশ্বরতত্ত্ব তাঁহার সমাধির ভাব্য বা আলম্বন ছিল না।

একমাত্র আত্মতত্বই তাঁহার সমাধির মুখ্য ভাব্য ছিল এবং শেষে তিনি তাহাতেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি কথিত প্রকার যোগের প্রভাবে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সে সমস্তই বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ললিত বিস্তরের বর্ণনা কিছু অধিক বিশদ ও বিস্তৃত; এ কারণ ললিত বিস্তর হইতে আমরা বুদ্ধ-জ্ঞানের ক্রম বা প্রণালী অনুবাদিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। অন্যান্য গ্রন্থের ক্রমও গ্রন্থশেষে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম বিভাগে বলা হইবে। অধিক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে পুনঃ প্রস্তাবিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

"एवं खलु भिक्षवो बोधिसत्त्वो रात्र्यां प्रथमे यामे
विद्यां साक्षात् करोति स्म तमोविहन्ति स्म-आलोकमुत्पादयति स्म।"

সমস্ত দিবস ধ্যানে অতিবাহিত হইলে রাত্রের প্রথমপ্রহরে ভগবানের জ্ঞানদর্শন হইল, অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইল, আলোক বিশেষ সাক্ষাৎকৃত হইল, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত জীবলোকের সুগতি দুর্গতির কারণ ও পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। *

"रात्र्यां मध्यमे यामे पूर्व्वनिवासानुस्मृतिज्ञानदर्शनविद्यासाक्षात्

* আমাদের পাতঞ্জল যোগেও লেখা আছে, "तज्जयात् प्रज्ञालोकः" সম্প্রজ্ঞাত-সংযম বিজিত হইলে, বশীভূত হইলে, জ্ঞাতব্যপ্রবিবেক কারক আলোক বা প্রকাশ বিশেষ জন্মে। তদ্দ্বারা যোগী সংসারগতি জানিতে পারেন।

ক্রিয়ায়ৈ চিত্তমভিনির্হরতিস্ম নির্নাময়তি স্ম। স আত্মনঃ পরসত্ত্বানাঞ্চ অনেকবিধপূর্ব্বনিবাসাননুস্মরতিস্ম।"

অনন্তর তিনি রাত্রের মধ্যম প্রহরে আপনার ও অন্যান্য জীবের পূর্ব্ব জন্ম দেখিবার জন্য, জানিবার জন্য, চিত্ত-প্রয়োগ বা সংযম করিলেন। করিবামাত্র তিনি আপনার ও অন্যান্য প্রাণীর অসংখ্য প্রকার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।*

"রাত্র্যাং পশ্চিমে যামে অরুণোপঘাটনকালসময়ে নন্দীমুখ্যাং রাত্রৌ দুঃখসমুদয়াস্তংগতায় আস্রবক্ষয়দর্শনবিদ্যা সাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ চিত্তমভিনির্হরতিস্ম নির্নাময়তিস্ম।" †

অনন্তর তিনি রাত্রির শেষ প্রহরে নন্দী মুখী রাত্রিতে (প্রত্যূষ সময়ের কিছু পূর্ব্বে) সর্ব্বদুঃখ বিনাশের জন্য, আশ্রব ক্ষয়কারী জ্ঞানের সাক্ষাৎকার জন্য, চিত্তকে তদভিমুখী করিলেন, নির্নামিত করিলেন। অর্থাৎ প্রত্যক্প্রবণ করিলেন।

---

* আমাদের পাতঞ্জলেও "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" প্রভৃতি সিদ্ধির কথা আছে। পাতঞ্জল শাস্ত্র উত্তমরূপ আলোচিত হইলে বুদ্ধ যোগের সহিত পাতঞ্জলযোগের অত্যল্প প্রভেদও দৃষ্ট হইবে না।

† বুদ্ধের এই সংযম, এই জ্ঞানপ্রবাহ, আমাদের পাতঞ্জল মতে বিবেক খ্যাতির অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিবার পূর্ব্বাঙ্গ। ইহার পাতঞ্জলোক্ত নাম তারক-জ্ঞান। পতঞ্জলি মুনি স্বকৃত গ্রন্থের বিভূতিপাদের চৌত্রিশ সূত্রে ও ছত্রিশ সূত্রে তারক-জ্ঞানের স্বরূপ ও ফল বর্ণন করিয়াছেন, দৃষ্ট করিবেন।

অনন্তর দুঃখ মূল কি? তাহা জানিবার জন্য প্রণিধান করিলেন। সেই মূহূর্ত্তেই দেখিতে পাইলেন,—

কচ্ছ্রীবতায়ং লোকে উত্পন্নো যদুত জীবতে (জীয়তে) ম্রিয়তে চ্যবতে উপপদ্যতে অথচ পুনরস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিঃসরণং ন জানাতি। জরাব্যাধি মরণাদিকস্যান্তঃক্রিয়া ন প্রজনায়তে—।”

অনবরত কষ্ট সংসারস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অনবরত লোকসকল জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে, বাঁচিতেছে, মরিতেছে, চ্যুত হইতেছে; কিন্তু এই মহান্ দুঃখ স্কন্ধ হইতে নিঃসৃত হইবার পথ জানিতেছে না বা পাইতেছে না! জরাব্যাধিমরণাদির অন্তঃক্রিয়া (নাশক কার্য্য বা উপায়) জানিতেছে না! অনন্তর প্রণিধান করিলেন, “কস্মিন্ সতি জরামরণং ভবতি? কিংপ্রত্যয়শ্চ পুনর্জরা মরণম?” কি থাকাতে জরামরণাদি হয়? জরামরণাদির মূল কি? কারণ কি?

প্রণিধান মাত্র প্রতিভাত হইল, “জাত্যাং সত্যাং জরামরণং ভবতি জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণম।”—জাতি থাকাতেই জরা মরণ হইতেছে, সুতরাং জাতিই জরামরণাদির কারণ। (জাতি=জন্ম বা শরীরোৎপত্তি)। অনন্তর কি থাকাতে জাতি, জন্ম বা শরীর হইতেছে? জাতির মূল কারণ কি? এতদ্রূপ তৃতীয় প্রণিধানে জানিতে পারিলেন, “ভবে সতি জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া চ পুনর্জাতিঃ।” ভব থাকাতেই জাতি বা জন্ম হয়, সুতরাং ভবই জাতির বা জন্মের কারণ। (ভব=কর্ম্মমূলক ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাবনা;

প্রভব সংস্কার) অনন্তর ভবের মূল জানিবার জন্য চতুর্থ প্রণিধান আহরণ করিলেন। তাহাতে দেখিতে পাইলেন, "উপাদানে সতি ভবো ভবত্যুপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ।" উপাদান থাকাতেই জীবের ভব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, তৎকারণে উপাদানই ভবের মূল। (উপাদান = কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপার বা চেষ্টা)। কি থাকাতে উপাদান হইতেছে? উপাদানের মূল কি? এ তত্ত্বও তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, "তৃষ্ণায়াং সত্যাং উপাদানং ভবতি তৃষ্ণাপ্রত্যয়ং হ্যুপাদানম্।" তৃষ্ণা থাকাতেই উপাদান অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা জন্মিতেছে। অতএব, তৃষ্ণাই উপাদানের কারণ। (তৃষ্ণা = মানসস্পৃহা। অথবা সুখস্পৃহা)। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা জন্মিল, তৃষ্ণার মূল কি? তৃষ্ণা কেন হয়? তৃষ্ণোৎপত্তির বীজ কি? অমনি প্রতিভাত হইল, "বেদনায়াং সত্যাং তৃষ্ণা ভবতি বেদনাপ্রত্যয়া হি তৃষ্ণা।" বেদনা থাকাতেই তৃষ্ণা জন্মিতেছে; সুতরাং বেদনাই তৃষ্ণার বীজ। (বেদনা = অনুকূল-প্রতিকূল অনুভব অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির বোধ)।

বেদনা কিং-মূলক? কেন বেদনা জন্মে? প্রণিধানমাত্র দেখিতে পাইলেন, "স্পর্শে সতি বেদনা ভবতি স্পর্শপ্রত্যয়া হি বেদনা।" স্পর্শ থাকাতেই বেদনা জন্মিতেছে, সুতরাং স্পর্শই বেদনার এক-মাত্র কারণ। (স্পর্শ = নাম, রূপ, ইন্দ্রিয়,—এই তিনের সমাহার বা সংযোগ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যে নামরূপাদির

আকার বা স্বরূপ প্রকাশ করে, সেই প্রকাশক্রিয়াই বৌদ্ধ মতের স্পর্শ)।

স্পর্শের কারণ কি? কি থাকাতে ঐরূপ স্পর্শ হইতেছে? তাহাও তিনি সেই সমাধিবলে জানিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, "ষড়ায়তনে সতি স্পর্শ ভবতি ষড়ায়তনপ্রত্যয়ো হি পুনঃ স্পর্শঃ।" অর্থাৎ ষড়ায়তন আছে বলিয়াই তদেকদেশে স্পর্শ আছে; সুতরাং ষড়ায়তনই স্পর্শের হেতু। (ষড়ায়তন = নামরূপসম্মিশ্রিত ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণত ভৌতিক কায়ার অন্তর্গত ইন্দ্রিয়)।

কি থাকাতে ষড়ায়তন জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে? ষড়ায়তনের বীজ কি? তাঁহার সমাধিপ্রজ্ঞা এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। তিনি দিব্য জ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, "নাম নামরূপে সতি ষড়ায়তনং নামরূপপ্রত্যয়ং হি ষড়ায়তনম্।"—নামরূপ থাকাতেই ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়। (নামরূপ = সূক্ষ্ম বা পরমাণু নামক ক্ষিতি জল বায়ু ও তেজ। এই সকলই রূপ ও বস্তু-আকারে পরিণত হয়)।

অবশেষে দেখিলেন, প্রোক্ত নামরূপের মূল কারণ বিজ্ঞান। একমাত্র বিজ্ঞানই নামরূপ নির্ব্বাহ করিতেছে। (অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সকলের উৎপাদক পৃথক্ নহে, সত্যও নহে, এক-বিজ্ঞানই বিবিধ আকারে প্রকাশ পাইতেছে)।

বিজ্ঞানের মূল সংস্কার বা (পূর্ব্বপূর্ব্বক্ষণবিনাশী বাসনা।

বাসনা = বিজ্ঞানের বিনাশ সহ তত্তদ্বিজ্ঞানের অনুবৃত্তাকার সংস্কার)।

এবম্প্রণিধানের চরম প্রান্তে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্ব মূল বিজ্ঞান-বাসনার অদ্বিতীয় কারণ অবিদ্যা। "अविद्यायां सत्यां संस्कारा भवन्ति अविद्यप्रत्यया हि संस्काराः।"—ইহার অর্থ এই যে, অবিদ্যা থাকাতেই জীবের ক্ষণে ক্ষণে প্রোক্তলক্ষণ সংস্কার প্রবাহাকারে জন্মিতেছে এবং সেই জন্যই পুনঃপুনঃ বিষয়-উপলক্ষে রাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি হইতেছে।

অবিদ্যা = অহং ও মম। জীবের অহংমমই যাবৎ অনর্থের মূল, সংস্কারবীজ ও যাবৎ বিজ্ঞানের আধার। অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে পারিলে, অহং-কার মম-কার নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, এই অনর্থ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমিত্বের নিরোধ হইলেই জীবত্ব নির্ব্বাপিত হয় কিন্তু আমিত্ব-বিনাশ নিরোধ ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না।

রাত্রের শেষ যামে মহাযোগী শাক্যসিংহ ঐরূপে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিসত্ত্ব ভাস্বর হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন,—

"अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपं, नामरूपप्रत्ययं षड़ायतनं, षड़ायतनप्रत्ययः स्पर्शः, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादानं, उपदानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्यया जरा मरण शोक परिदेवन दुःख दौर्मनस्योपायासाः सम्भवन्त्येवं केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयः।"—

অহংমমাকার মিথ্যাপ্রত্যয় হইতেই সংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান-ধারা প্রবাহিত হয়, বিজ্ঞান নামরূপের নির্ব্বাহক, নামরূপের পরিবর্ত্তনেই ষড়ায়তন অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহ হয়, দেহমূলক স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণাই জীবকে ধর্ম্মাধর্ম্ম করাইতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই জন্ম বা শরীরোৎপত্তি এবং শরীরহেতুক জরামরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দুর্ম্মনস্কতা ও আয়াস প্রভৃতি হইতেছে।

অবশেষে উহার ব্যুৎক্রমও দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, জাতিনিরোধ হইলে অর্থাৎ জন্মনিবারণ হইলে জরা মরণাদি নিবারিত হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ হইলে জন্মও নিবারিত হয়। ইত্যাদি।—

"অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি, অবিদ্যানিরোধাৎ বিজ্ঞাননিরোধঃ। এবং যাবজ্জাতিনিরোধাৎ জরামরণ-শোকপরিদেবনদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াসা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য মহতো দুঃখস্কন্দস্য নিরোধো ভবতি।"

অবিদ্যা না থাকিলে অর্থাৎ অহং মম না থাকিলে সংস্কার হইবে না, সংস্কারের অভাবে বিজ্ঞানাভাব হইবে, এবং জন্ম না হইলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা (ক্রন্দনাদি পরিতাপ,) দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অপায় ও আয়াস, এ সকল কিছুই ভোগ করিতে হইবে না।

রাত্রের শেষ যামে শাক্যমুনির চিত্তে এবম্ভূত মনুষ্যোত্তর জ্ঞান বা মহান্ আলোক প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার বহুজন্মের

আশা আজ সম্পূর্ণ হইল। তিনি বুদ্ধ হইলেন, বুদ্ধ-জ্ঞান পাইলেন, এখন আর অবিদ্যা (অহং মম) তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।

বুদ্ধ হওয়ার কিছুকাল পরে তিনি শিষ্যদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুগণ! আমি এইরূপে ও এত কষ্টে সংস্কারস্কন্ধের যথার্থতত্ত্ব ও তাহা হইতে নিঃসৃত হইবার উপায় পরিজ্ঞাত হইয়াছি।

এইরূপে মহাযোগী শাক্যসিংহ গয়পর্ব্বত নিকটস্থ অলৌকিক লক্ষণ সম্পন্ন অশ্বথ তরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা আত্মতত্ত্ব ও সংস্কারতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, অবশেষে অসংপ্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি সাধন করিয়া অহং মম নামক অবিদ্যা বীজ দগ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, শাক্যসিংহ যখন বৃক্ষমূলে নির্বীজ সমাধি সাধন করিয়া সম্যক্ সংবুদ্ধ হন, তখন সমুদয় দেবগণ আকাশে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।*

---

* শাক্যসিংহের এই বুদ্ধজ্ঞান ও সাধনপ্রণালী প্রাচীন হিন্দুদিগের তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞান সাধনের বহির্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। ভ-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধের নির্ব্বাণের সহিত বা সম্যক্ সম্বোধির সহিত প্রাচীন ঋষিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানের ফলের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

বোধিবৃক্ষতলে বাস—দেবগণের আনন্দ—পুনর্বার মার সন্দর্শন—মুচিলিন্দনাগ ভবনে গমন—তারায়ণবনে ভ্রমণ—তথায় বিহার—বণিক্ সংবাদ—ধর্ম্মপ্রচারের ইচ্ছা—বনদেবতাগণের উক্তি—মগধভ্রমণ—বারাণসী গমন—শিষ্যলাভ ও ধর্ম্মপ্রচার।

ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেই আসনে ও সেই বৃক্ষমূলে অপার আনন্দে নিমগ্ন থাকিলেন। ভাবিলেন, অহো! আমি আজ্ এই স্থানে যার পর নাই শ্রেষ্ঠ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছি! এই স্থানেই আমি আজ্ জন্ম-জরা-মরণ-দুঃখের অন্ত করিয়াছি!

কথিত আছে, বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বোধিজ্ঞান লাভ করিলে সেই মুহূর্ত্তে না-কি তাঁহার বুদ্ধবিক্রীড়িত (বুদ্ধচেষ্টা) উপস্থিত হইয়াছিল। অপিচ, ঐ সময়ে উক্তস্থানে শুদ্ধবাস-কায়িক, আভাস্বর, সুব্রহ্ম, শুক্লপাক্ষিক ও পরিনির্ম্মিত বশী প্রভৃতি দেবগণ সানন্দে পুষ্পবর্ষণ, গাথাগান ও স্তুতি নমস্কারাদি করিয়াছিলেন এবং কিঙ্করের ন্যায় আজ্ঞাপ্রার্থী হইয়া করপুটে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে শুদ্ধবাস কায়িক দেবগণ এইরূপ গাথা গান করিয়াছিলেন।

উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ॥

ভগবান্ বিজিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
সম্পূর্ণঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যতি ॥

(ইত্যাদি, ললিত বিস্তর গ্রন্থের ২৩ অধ্যায় দেখ)

দেবগণ স্তুতি করিতেছেন, কিন্তু ভগবান্ নির্নিমেষ নয়নে সেই দ্রুমরাজের আতলশীর্ষ অবলোকন করিতেছেন। এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইল। সপ্তাহের পর দেবপুত্রগণ ভগবানের অনুমতিক্রমে গন্ধোদকপূর্ণ সহস্র সহস্র কুম্ভ লইয়া ভগবানের ও বোধিবৃক্ষের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয় সপ্তাহে নিকটস্থ সমস্ত শুভদেশ ভ্রমণ করিলেন। তৃতীয় সপ্তাহে পুনর্ব্বার বোধিবৃক্ষমূলে আগমন করিয়া সজল নয়নে, স্নেহদৃষ্টিতে, সানুরাগ ও সস্পৃহচিত্তে ও অনিমেষ চক্ষে বৃক্ষরাজকে দেখিতে লাগিলেন—আর "আমি ইহাঁরই মূলে সার ও শ্রেষ্ঠ সম্যক্ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছি" ভাবিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তৃতীয় সপ্তাহ গত হইল। চতুর্থ সপ্তাহ আগত হইলে ভগবান্ পুনর্ব্বার পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ভগবানের চিত্ত আর একবার বিচলিত হইয়াছিল। এ বিচলন অন্যরূপ নহে, এ বিচলন 'এখন নির্ব্বাপিত হইব কি না', এতদ্রূপ চিন্তাবিশেষ। এই বিচলনভাব বর্ণনার জন্য বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ হইবার পরেও ভগবানের সহিত মার-দেবের পুনঃসাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ বিষয়ে ললিত বিস্তর গ্রন্থের লিপিপরিপাটী এইরূপ—

"मारः खलु पापीयान् येन तथागतः
तेन उपसंक्राम्य तथागतमेतदवोचत्।
परि निर्व्वातु भगवान् परि निर्व्वातु सुगत !
समय इदानीं भगवतः परिनिर्वाणाय ॥"

অর্থ এই যে, পাপিষ্ঠ কাম আসিয়া ঐ সময়ে ভগবান্‌কে বলিল, হে ভগবন্! হে সুগত! আপনি নির্ব্বাপিত হউন,—নির্ব্বাপিত হউন। ভগবানের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির শুভকাল এই।

শুনিয়া, ভগবান প্রত্যুত্তর করিলেন, "न तावदहं पापीयन्! परिनिर्वास्यामि यावन्मे न स्थविरा भिक्षवो भविष्यन्ति दान्ता व्यक्ता विनीता विशारदा बहुश्रुता धर्म्मानुधर्म्मप्रतिपन्नाः।"—অর্থ এই যে, রে পাপিষ্ঠ! যত দিন না আমার, উপদেশ দানে সক্ষম, দমগুণযুক্ত, ভিক্ষু, বিনীত, বিশারদ, পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-রহস্য-জ্ঞাতা বুদ্ধিমান্ শিষ্য হইবে ততদিন আমি নির্ব্বাপিত হইব না।" ইত্যাদি।

ক্রমে চতুর্থ সপ্তাহ গত হইল। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ নাগের ভবনে গমন করিলেন। বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থমধ্যেও লেখা আছে, এই পঞ্চম সপ্তাহে না-কি অনবরত মেঘ, জলবর্ষণ, বজ্রপাত, ঝঞ্ঝাপাত, হইয়াছিল এবং সেই সূর্য্যালোকরহিত অকাল দুর্দ্দিনে তিনি নাগভবনে বাস করিয়াছিলেন। নাগরাজ মুচিলিন্দের মনে হইয়াছিল, ভগবান্ শীতবাতে ক্লিষ্ট হইতেছেন। ঐরূপ ভাবে পরিভাবিত

হইয়া নাগরাজ মুচিলিন্দ এবং অন্যান্য নাগগণ না-কি তাঁহার শরীর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে শীত বাতাদি ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়াছিল। অকাল দুর্দ্দিন নষ্ট হইলে নাগগণ তদীয় চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্ব স্ব-আলয়ে গমন করিয়াছিল, এ সংবাদ বৌদ্ধমণ্ডলীর পরিজ্ঞাত আছে।

ষষ্ঠ সপ্তাহ আগত হইলে তিনি বুদ্ধজ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, লোক সকল অনবরত জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক, পরিদেবনা, দৌর্ম্মনস্য ও মরণাদি বিবিধ ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু কেহই পরিত্রাণের উপায় জানিতেছে না। এই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত মহাবাক্যটী নির্গত হইয়াছিল—

"অযং লোক: সন্তাপজাত: শব্দস্পর্শ রসরূপ সর্ব্বগন্ধৈ:।
ভবভীতো ভবং ভূযো মার্গতি ভবতৃষ্ণযা॥"

এই সকল লোক নিরন্তর শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধের দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছে। একদিকে ইহারা সংসারভয়ে অত্যন্ত ভীত, অন্যদিকে আবার সংসারতৃষ্ণায় ব্যাকুল (অর্থাৎ ইহারা সংসারকে ভয়ও করে, আবার ভালও বাসে)। ইহারা সংসার ভয়ে ভীত হইলেও সংসার-তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন সংসার কামনা করিতেছে—অন্বেষণ করিতেছে।

ষষ্ঠ সপ্তাহ ঐরূপ চিন্তায় অতিবাহিত হইল। অনন্তর সপ্তম সপ্তাহ আগত হইলে তিনি নৈরঞ্জনাতীরস্থ তারায়ণ-বনে গমন করিলেন। ভগবান্ যখন তারায়ণ-বৃক্ষ-তলে বাস করেন, তখন

দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে 'ত্রপুষ' ও 'ভল্লিক' নামধের দুইজন বণিক্ সেই বন দিয়া উত্তর দেশে যাইতেছিল। বণিক্দ্বয় পণ্ডিত ও কার্য্যদক্ষ। ইহারা উত্তরদেশবাসী, দক্ষিণদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সঙ্গে রথ, শকট, পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী অনেক আছে। তাহাদের প্রচুর সম্পত্তি শকটের দ্বারা বাহিত হইতেছে। তাহারা তারায়ণ-সমীপে আসিলে সহসা তাহাদের শকটবাহী বলীবর্দ্দের গতি অবরুদ্ধ হইল। শকটচক্র মৃত্তিকা মধ্যে নিমগ্ন হইল ও বরত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এ সকল ঘটনা কেন হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বণিকেরা ভয়ভীত ও বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল, ইহার কারণ কি! আমাদের উৎকৃষ্ট বলী-বর্দ্দদ্বয় যখন শকট বহনে অক্ষম হইল, দৃঢ়োত্তম শকট যখন ভূমিমগ্ন হইল, তখন, নিশ্চিত কোন অমঙ্গল নিকটাগত অথবা অগ্রপথে কোন মহাভয় বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। অনন্তর তাহারা অগ্রপথ অনুসন্ধানার্থ অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিল। তাহারা কিয়দ্দূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যাগত হইলে বণিক্গণ জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিলে? অগ্রপথে কি কোন মহাভয় উপস্থিত আছে? দূতগণ প্রত্যুত্তর করিল, প্রভো! ভয় পাইবেন না। দেখিলাম, অগ্রপথে এক অগ্নিকল্প মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। অনুমান হয়, তাঁহারই প্রভাবে আমাদের গতিরোধ

উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর দূতবাক্য শ্রবণে সমুদয় বণিক্ সসম্ভ্রমে ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইল। তাহারা দেখিল, যেন অচিরোদিত দ্বিতীয় দিবাকর ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বণিক্গণ মনে মনে তর্কণা আরম্ভ করিল। কাহার মনে হইল, ইনি ইন্দ্র। অন্যে মনে করিল, কুবের। অপরে মনে করিল, সূর্য্য অথবা চন্দ্র। কেহ কেহ মনে করিল, বন-দেবতা অথবা গিরিদেবতা। এইরূপ বিতর্কে কিয়ৎক্ষণ অতি-বাহিত হইল। অনন্তর তাহারা তৎপরিধেয় কাষায় বসন দৃষ্টে বুঝিল, সমীপবর্ত্তী পুরুষ দেবতা নহে, বনদেবতাও নহে। তিনি একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী। তখন তাহারা সানন্দচিত্তে ও আশ্বস্তচিত্তে বলাবলি করিতে লাগিল, ইনি পরম তেজস্বী ভিক্ষাভোজী সন্ন্যাসী। সম্প্রতি আহারকাল উপস্থিত। সঙ্গে যতিযোগ্য কোন খাদ্য আছে কি না, দেখ। থাকে ত তদ্দ্বারা ইহাঁর তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া আমরা ধন্য হই-বার চেষ্টা করিব। অনন্তর তাহারা মধু ও ইক্ষুখণ্ড ভগবানের সমীপে উপস্থাপিত করতঃ পুটাঞ্জলি হস্তে নিবেদন করিল, ভগবন্! সেবকগণের নিকট এই যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা গ্রহণ করুন। ভগবান্ও দয়াপ্রকটনার্থ বণিক্গণ প্রদত্ত সেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন, ভিক্ষুগণের হস্তে ভিক্ষাগ্রহণ সাধু নহে। দেবগণ ভগবানের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া স্বর্ণপাত্র, রজত পাত্র, কাষ্ঠপাত্র ও প্রস্তরপাত্র ভগবৎ-

সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। ভোজন পাত্র উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ শাক্যমুনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—পূর্ব্ব বুদ্ধগণ কোন্ পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন! আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইল, তাঁহারা প্রস্তর পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, আমিও প্রস্তরপাত্রে উপস্থিত ভিক্ষা গ্রহণ করি।* এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্ দেবদত্ত প্রস্তরপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বণিকপ্রদত্ত মধু ও ইক্ষুখণ্ড গ্রহণ করিলেন।

ভগবান্ শাক্যমুনি তারায়ণ-মূলে সপ্ত দিবস অভুক্ত ছিলেন, কিছুমাত্র পান ভোজন করেন নাই, সপ্তাহের পর আজ বণিক্প্রদত্ত ভিক্ষার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলেন। বণিক্গণও ভগবান্কে ভোজন করাইয়া স্তুতি নতি বন্দনাদির দ্বারা তাঁহার পরিতোষ উৎপাদন করতঃ আজ্ঞা গ্রহণান্তে স্বশিবিরে গমন করিল। বণিক্গণ কতিপয় দিবস মহামুনি সমীপে বাস করিয়াছিল, পরে তাহারা আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমন করিয়াছিল, এ সংবাদ ললিত বিস্তর গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে।

বণিক্গণ গমন করিলে ভগবান্ একাকী সেই তারায়ণ-বৃক্ষ-মূলে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল, আমার এরূপ নির্জ্জনবাস যোগ্য কি অযোগ্য? উচিত কি

---

* বুদ্ধদেব শিলাপাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণের মতে শিলাপাত্রই প্রশস্ত। অভাবে কাষ্ঠ পাত্র।

অনুচিত! আমি যে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি গম্ভীর ও অতি দুর্ব্বোধ্য। ইহা গ্রহণ করে, এরূপ জীবই বা কৈ? আমার নির্ব্বাণ শূন্যতার অনুপলব্ধি, তৃষ্ণানিরোধ ও বিরাগনিরোধ, এতৎস্বরূপ। আমি যদি এ ধর্ম্ম অন্যকে না বলি, উপদেশ না করি, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম কেহই জানিতে পারিবে না। যদি বলিতে হয়, তবে ইহার গ্রহণোপযুক্ত পাত্র পাওয়া আবশ্যক। তাহাই বা কোথায় পাই! আমার নির্জন-বাসই শ্রেয়ঃ * * * অতএব, এই সময়ে দৈববাণী হইল—

> "নশ্যতি বতাऽयं लोकः प्रणश्यति बताऽयं लोकः यत्र हि नाम तथागतोऽनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिं अभिसम्बुध्य अल्पोत्सुकतायै चित्तमतिनामयति न धर्म्मदेशनायां, तत्साधु देशयतु भगवन्! देशयतु सुगत! धर्म्मम्। सन्ति सत्त्वाः स्वाकाराः सुविज्ञापकाः शक्ता भव्याः प्रतिबला भगवता भाषितस्यार्थं माज्ञातुम्।" ইত্যাদি ললিত বিস্তর গ্রন্থ দেখ।

কি খেদ! এই লোক নাশপ্রাপ্ত হইল! এই লোক প্রনষ্ট হইল! কারণ, ভগবান্ তথাগত (বুদ্ধ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধিজ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞান পাইয়াও নির্জ্জনবাস মনোনীত করিতেছেন, উপদেশদানে মনোনিবেশ করিতেছেন না। হে ভগবন্! হে সুগত! আপনি উত্তমরূপে ধর্ম্মোপদেশ করুন, করুন, করুন। এখনও এরূপ প্রাণী অনেক আছে, যাহারা আপনার আজ্ঞা

পালন করিতে, আপনার উপদেশ, আপনার কথা, গ্রহণ করিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবে।

সে দিন গেল। অন্য দিন পুনর্ব্বার ভাবিলেন, আমার জ্ঞাত ধর্ম্ম অন্যকে উপদেশ করিব কি-না। আমি দেখিতেছি, লুক্কায়িত থাকিয়া অল্পোৎসুকতা অবলম্বন করাই ভাল। কারণ, আমি যে ধর্ম্ম বুঝিয়াছি, জানিয়াছি, তাহা অতি গম্ভীর। অতি সূক্ষ্ম, দুর্ব্বোধ, অতর্কা, তর্কসহায়, পণ্ডিত-জ্ঞেয়, কেবল অনুভবযোগ্য, সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ; সুতরাং লোকশত্রু, শূন্যতানুপলম্ভস্বরূপ, * তৃষ্ণাক্ষয়, রাগসম্বন্ধরহিত, নিরোধরূপ ও নির্ব্বাণ। যদি আমি এ ধর্ম্ম বলি, উপদেশ করি, তাহা হইলে হয়-ত ইহা কেহ বুঝিবে না। যদি না বুঝে, তাহা হইলে আমাকে ঘৃণা করিবেক, অবজ্ঞা করিবেক। অতএব, আমি অল্পোৎসুকতা অবলম্বনপূর্ব্বক নির্জ্জন-বিহার করিব, প্রচার-চেষ্টা করিব না।

বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ লোকনাথ রাত্রিকালে তারায়ণ মূলে উক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবগণ তাঁহার চরণ সমীপে সমাগত হইয়া স্তুতি ও নমস্কারাদি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রার্থনায় অগত্যা ধর্ম্মপ্রচারে সম্মত হইলেন। দেবগণ তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

* অনেকে মনে করেন, নির্ব্বাণ ও শূন্য সমান কথা। কিন্তু তাহা নহে। বুদ্ধদেব বলিতেছেন, আমার নির্ব্বাণ শূন্যতা নহে।

"অদ্য মার্ষাস্তথাগতেনার্হতা সম্যক্ সম্বুদ্ধেন ধর্ম্ম-
চক্র প্রবর্ত্তনায় প্রতিশ্রুতম্। তদ্ভবিষ্যতি বহুজন
হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায়ৈ মহতোজন-
সংঘস্যার্থায় হিতায় সুখায় দেবানাঞ্চ মনুষ্যানাঞ্চ।
পরিহাস্যন্তে বত ভো মার্ষা আসুরাঃ কায়াঃ বিবর্জি-
ষ্যন্তে বহবশ্চ সত্ত্বা লোকে অগ্নি নির্ব্বাস্যন্তীতি।"

হে মহাভাগ সকল! আজ সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত (বুদ্ধ) ধর্ম্মপ্রচার করিতে সম্মত হইলেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহাঁর ধর্ম্ম বহু জনের হিত ও সুখ প্রদান করিবেক। লোকানুগ্রহের নিমিত্তই ইহাঁর ধর্ম্মপ্রচার। ইহাঁর ধর্ম্মে বহু জনের, বহু মনুষ্যের ও বহু দেবতার হিত ও সুখ হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, অসুরেরা পরিহাস করিবেক। কারণ, ইহাঁর ধর্ম্মে অনেক প্রাণী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেক এবং অনেক প্রাণী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেক।

এই স্থানে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, বুদ্ধদেব নবধর্ম্ম প্রচারের সঙ্কল্প ধারণ করিলে দেবগণ হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানে সর্ব্বপ্রথমে নবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে তাহা জানিবার জন্য তথাগত সকাশে আগমন করিয়াছিলেন। দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! প্রথমে কোন্ স্থানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইবে? ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদাবে। দেবগণ বলিলেন, ভগবন্! বারাণসী জনপরিপূর্ণ এবং মৃগদায়

অরণ্য, এজন্য অন্য কোন সমৃদ্ধ নগরে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হউক। ভদ্রমুখ-নামক দেবতা বলিলেন, বারাণসী সহস্র সহস্র পুরাতন ঋষির পরিসেবিত, পূর্ব্ববুদ্ধগণের পূজিত, অতএব বারাণসীতেই ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তিত হউক। ভগবান্ বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।*

দেবগণ প্রতিগমন করিলে শাক্যমুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন "কস্মাদহং সর্ব্বপ্রথমং ধর্ম্মং দেশয়েয়ম্?" এক্ষণে আমি কোন ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে আমার স্বোপার্জ্জিত নির্ব্বাণ ধর্ম্ম উপদেশ করি! শ্রদ্ধাবান্ অপরোক্ষজ্ঞানী বিনয়ী রাগাদিদোষ শূন্য ধার্ম্মিক ও মোক্ষমার্গাভিমুখ ব্যতীত অন্য নর আমার ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবেক না; প্রত্যুত অবজ্ঞা করিবেক। যে ব্যক্তি মদীয় ধর্ম্ম শুনিবেক, শুনিয়া বুঝিবেক, বুঝিয়া গ্রহণ ও ধারণ করিবেক, অবজ্ঞা করিবেক না, সেই ব্যক্তিকেই সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিব। কিন্তু সেরূপ সৎপাত্র কে! কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর স্মরণ হইল, রামপুত্র রুদ্রক ঐ সকল গুণে

---

* বারাণসী অতি পুরাতন নগর, বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ, বিদ্যা ও ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রধান স্থান, মুনি ঋষি পণ্ডিতগণের আবাস ভূমি, এই স্থানের লোকদিগকে বশীভূত ও দীক্ষিত করিতে পারিলে অন্য স্থানের জনগণকে সহজে বিনেয় (শিষ্য) করা যাইতে পারিবে। এই স্থানে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলে তচ্চতুর্দ্দিক সহজেই হস্তগত করা যাইতে পারিবে। বুদ্ধদেব এই অভিপ্রায়ে প্রথমে কাশীগমন মনোনীত করিয়াছিলেন।

অলঙ্কৃত ছিল। রুদ্রক মদীয় ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে বুঝিবেন, গ্রহণ করিবেন এবং ধারণও করিবেন; অবজ্ঞা করিবেন না। তিনি এখন কোথায়? ধ্যান করিয়া দেখিলেন,জানিলেন, তিনি সপ্ত দিবস অতীত হইল, কালগত হইয়াছেন। রুদ্রক নাই, কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, জানিয়া শাক্যমুনি দুঃখিতের ন্যায় হইয়া নিম্নলিখিত কএকটী কথা উচ্চারণ করিলেন।

"রুদ্রক যে আমার ধর্ম্ম না শুনিয়া কালগত হইয়াছেন ইহাতে আমি দুঃখিত হইলাম! তিনি যদি আমার ধর্ম্ম শুনিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিত আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, ত্যাগ বা অবজ্ঞা করিতেন না।"

পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে মনে হইল,আরাড় কালাম * শুদ্ধসত্ত্ব ও বিনেয়গুণসম্পন্ন। আরাড় কালাম মদীয় ধর্ম্ম শুনিলে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। তিনিই বা কোথায়? ধ্যান নিমীলিত নেত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, জানিতে পারিলেন, তিনিও অদ্য তিন দিবস কাল গত হইয়াছেন। আরাড় কালাম নাই, জানিয়া দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, হা! কালাম-আমার ধর্ম্ম না শুনিয়া কালগত হইয়াছেন! অন্য বার চিন্তা করিতে স্মরণ হইল, নৈরঞ্জনাতীরে তিনি যখন উৎকট কুম্ভক যোগের অনুষ্ঠান করেন, তখন যে তাঁহার পাঁচজন শিষ্য বা

* বুদ্ধ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই দুই মহাপুরুষের (রুদ্রকের ও কালামের) শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

সহচর ছিল, সেই শিষ্য বা সহচর পাঁচ জন তাঁহার নবধর্ম্ম উপদেশের যোগ্যপাত্র। বুদ্ধদেব এবারও ভাবিলেন, তাঁহারা সকলেই সুবিজ্ঞ, অপরোক্ষজ্ঞানী, ব্রহ্মচারী ও মোক্ষান্বেষী। তাঁহারা যদি আমার নবধর্ম্ম শুনেন-ত বিস্মিত হইবেন না। গ্রহণ ও ধারণ করিবেন, অবহেলা করিবেন না। তাঁহারা এখন কোথায়? প্রণিধান বলে জানিতে পারিলেন, তাঁহারা বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে (এই স্থান এক্ষণে শারনাথ নামে পরিচিত) বাস করিতেছেন। এতক্ষণ পরে বুদ্ধের চিত্তে উৎসাহ আসিল, বিলম্বে অনিচ্ছা হইল। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বোধিমূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীর উদ্দেশে উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। কাশী যাইব, কাশী গিয়া শিষ্য পঞ্চককে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিব, এই ভাব তাঁহার হৃদয়ে সবেগে উদ্দীপিত হইল।

বোধিবৃক্ষের উত্তরে গয়া ও দক্ষিণে বোধিদ্রুম। বোধিবৃক্ষ ও গয়া, মধ্যে দুই ক্রোশ পথ। ইহার মধ্যপথে আজীবক নামে জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বুদ্ধদেব উত্তরাভিমুখে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আজীবকের আশ্রমের নিকটস্থ হইলে আজীবক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। আজীবক বুদ্ধের মুখশ্রী, শরীরের কান্তি ও চক্ষুর অনির্ব্বচনীয় ভাব সন্দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিকটে পাইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধদেবও

আজিবকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সানন্দসম্ভাষণ সমাপ্ত হইলে আজীবক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ুষ্মন্! গৌতম! তোমার ইন্দ্রিয়, গাত্রবর্ণ ও মুখকান্তি অত্যন্ত নির্ম্মল দেখিতেছি। এজন্য আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার শিষ্য? কাহার নিকট এরূপ আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়াছ?

বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—

एकोऽहमस्मि सम्बुद्धः शीतिभूतोनिराश्रवः।

আমি একক, সম্বুদ্ধ হইয়াছি, আশ্রবক্ষয় করিয়াছি, মলপরিশূন্য হইয়াছি সুতরাং শুভ্র হইয়াছি।

আজীবক পুনঃ প্রশ্ন করিলেন,—

"अर्हन् खलु गौतम स्वात्मानं प्रतिजानीषे ?"

তুমি কি আপনাকে অর্হৎ বলিয়া জানিয়াছ?

শাক্যমুনি বলিলেন,—

"अहमेवाऽहं लोके शास्ता ह्यहमनुत्तरः।
सदेवासुरगन्धर्व्वो नास्ति मे प्रतिपुद्गलः॥"

অহমেব—কেবল আমিই, লোকে আমিই শাস্তা (শিক্ষক)। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। দেব অসুর গন্ধর্ব্ব কোনও সত্ত্ব(জীব) মত্তুল্য নহে। *

---

* ইহা বুদ্ধের সাহঙ্কার বাক্য নহে। আত্মজ্ঞানী আত্মাতিরিক্ত পদার্থ স্বকীয় জ্ঞান দেখে না, তাই তাঁহারা ঐরূপ বাক্যে স্বকীয় জ্ঞান প্রকাশ করেন। অপিচ, তিনি যে নিজ চেষ্টায় জ্ঞানী হইয়াছেন তাহাও ঐ বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে।

প্র। তুমি কি আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানে জিন বলিয়া জান?

উ। যাহারা আশ্রয়-ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা মৎসদৃশ জিন। কিন্তু আমি সমুদয় পাপ ও ধর্ম্ম জয় করিয়াছি, সেই কারণে আমি জিন।

আজীবক শাক্যমুনির এই সতেজ প্রত্যুত্তর শুনিয়া হতপ্রভ হইলেন। তিনি যে বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত ভাবিয়া গর্ব্বিত ছিলেন, তাঁহার সে গর্ব্ব তিরোহিত হইল। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে গৌতম! অধুনা আপনি কোথায় গমন করিবেন।

তথাগত উত্তর করিলেন,—

"वारानसीं गमिष्यामि गत्वा वै काशिकीं पुरीम्।"
"अन्धभूतस्य लोकस्य कर्त्तास्म्यहं सदृशीं प्रभाम्॥
वारानसीं गमिष्यामि गत्वा वै काशिकीं पुरीम्।
शब्दहीनस्य लोकस्य ताड़यिष्येऽमृतदुन्दुभिम्॥
वारानसीं गमिष्यामि, गत्वा वैकाशिकां पुरीम्।
धर्म्मचक्रं प्रवर्त्तिष्ये लोकेष्वप्रतिवर्त्तितम्॥"

আমি বারাণসী যাইব। কাশী নগরীতে গমন করিয়া অন্ধ প্রায় লোকদিগকে দৃষ্টি দান করিব। বধিরকে অমৃত দুন্দুভি শুনাইব। লোকমধ্যে যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই সেই ধর্ম্ম সেখানে প্রবর্ত্তিত করিব।

আজীবক এই অগ্নিতুল্য সতেজ প্রত্যুত্তর শুনিয়া অবাক্ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, গৌতম! আমি চলিলাম। এই বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন, তথাগত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বুদ্ধদেব আজীবকের আশ্রম পশ্চাৎ করিয়া গয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। সুদর্শন-নামক নাগরাজ তাঁহার সপর্য্যা করিল। তথা হইতে তিনি রোহিত বস্ত্র নামক স্থানে, তথা হইতে উরুবিল্লতুল্য অনাল-নামক গ্রামে, তৎপরে সারথিপুরে, তথা হইতে গঙ্গানদীতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গা এখন পূর্ণাবস্থায় প্রবাহিত হইতেছেন। বুদ্ধদেব পারগমনার্থ পার-ঘাটে উপস্থিত হইলে নাবিক পার-পণ্য চাহিল। বুদ্ধদেব পার-পণ্য নাই, এই বলিয়া নাবিকের অধীনতা ত্যাগ করিয়া যোগবলে উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় আকাশ পথে গঙ্গা নদী উত্তরণ করিলেন। নাবিক তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া হতজ্ঞান হইল এবং তদ্‌বৃত্তান্ত রাজা বিম্বিসারকে বিজ্ঞাপিত করিল। বিম্বিসার পূর্ব্ব হইতেই তথাগতকে জানিতেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার সেই অলৌকিক কার্য্য শ্রবণে তত অধিক বিস্মিত হইলেন না। অতঃপর সেই দিবসেই ভবিষ্যতের জন্য বিম্বিসার কর্ত্তৃক যতি ও সন্ন্যাসিগণের নিকট হইতে নাবিকগণের পারপণ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইল।

বুদ্ধদেব কথিত প্রকারে গঙ্গা নদী পার হইয়া গ্রামের পর

গ্রাম, দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ অতিক্রম করিয়া বারাণসী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। মধ্যাহ্ন আগত দেখিয়া নগরের বাহিরে স্নানকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ভিক্ষার্থ নগরপ্রবেশ করিলেন। ভিক্ষান্ন ভোজনের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঋষিপতন মৃগদায় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে স্থানে তাঁহার পূর্ব্বশিষ্যেরা বসতি করিতে ছিল, সেই স্থান নিকট হইলে, দূর হইতে তাঁহার সেই পাঁচ জন পূর্ব্বশিষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ দেখ! ঐ সেই ঔদরিক যোগী আসিতেছে। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াও মনুষ্যধর্ম্মের উত্তরবর্ত্তী জ্ঞান বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয় নাই। এ ব্যক্তি ভ্রষ্ট, ঔদরিক ও আড়ম্বরপ্রিয়। অনুমান হয়, এ আমাদের এখানে থাকিতে চাহিবে। যাহাই হউক, আর আমরা ইহাকে আদর করিব না। এ নিকটে আসিলেও আমরা প্রত্যুদ্গমন করিব না। সেই পঞ্চজনের মধ্যে যাহার নাম জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, কেবল তিনি উক্ত ব্যবহারে সম্মত হইলেন না, অন্য চারি জন কথিত ব্যবহার মনোনীত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভগবান্ তথাগত যেই তাঁহাদের নিকট ও সম্মুখীন হইলেন, অমনি তাঁহারা মুগ্ধপ্রায় হইলেন। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিল, কিছুতেই তাহাঁরা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা যেন অবশ হইয়া প্রত্যুদ্গমন ও যথাযোগ্য সম্মান ও সপর্য্যা

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধদেব আসন পরিগ্রহ করিলে তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রকার সম্মোদনী ও সংরঞ্জনী কথা হইতে লাগিল। পরে সেই শিষ্যপঞ্চক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আয়ুষ্মন্ গৌতম! তোমার ইন্দ্রিয়, বর্ণ, কান্তি ও দ্যুতি নিতান্ত প্রসন্ন দেখিতেছি। তুমি কি মনুষ্যধর্ম্মের অতীত জ্ঞানদর্শন সাক্ষাৎকার করিয়াছ?

বুদ্ধদেব বলিলেন, হে আয়ুষ্মদ্গণ! তোমরা আমাকে বাদকথায় প্রতিক্ষিপ্ত করিও না। তোমাদের প্রয়োজন লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য যেন অধিক দিন অতিবাহিত না হয়। আমি অমৃত সাক্ষাৎকার করিয়াছি। আমি যাহা সাক্ষাৎকার করিয়াছি, তাহাই অমৃত—অমৃতের (মোক্ষের) প্রাপক। আমি বুদ্ধ হইয়াছি। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সুশুভ্র ও আশ্রববর্জ্জিত হইয়াছি। সর্ব্বধর্ম্ম বশীভূত করিয়াছি। আইস, আমি অদ্যই তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিব। তোমরা অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ও বুদ্ধিগোচর কর। তোমরা আইস। আমি বলিব—উপদেশ করিব। আমি তোমাদিগকে সম্যক্‌রূপে জানাইব, উত্তমরূপে বুঝাইব, সম্যক্ অনুশাসন করিব, তোমরাও চিত্তকে (আত্মাকে) আশ্রববিমুক্ত দেখিতে পাইবে। মনুষ্যোত্তির ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিবে, করিয়া বুদ্ধ হইবে। আমাদের সকলেরই জরা ও জাতিক্ষয় (পুনর্জন্ম বিনাশ) নিকটাগত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ হইয়াছে। করণীয় সকল করা হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আমাকে দূর হইতে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়া ছিলে

যে, গৌতম আসিতেছে কিন্তু গৌতম ঔদরিক ও ভ্রষ্ট। গৌতমের সহিত আমরা বাক্যালাপ করিব না। বৌদ্ধগণ এই স্থানে বলিয়া থাকেন, বুদ্ধদেব ঐরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহাদের সম্মুখে ত্রিচীবর ও ভিক্ষাপাত্র প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে সেই শিষ্যপঞ্চক মনে করিলেন, এই সকল সন্ন্যাসচিহ্ন আমাদিগকে সন্ন্যাসী করিবার জন্যই প্রাবির্ভূত হইয়াছে।

বুদ্ধের শ্রী, কান্তি, তেজ, যোগবল ও জ্ঞান অনুভব করিয়া সেই ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চকের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা বুদ্ধচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা গৌতমকে শাস্তা অর্থাৎ গুরু সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের চিত্তে প্রীতি, প্রসন্নতা ও গুরুত্ববুদ্ধি অধিরূঢ় হইল। স্নানকাল আগত দেখিয়া তাঁহারা গুরুকে স্নানাদি করাইলেন। স্নানান্তে বুদ্ধদেব মনে করিতে লাগিলেন, পূর্ব্ব বুদ্ধগণ কোথায় বসিয়া শিষ্যশাসন করিয়াছিলেন? অনন্তর যে স্থানে পূর্ব্ব বুদ্ধগণ ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছিলেন সেই স্থানে সপ্তরত্নময় আসন চতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া শাক্যমুনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের সম্মান-প্রদর্শনার্থ পর পর তিন আসন প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে সিংহের ন্যায় নির্ভয় চিত্তে চতুর্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহা দেখিয়া সেই ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণপঞ্চক ভক্তিভরে নম্র হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই তদীয় চরণে শিষ্যতা স্বীকার করিলেন।

বুদ্ধদেবও তাঁহাদের মস্তক স্পর্শ করতঃ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধের সম্মুখভাগে ধর্ম্মশ্রবণোৎসুক চিত্তে বিনীতভাবে উপবিষ্ট হইলে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশুশ্রূষু দেখিয়া সংক্ষেপ বিস্তার প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি আজ এক অংশ, কাল অন্য অংশ, তৎপর দিন অপরাংশ, এবং-ক্রমে সমুদায় ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন-সূত্র উপদেশ করিলেন। যদিও আমরা বুদ্ধের ধর্ম্ম পৃথক্ বিভাগে বলিব, তথাপি এ স্থলে দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত তাহাঁর কতিপয় উপদেশ উল্লেখ করিলাম।

ভগবান্ শাক্যসিংহ এক দিবস রাত্রের শেষ প্রহরে শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভিক্ষুগণ! যাঁহারা প্রব্রজিত--তাঁহাদের দ্বিবিধ ক্রম দেখা যায়। যে ক্রমে কামসম্পর্ক (কাম=সঙ্কল্প বা ইচ্ছা) আছে, সে ক্রম অত্যন্ত হীন। তাহা অনর্থের নিদান। তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের, বৈরাগ্যের, নিরোধের, সম্বোধির (সম্যক্ জ্ঞানের) ও নির্বাণের পরিপন্থী অর্থাৎ শত্রু।*

* অভিপ্রায় এই যে, নির্বাণের অনুকূল ও প্রতিকূল, দুই প্রকার পথ। তন্মধ্যে প্রতিকূল দশ প্রকার। যথা—আত্মভ্রম, বা দ্বৈত বোধ। সংশয়, ক্রিয়াকলাপে অনুরাগ, কামনা, বিদ্যমান জীবনের প্রতি অনুরাগ, স্বর্গীয় জীবনে আনুরক্তি, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এ সকল নিবারিত বা বিনষ্ট করিতে হয়। না করিলে নির্বাণ লাভ হয় না। কাজেই এই পথ নির্ব্বাণের প্রতিকূল। এই প্রতিকূল পথ ত্যাগ করিয়া অনুকূল পথে অবস্থান কর নির্বিবিৎসু জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ক্রমে আপাততঃ আত্মক্লেশ, কায়ক্লেশ ও অনুযোগ প্রতীত হয়, সে ক্রমে (পক্ষে) যদিও বর্ত্তমানে দুঃখযোগ আছে, তথাপি, তাহার পরিণামে দুঃখের অন্ত হইতে দেখা যায় তথাগত গণ এই দ্বিতীয় ক্রম (পথ) অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন। এই দ্বিতীয় ক্রমে নির্বাণ সাধনের আটটী অঙ্গ উপদিষ্ট হয়। তদ্ যথা—

"सम्यक् दृष्टि: सम्यक् संकल्प: सम्यक् वाक् सम्यक् कर्म्मान्त:
सम्यगाजीव: सम्यक् व्यायाम: सम्यक् स्मृति: सम्यक् समाधि: ॥"

সত্যদর্শন বা ভ্রমত্যাগ, সাধুসংকল্প বা শুভেচ্ছা, সত্যবাক্য, সদ্ব্যবহার বা কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ, সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ, সম্যক্ ব্যায়াম (ধ্যান ও যোগাদি), সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি,—নির্বাণ সাধনের এই আটটী অঙ্গ প্রধান এবং আটটীই নির্বাণ গমনের প্রধান পথ। ইহা অবলম্বন করিয়া নির্বাণের পরম শত্রু পাপ গুলিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হয়।

"चत्वारीमानि यिंचव आभ्यन्तरानि। दु:खं दु:खसमुदयो दु:ख निरोधो दु:खनिरोधगामिनी प्रतिपत्। जातिरपि दु:खं जरापि व्याधिरपि मरणमपि अप्रियसम्प्रयोगोपि प्रियवियोगोपि दु:खम्। यदपि इच्छन् पर्य्येषमानोन लभते तदपि दु:खम्। संक्षेपत: पञ्चोपादानस्कन्धो दु:खमिदमुच्यते दु:खम।—येयं तृष्णा पौनर्भविकी नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिन्यायमुच्यते दु:खसमुदय:।—योऽस्या

एव तृष्णाया: पुनर्भविका नन्दिरागसहगताया सत्र तत्राभि नन्दिन्या जनिकाया निवर्त्तिकाया अशेषो विरागो निरोधोऽयं दु:खनिरोध: ।—सम्यक दृष्टिर्यावत् सम्यक् समाधिरिति दु:ख निरोधगामिनी प्रतिपत। एष एवार्य्यत्यासाष्टङ्ग मार्ग:। * *
इति हि भिचवो यावदेव एषु चतुर्षु आर्य्यसतेयषु यो . .
निसो कुर्व्वते एवं त्रिपरिवर्त्तितं द्वादशाकारं ज्ञानदर्शन सुतपद्यते। * * * यतश्च मे भिचव एषु चतुर्षु आर्य्यसत्येषु एवं त्रिपरिवर्त्तितं द्वादशाकारं ज्ञानदर्शनमुत्पन्नम्।
अकोप्या मे चेतोविमुक्ति: प्रज्ञाविमुक्तिश्च साचात् कृता।
ततोऽहं भिचवोनुत्तरां सम्यक सम्बोधिनमभिसम्बुद्धोस्मि।"

ইত্যাদি। *

হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধ গামিনী প্রতিপৎ, এই চারি প্রকার আর্য্য সত্য—শ্রেষ্ঠ তথ্য। অর্থাৎ ধর্ম্মচক্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ, অভিলষিত দ্রব্যাদির অলাভ, সমস্তই দুঃখ। অসংখ্য ও অনন্ত দুঃখ। জগতের সমস্তই দুঃখ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পাঁচ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। (উপাদান স্কন্ধ কি তাহা ধর্ম্মবিভাগে বলা হইবে)। দুঃখ সমুদয় কি?

* ললিত বিস্তর দেখ। এখানে অনেক লেখা আছে, পুস্তক বৃদ্ধি ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিলাম না। বিশেষতঃ ধর্ম্মবিভাগে সংক্ষেপে সমুদয় ধ্যান বলিবার ইচ্ছা আছে।

তাহা শুন। যাহা হইতে দুঃখের উদয় হয়, যাহা প্রোক্ত দুঃখের মূল, তাহাই দুঃখসমুদয়। সুখের ইচ্ছা—ইহা হউক,তাহা হউক এতদ্রূপ স্পৃহা—যাহার অন্য নাম তৃষ্ণা—সেই তৃষ্ণাই দুঃখসমুদয়। তৃষ্ণা থাকাতেই দুঃখের উদয়াস্ত হইতেছে। আনন্দ ও অনুরাগ তাহার অনুগত, অধীন। তাদৃশী তৃষ্ণায় যে বৈরাগ্য বা বিরাগ, তাহাই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপৎ অর্থাৎ দুঃখনিরোধের উপায়। দুঃখনিরোধের উপায় অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ আট অংশে বিভক্ত। তাহা সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ সংকল্প ইত্যাদি ক্রমে বলা হইয়াছে। সেই আট অঙ্গের মধ্যে সম্যক্ সমাধিই দুঃখনিরোধের সাক্ষাৎ উপায়। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরন্তর মদুক্ত আর্য্যসত্য-চতুষ্টয়ের বিচার কর ও ধ্যান কর। করিলে তোমাদেরও ত্রিপরিবর্ত্তিত দ্বাদশাকার জ্ঞানদর্শন হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমিও এই উপায়ে সম্যক্‌সম্বোধিতে সম্বুদ্ধ হইয়াছি।*

বুদ্ধদেব এবংক্রমে শিষ্যদিগকে দিন দিন ধর্ম্মের নূতন নূতন অঙ্গ বুঝাইতে লাগিলেন, শিষ্যগণও অতি শ্রদ্ধা সহকারে সে সকল শ্রবণ ও ধারণ করিতে লাগিলেন।

---

* বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ সাংখ্যের, পাতঞ্জলের ও বেদান্তের অবস্থান্তর মাত্র বা রূপান্তর। বুদ্ধের উপদেশে শব্দের প্রভেদ ব্যতীত অর্থতত্ত্বের অধিক প্রভেদ দেখা যায় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার—শিষ্যসংগ্রহ—মগধবিহার—কপিলবস্তু নগরে গমন—পুত্রকলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ—শাক্যপরিবারে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ—মগধ দেশে পুনরাগমন—শ্রীচণ্ডীগমন—শুদ্ধোদনের মৃত্যু—বুদ্ধ কর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার—সন্ন্যাসিনীদল স্থাপন—শিষ্যগণের প্রতি শেষ উপদেশ ও বুদ্ধের নির্বাণ লাভ।

বুদ্ধদেব বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলে তাহা শুনিবার জন্য শত শত মানব তথায় আগমন করিতে লাগিল। মনোমুগ্ধকর উপদেশ শ্রবণে অনেক মানব তাঁহার শিষ্য হইল; এবং অনেক গৃহস্থ বুদ্ধের নির্বাণধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া দেবপূজাদি পরিত্যাগ করিল। দিগ্‌দিগন্ত হইতে শত শত নরনারী তাঁহার নবধর্ম্মের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমাগত হইলে মৃগদায় এক অপূর্ব্ব ও অনিবাচ্য শোভা ধারণ করিল। নির্ধন, ধনী, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই বুদ্ধের নির্ব্বাণ ধর্ম্ম শ্রবণে মুগ্ধ হইতে লাগিল এবং অনেকেই তাঁহার সেই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। বারাণসী অতি পুরাতন কাল হইতে প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে প্রতিষ্ঠালাভ নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু বুদ্ধ এখানে অতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার নাম ও যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল এবং সকলেই জানিল, গৌতম একজন অলৌকিক

জীবন প্রাপ্ত মহাপুরুষ। এই সময়ে মগধরাজ তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে পদার্পণ করিবার অনুরোধ করিয়া পাঠান, তদুপলক্ষ্যে তিনি সশিষ্যে পুনর্ব্বার মগধাগমন করেন। মগধে আসিয়া উরুবিল্বের নিকটবর্ত্তী মনোরম কাননে বিহার স্থাপন করেন। এই স্থানে দ্বিজতনয় কাশ্যপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কাশ্যপ মগধের এক জন প্রসিদ্ধ লোক। ইনি দার্শনিক পণ্ডিত ও অগ্নিহোত্রী ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতৃদ্বয়ও বিলক্ষণ মান্য গণ্য ছিলেন এবং তাহাঁরাও গৌতমের বিশ্রব্ধ প্রণয়ালাপে ও নির্ব্বাণ ধর্ম্মের মূল সূত্র শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গৌতমের নির্ব্বাণ ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। কেবল বিশ্বাস স্থাপন নহে, গৌতমের নিকট দীক্ষিত হইয়া তদীয় নির্ব্বাণ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

এক দিন বুদ্ধদেব নবদীক্ষিত শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী গন্ধহস্তী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অদূরে এক প্রজ্বলিত দাবানল তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। গৌতম এই উপলক্ষ্যে নবশিষ্যদিগকে অনেকগুলি মনোহর উপদেশ প্রদান করিলেন।

"কাশ্যপ! ঐ দেখ, কেমন বেগে দাবানল জ্বলিতেছে! যত দিন নর নারী বাসনা তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে, তত দিন তাহাদের চিত্ত ঐরূপ প্রজ্বলিত থাকে। মানব যতই সুন্দর দৃশ্য দেখে, অনুভব করে, ততই তাহাদের অন্তরে সুখ-

স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। যেমন যেমন সুখস্পৃহা বাড়ে তেমনি তেমনি তাহাদের দুঃখমূল দৃঢ় ও ঘনীভূত হয়। বিষয়জ্ঞান যতই বাড়িবে ততই তাহারা বৈকারিক দুঃখ সুখে লিপ্ত হইবে। তাহাতেই তাহারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য শোক ও মোহ প্রভৃতি তাপে তপ্যমান হয় কিন্তু যাঁহারা বোধি-মার্গে পদার্পণ করেন, তাঁহারা আত্মনিগ্রহের দ্বারা বাসনা ও অহংবিজ্ঞান রূপ বহ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেন না। তাঁহারা সমুদায় অন্তরিন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়েন। অন্তর পরিশুদ্ধ হইলে তখন আর এই সকল বিষয় (রূপরসাদি) অন্তরকে উত্তেজিত করিতে পারে না। বহ্নি যেমন ইন্ধন না পাইলে আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ, জীবের তৃষ্ণা-বহ্নি বিষয়েন্ধন অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

ঐরূপে কিছু দিন গয়া বিহারের পর তিনি রাজগৃহে (রাজগির্ পাহাড়ে) গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের নবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মগধের প্রসিদ্ধ লোক কাশ্যপ বৌদ্ধ হইলেন, মহাবিচক্ষণ রাজাও বৌদ্ধ হইলেন, ইহা দেখিয়া অনেকেই বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময়ে শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন নামক দুইজন সন্ন্যাসী স্বমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধমত গ্রহণ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্র

গুণধর সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। শত শত নর নারী তাঁহার অমৃতায়মান উপদেশ শ্রবণে পবিত্র হইতেছে। এমন কি, পাপীও সাধু হইতেছে। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি কুমারকে দেখিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। এক জন বিশ্বস্ত ভদ্র পুরুষের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজা তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তুমি তাঁহাকে একটীবার দেখা দিয়া আইস।" গৌতম এই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না, শ্রবণমাত্রেই সশিষ্যে কপিলবস্তু যাত্রা করিলেন। কপিলবস্তু নগরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্য ধর্ম্মের নিয়মানুসারে নগরের বাহিরে বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইলেন এবং স্থির করিলেন যে, ভিক্ষাকাল ব্যতীত নগর প্রবেশ ও নগরে অবস্থান করিব না। অনন্তর ভোজন কাল আগত হইলে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগর দ্বারে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"ভিক্ষার্থ রাজদ্বারে যাইব কি না!" অবশেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন—"যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তখন আর না যাইবই বা কেন? ইহাতে আবার মানাপমান কি?" এইরূপ চিন্তার পর তিনি রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে রাজার কর্ণগোচর হইল, কুমার দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিতেছেন। তৎশ্রবণে তিনি ব্যথিত ও প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার কুমার শিষ্যসহ অন্নভিক্ষা করিতেছেন।

তাহা দেখিয়া রাজার চক্ষে ধারা বহিল। বলিলেন, প্রভু! আমি কি এইগুলি সন্ন্যাসীর আহার দিতে অক্ষম?

গৌতম অতি বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমরা সন্ন্যাসী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, ইহার জন্য আক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রাজা পুনশ্চ বলিলেন, আমরা বীর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এ বংশে কেহ কখন এরূপ ভিক্ষা করে নাই। গৌতম এ বারেও প্রত্যুত্তর দান করিলেন। বলিলেন, রাজন্! আপনারা রাজ-বংশসম্ভূত বলিয়া অভিমান করিতে পারেন; কিন্তু আমার জন্ম পুরাতন বুদ্ধসন্ন্যাসী হইতে। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন। আমি পৈতৃক ধন পাইয়াছি। যাহা আমি পাইয়াছি তাহা আপনাকে উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বলিয়া গৌতম রাজাকে অনেক ধর্ম্ম কথা বলিলেন। সে সকল শুনিয়া শুদ্ধো-দনের মন প্রবোধ মানিল না। তিনি তাঁহার ভিক্ষাপাত্র নিজ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরপ্রদেশে গমন করিলেন।

যিনি রাজপুত্র ছিলেন, তিনিই আজ ধর্ম্মরাজ। তাঁহার সেই রাজদেহে স্বর্গীয় আত্মার আবেশ বা সংযোগ হওয়াতে তাহা দ্বিগুণিত অপূর্ব্বশোভান্বিত হইয়াছে। মস্তক কেশহীন, পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, চরণদ্বয় পাদুকাবিহীন, অঙ্গ আভরণশূন্য, তথাপি এই নবসন্ন্যাসীর অত্যুত্তম শ্রী দর্শক

মণ্ডলীর মন প্রাণ শীতল করিল। বিমাতা গৌতমী ও অন্যান্য নারীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিলেন। বুদ্ধদেব দেখিলেন, তন্মধ্যে গোপা নাই। গোপা-অনুপস্থিত। গোপার সহচরী আগমন কালে গোপাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু গোপা বলিয়াছিলেন, আমি যাইব না। আমার যদি ভক্তি থাকে ত আমি এই স্থানে বসিয়াই গুণধরকে দেখিতে পাইব।

সহধর্ম্মিণী অনুপস্থিত দেখিয়া গৌতম দুইজন অন্তরঙ্গ শিষ্য সহ গোপার গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। শিষ্য দিগকে বলিয়া দিলেন, এই রমণী যদি আমাকে স্পর্শ করে ত তোমরা বাধা দিও না। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী গোপা দূর হইতে দেখিলেন, এক জন অপূর্ব্বমূর্ত্তি সন্ন্যাসী তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। গোপা অমনি সসম্ভ্রমে দৌড়িয়া গিয়া অভ্যাগত সন্ন্যাসীর চরণতলে নিপতিত হইলেন। বুদ্ধের চরণস্পর্শে গোপার জ্ঞান হইল, তিনি যেন এক প্রদীপ্ত হুতাশনের সন্নিহিত হইয়াছেন। আবার সেই মূহূর্ত্তেই মনে হইল, গুণধর তাঁহার সজাতীয় নহেন, গুণধর এক স্বর্গীয় দেবাত্মজ। কাহাকে স্পর্শ করিলাম? করিয়া অপরাধিনী হইলাম? এই ভাবিয়া অমনি তিনি পদতল ত্যাগ করিয়া এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ অবধি স্ত্রী-শরীর স্পর্শ করেন নাই। স্ত্রী-শরীর স্পর্শ করা সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নিষিদ্ধ। আজ যে তিনি

পত্নীকে চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন, নিবারণ করিলেন না, ইহাতে কিছু মর্ম্ম কথা আছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ঐ রূপ করিতে দিলে তিনি তাঁহাকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন। সহধর্ম্মিণীকেও নির্ব্বাণসাগরে উপনায়িত করা তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহার ঐ অভিপ্রায় কালে পূর্ণ হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বাস করাতে কপিলবস্তু নগরের অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইল। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের ধর্ম্মগ্রহণ করেন। রাজপুত্র নন্দ সন্ন্যাসী হইলেন, দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

শাক্যসিংহ অন্য এক দিন ভিক্ষার্থ রাজভবনে আসিয়াছেন, এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া বলিলেন, তুমি তোমার পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও। শাক্যসিংহ যখন গৃহত্যাগী হন রাহুল তখন শিশু। রাহুল যেমন মা চেনে, পিতাকে তেমন চেনে না। সে এখন বলিল, কে আমার পিতা? শুনিয়া গোপা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, ঐ যে সন্ন্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা। উনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি আমরা আর উহাঁকে দেখি নাই। তুমি উহাঁরই নিকট গিয়া স্বীয় অধিকার প্রার্থনা কর। উহাঁর অনেক ধন আছে।

রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া, জননী যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন,

পুনঃপুনঃ তাহাই বলিল। বুদ্ধ বালকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভোজনান্তে ন্যগ্রোধ বনে গমন করিলেন। বালক অনুগমন করিল এবং সেখানে গিয়াও সে ঐ কথা বলিল। বুদ্ধ দেখিলেন, কোনও শিষ্য বালককে নিবারণ করিতেছে না। তখন তিনি মনে করিলেন, এ বালক, কিছুই জানে না, কেবল জননীর কথায় ধনের ভিখারী হইয়াছে, হয়ে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে আর ধনের কথা উল্লেখ করিয়া বিরক্ত করিতেছে। যাহাই হউক, আমি যে বোধিদ্রুমতলে সপ্তরত্ন পাইয়াছি, ইহাকে তাহারই অধিকারী করিয়া যাইব।

বুদ্ধদেব ঐরূপ চিন্তার পর স্বীয় অন্তরঙ্গ শিষ্য শারীপুত্রকে আদেশ করিলেন, এই বালককে দলভুক্ত করিয়া লও। পর-মুহূর্ত্তেই রাজা শুদ্ধোদন ও গোপা রাহুলের মস্তকমুণ্ডনের ও সন্ন্যাসীদলভুক্ত হওয়ার সংবাদ শুনিতে পাইলেন।

শাক্যসিংহ যত দিন কপিলবস্তুতে ছিলেন, প্রায়ই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। সেইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহন করিয়া পুনর্ব্বার মগধের রাজগৃহে আগমন করেন। রাজগৃহে আসিবার সময় রাহুল, নন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ ও উপালী তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। রাহুল তাঁহার পুত্র, উপালী এক নরসুন্দরতনয়। আর সকল গুলিই রাজার ভ্রাতষ্পুত্র।

কিছুকাল পরে রাজগৃহ হইতে তিনি অনাথপিণ্ডদ নামক

জনৈক বণিক যুবা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করেন। শ্রাবস্তী অতি পুরাতন প্রসিদ্ধ নগর, কাশীর উত্তর পশ্চিম অন্যূন ৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে থাকিয়া তিনি শিষ্যদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ ত্রিপেটকের প্রতিপাদ্য সকল উপদেশ করেন।এই স্থানে রাহুলকে ভিক্ষুপদ প্রদত্ত হয়। রাহুলের বয়স এখন অষ্টাদশ বর্ষ। বুদ্ধদেব এই স্থানে থাকিয়া রাহুলকে যে গভীর উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন,সে সকল এখন রাহুলসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী হইতে বৈশালীর মহাবনে বিহারার্থ গমন করেন, তখন উগ্রসেন নামক জনৈক প্রসিদ্ধ যাদুকর তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল।

শাক্যসিংহ কৌশাম্বীতে থাকিয়া শুনিলেন, পিতা অত্যন্ত পীড়িত। পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার কপিলবস্তু নগরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পিতা মুমূর্ষু। তিনি শোকে, তাপে ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়াছেন। পুত্রকে সম্মুখাগত দেখিয়া বৃদ্ধ রাজার মনে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দবিকার জন্মিল। পর দিবস তিনি পুত্রমুখনিরীক্ষণ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। বুদ্ধ স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এত দিন পরে আজ রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুতে শাক্যরাজ্য-উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে গৃহের সমুদায় যুবা ও বালক বুদ্ধের উপদেশে সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কেবল রাজা একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন, তিনিও আজ ইহলোক ত্যাগ

করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কপিলবস্তুর শোভাসমৃদ্ধির পরিসীমা ছিলনা, সেই কপিলবস্তু আজ শোকাচ্ছন্ন ও নারীবৃন্দের আর্ত্তরবে পরিপূর্ণ হইয়া শ্মশানতুল্য আকার ধারণ করিল।

রাজার মৃত্যুতে আজ রাজপরিবারস্থ নারীগণ নিতান্ত অসহায়া হইল। তাহা দেখিয়া বুদ্ধ তাহাদিগকে মহাবনবিহারে লইয়া গেলেন। গৌতমী, গোপা ও অন্যান্য রমণীগণ সেই সঙ্গে গমন করিলেন। প্রভু ধর্ম্মরাজ গৌতম এই সকল নারীর সতীত্ব, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। পরিশেষে, ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রিয়তম আনন্দের অনুরোধে ইহাদিগকে লইয়া এক সন্ন্যাসিনী দল স্থাপন করিলেন। শুদ্ধমতী গোপা এই দলের অভিনেত্রী পদে অভিষিক্তা হইলেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিজন বনে যাইতেন, এবং অপার সমাধিসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, সম্প্রতি বর্ত্তমান ঘটনার পর, বৈরাগিনীদল মহাবনবিহারে রাখিয়া, কৌশাম্বীর মুকুল পর্ব্বতে সমাধি সাধনার্থ প্রস্থান করিলেন।

কিছুকাল মুকুল পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার রাজগৃহে আসিলেন। এবার রাজা বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমা বৌদ্ধধর্ম্মে মুগ্ধা হইয়া সন্ন্যাসিনী হইল। রাজরাণীও সন্ন্যাসিনী হইল, ইহা দেখিয়া নগরের নবীনা নারীগণের স্বামীরা সশঙ্কিত হইল। তখন বুদ্ধের উপদেশের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে

একবার মন দিয়া শুনিত সে আর কোনও ক্রমে গৃহে থাকিতে পারিত না।

পর বৎসর ভগবান্ বুদ্ধ বর্ষা ঋতুতে কপিলবস্তুর সমীপবর্ত্তী সংস্থমার পর্ব্বতে বিহারার্থ গমন করেন। কিছুকাল পরে পুনঃ কৌশাম্বীতে আইসেন। এবার এখানে ভরদ্বাজ নামক জনৈক খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ বুদ্ধমত গ্রহণ পূর্ব্বক দলভুক্ত হইল।

শাক্যসিংহ পুনর্বর্ষা ঋতুতে 'চালিয়া' গ্রামে তিন্ মাস বাস করিয়া শ্রাবস্তী গমন করেন। তৎপরে কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ বনে গিয়া কিছুকাল বাস করিলেন। মহানাম নামক তাঁহার এক খুল্লতাত পুত্র রাজা শুদ্ধোদনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছিল, এবার সেও বুদ্ধের উপদেশে রাজ্যত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। এই বার শাক্যরাজ্য যথার্থতঃই ধ্বংসপ্রাপ্তহইল। এইবার রাজা শুদ্ধোদন সত্য সত্যই উত্তরাধিকারিশূন্য হইলেন!

এ স্থান হইতে তিনি পুনর্ব্বার রাজগৃহে গমন করেন। এ পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি এত কাল পরে বার্দ্ধক্যবশতঃ ভিক্ষার ভার এক শিষ্যের প্রতি অর্পণ করিলেন। শিষ্য ঐ কার্য্য করে বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, তাহা দেখিয়া সে ভার তিনি প্রিয়তম আনন্দের প্রতি অর্পণ করিলেন এবং আনন্দকেই অনুগত সঙ্গী করিলেন। কিছুকাল পরে দূর দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়ায় সেই শেষ দশাতেও তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

ঐ রূপে বুদ্ধদেব প্রায় ৪৪ বৎসর প্রবাস-বাস ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইনি সমুদয় মগধ,অযোধ্যা,উত্তরপশ্চিম দেশের ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বশেষে কৌশাম্বীতে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি আত্মদৃষ্টির সাহায্যে জানিতে পারিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

অনন্তর তথাগত সমুদায় শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, ভিক্ষুগণ! তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়া সাধন কর এবং সুখে নির্ব্বাণ লাভ কর। আমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিলাম,সে ধর্ম্ম মানব-রাজ্যে প্রচার কর। পবিত্র নির্ব্বাণ ধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হয়। শত শত নর নারী যেন কল্যাণে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত আর দীর্ঘকাল এ দেহে থাকিবেন না। তিন মাসের মধ্যেই নির্ব্বাপিত হইবেন। তাঁহার বয়স পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, দেহও জীর্ণ হইয়াছে। তথাগত শীঘ্রই তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন এবং শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবেন। তাই অদ্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।

শিষ্যগণ সকলেই বুদ্ধের এই বাক্যে ব্যথিত ও বিস্মিত হইল এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নীরবে রহিল। পরে গম্ভীরপ্রকৃতি তথাগত কাশ্যপকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, কাশ্যপ! তোমার সহিত আমি বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিব। তোমাতে আমি ও আমাতে তুমি, এই ভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে

অবস্থান করিব। তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সকলকে পরিচালন করিবে। কাশ্যপ নিতান্ত দীনভাবে তাহা অঙ্গীকার করিল। এই কার্য্যের পরেই তিনি কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার ইচ্ছা, তিনি কুশীনগরে নির্ব্বাপিত হইবেন।

পথিমধ্যে তিনি চণ্ড নামক জনৈক নীচ জাতির (চণ্ডালের অথবা ব্যাধের) গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। চণ্ড আত্মবৎ সেবার অনুশাসনে তাঁহাকে মাংসান্ন ভোজন করায়। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পথিমধ্যে উদরভঙ্গ পীড়া জন্মে। পরে তিনি অতি কষ্টে কুশীনগরে উপনীত হন।

যে দিন তিনি কুশীনগরের শালতরুতলে দেহ পরিত্যাগ করিবেন, সেই দিন কুশীনগরে সুভদ্র নামক জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার সমীপস্থ হন। ভগবান্ তথাগত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও সুভদ্রকে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ এবং দীক্ষিত করেন। এই সুভদ্রই তাঁহার শেষ শিষ্য।

ধর্ম্মরাজ আজ্ নির্ব্বাণ কাল নিকট জানিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,এই ত আমার শেষ। এখন কিছু গূঢ় কথা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক। অনন্তর তিনি শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের অবশিষ্ট গূঢ় কথা সকল বলিলেন। প্রিয় শিষ্য আনন্দকে কাছে বসাইয়া, তিরোভাব হইলে যেরূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হইবে, তাহার প্রণালী বলিয়া দিলেন। ভিক্ষুকী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। তাহাদের শুদ্ধতা ও বৈরাগ্য যাহাতে

স্থির থাকিতে পারে তদ্বিষয়ের বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। স্থবিরগণের সহিত সন্ন্যাসিনীদিগের ব্যবহারসম্বন্ধেও অনেক গভীর কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইল। সকলেই বুঝিল, তাঁহাদের গুরুনির্ব্বাপিত হইতেছেন।

বুদ্ধদেব অশীতি বর্ষ বয়সে কুশীনগরের বিশাল শাল-তরু-তলে ৫০০ শিষ্য রাখিয়া নশ্বর দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাপিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইল। তাঁহার সেই মৃত দেহ চন্দনকাষ্ঠের চিতায় স্থাপিত ও নববস্ত্রে পরিবৃত হইল। অনন্তর মহাকাশ্যপ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার সেই মৃতদেহ অগ্নির দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ ভস্মসাৎ করা হইল।

ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাপিত এবং তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে তাঁহার ভক্তগণ সেই চিতাভস্ম আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার দন্তও পরিগৃহীত হইয়া সিংহলে নীত ও মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। এ সকল পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত আমরা পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সে জন্য সে সকল কথা আর এতৎ গ্রন্থে বলিলাম না। এই স্থানেই বুদ্ধের জীবনের সহিত গ্রন্থের অবয়ব পরিসমাপ্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মসংগ্রহ বা বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। তিনি বুদ্ধ হইয়া শত শত শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ বুদ্ধধর্ম্মের বিবিধগ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখন সেই সকল গ্রন্থই দেখিতে পাই এবং বুদ্ধমুখোচ্চারিত খণ্ড বাক্যও কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখিতে পাই। বুদ্ধের শিষ্যানুশিষ্যগণ তাঁহাকে লোক সমাজে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াগিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে আজ সেই ভাবেই দেখিতে পাইতেছি কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ভাব তাঁহার নিজনির্ম্মিত পুস্তক না থাকায় আমাদের নিকট কিয়ৎপরিমাণে প্রচ্ছন্ন বা অজ্ঞাত আছে। বুদ্ধের প্রশিষ্যগণ বেদ মানিতেন না, বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, বেদকে অজ্ঞ মানবের প্রলাপ-বাক্য বলিয়াছেন, এই সকল দেখিয়া আমরা এখন মনে করি, উহা শাক্যসিংহের অভিমত। কিন্তু ভগবান্ শাক্যসিংহ বেদকে যে কি ভাবে দেখিতেন,কি জন্যই বা তিনি বেদমার্গের অনুগমন করেন নাই, অন্যকে করিতে দেন নাই, তাহা এখন কে বলিতে পারে? কেইবা তাহা ঠিক্ বুঝাইয়া দিতে পারে? কাযেই

এখন আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, বুদ্ধদেব বেদদ্বেষী ছিলেন। অগত্যা বুদ্ধশিষ্যগণের গ্রন্থ দেখিয়া মানিতে হইতেছে, স্বীকার করিতে হইতেছে, বুদ্ধ পৃথক্‌চরিত্র এবং তাঁহার ধর্ম্মও পৃথগ্বিধ ছিল। কাযেই মানিতে হইতেছে, বুদ্ধশিষ্যগণের গ্রন্থে যাহা লেখা আছে তাহা বুদ্ধের অভিমত। যাহাই হউক, বুদ্ধ বেদ-বিদ্বেষী ছিলেন কি না তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধের অভিমত পদার্থ ও ধর্ম্মের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণিত আছে। সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে ধর্ম্মসংগ্রহখানি সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা সেইজন্য নাগার্জ্জুন কৃত ধর্ম্মসংগ্রহ গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রভূৎ প্রধান প্রধান অংশ সকল সংগ্রহ করিলাম।

প্রথমে রত্নত্রয়ের শরণ লওয়া। "रत्नत्रयं मे शरणम्" রত্নত্রয় আমার ত্রাণকর্ত্তা, এইরূপ স্থিরতর বুদ্ধি উৎপন্ন না হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে অধিকারী হইবার জন্য প্রথমতঃ রত্নত্রয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক তদনুবর্ত্তন করিতে হয়। ইহারই অন্য নাম ধর্ম্মগ্রহণ ও দীক্ষা। রত্ন-ত্রয়—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। সংঘ-শব্দের অর্থ সন্ন্যাসী দল।

त्रीणि तावत् कुशलमूलानि। बोधिचित्तोत्पाद आशयविशुद्धिरहंकार ममकारत्यागश्चेति।—বোধিচিত্তের উৎপাদ অর্থাৎ উৎপত্তি, আশয় শুদ্ধি ও অহংকার মমকার ত্যাগ, এই তিনটী কুশল লাভের মূল অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের প্রধান উপায়।

জ্ঞানস্বরূপের অববোধ "বোধিচিত্ত" নামে খ্যাত। বোধিচিত্ত বিবরণ গ্রন্থে ইহার উপায়াদি বর্ণিত আছে। আশয় শুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তস্থ হিংসাদিদোষসংস্কারের নিরোধ বা বিনাশ। ফলিতার্থ, চিত্তনৈর্ম্মল্য। অহংকার মমকার ত্যাগ, এ কথার অভিপ্রেতার্থ এইরূপ—বাস্তবপক্ষে আমি স্থিরতর বস্তু নহি, কিছুই নহি এবং কিছুই আমার নহে। এবম্বিধ ভাবনার দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ মিথ্যা দর্শনের বিনাশ সাধিত হইলে তৎপ্রকর্ষে অহঙ্কার মমকার ত্যাগ করা হয়।

सप्तविधानुत्तरपूजा। तद्यथा—वन्दना पूजना पापदेशना मोदना अध्येषणा बोधिचित्तोत्पादः परिणमना चेति।—বন্দনা, পূজনা, পাপদেশনা, অনুমোদনা, অধ্যেষণা, বোধিচিত্তোৎপাদ, পরিণমন এই সাত প্রকার বা সপ্তাঙ্গ বৌদ্ধাভিমত পূজা। বুদ্ধের সমীপে প্রণমাম্যহং ইত্যাদি বিধানে নতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা বন্দনা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ধূপাদি প্রদান করিলে তাহা পূজা নাম প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধসমীপে পাপখ্যাপন প্রার্থনার নাম পাপদেশনা। পাপখ্যাপন প্রার্থনা এইরূপ—"আমি বালচাপল্যে বা মোহগ্রস্ত হইয়া যে সকল পাপ করিয়াছি, সে সকল বিনষ্ট হউক" ইত্যাদি। সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, জাতক ও উপদেশ প্রভৃতি অধ্যয়ন এবং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারণ করা অধ্যেষণা নামে পরিচিত। বোধিজ্ঞান পাইবার জন্য যে চিত্তস্ফূর্ত্তি, তাহার নাম বোধিচিত্তোৎপাদ।

ইহা "অদ্য মে সফলং জন্ম, জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।"—আজ আমার জন্ম সফল, জীবনও সফল, ইত্যাদিক্রমে বহিঃপ্রকটিত হইয়া থাকে। পরিণমনা অর্থাৎ বিনয়। অনুমোদনা অর্থাৎ পুণ্যানুমোদন। পুণ্যানুমোদনের স্বরূপ "অপার দুঃখ বিশ্রামং সর্ব্বসত্ত্বৈঃ কৃতং শুভম" ইত্যাদি ক্রমে উপদিষ্ট আছে। অভিপ্রায় এই যে, সমুদায় প্রাণী মরণদুঃখ অতিক্রম করুক, সকলেরই শুভ শুভ হউক, ইত্যাদি প্রকার সঙ্কল্প ধারণ করা।

দশ অকুশল মূলানি। তদ্‌যথা—প্রাণাতিপাতোঽদত্তাদানং কামমিথ্যাচারো মৃষাবাদো পৈশুন্যং পারুষ্যং সম্ভিন্নপ্রলাপোঽভিধ্যা ব্যাপাদো মিথ্যাদৃষ্টিশ্চেতি।—হিংসা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ (চৌর্য্য), যথেচ্ছাচার, মিথ্যাচার ও মিথ্যা বাক্য, পৈশুন্য (খল-বৃত্তি), পারুষ্য, বিরুদ্ধভাষিতা, মিথ্যাভিনিবেশ, প্রাণিবধ ও মিথ্যা দৃষ্টি অর্থাৎ নাস্তিকতা। * এই দশ প্রকার অকুশলের মূল। এই মূল হইতে জীবের জরামরণাদি দুঃখ সঙ্কুল সংসারগতি হয়। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা "দশশীলা" নামে কথিত ও বিবৃত হইয়াছে। হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও ইহা "দশবিধ পাপ" গণনা মধ্যে পরিপঠিত হইতেও দেখা যায়।

পঞ্চ আনন্তর্য্যানি। তদ্‌যথা—মাতৃবধঃ পিতৃবধঃ সুহৃদ্বধস্তথাগতহিংসাদুষ্টচিত্তরুধিরোৎপাদঃ সংঘভেদশ্চেতি।—মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা,

* বৌদ্ধেরাও নাস্তিকতার নিন্দা করে। ইহার দ্বারা বুঝুন, প্রকৃত নাস্তিকতা কি এবং বুদ্ধদেব কিরূপ নাস্তিক ছিলেন।

সুহৃদ্বধ ও বৌদ্ধহত্যা, বৌদ্ধগণের প্রতি বিদ্বেষ ও তাড়না এবং সংঘভেদ, এইগুলি আনন্তর্য্য অর্থাৎ বিশেষ নিন্দিত। সংঘভেদ শব্দে দলভঙ্গ অর্থাৎ দলের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদন করা। (দলাদলির সৃষ্টি করা)।

অষ্টৌ লোকধর্ম্মাঃ। লাভোঽলাভঃ সুখং দুঃখং যশোঽযশো নিন্দা প্রশংসা চেতি।—লাভ, অলাভ, সুখ, দুঃখ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, এ গুলি লোকধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম বর্জ্জনীয় অর্থাৎ এ সকলের প্রতি লক্ষ্য না করাই ভাল।

ষট্ ক্লেশাঃ। রাগঃ প্রতিঘো মানোঽবিদ্যা কুদৃষ্টির্বিচিকিৎসা চেতি। রাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি। প্রতিঘ অর্থাৎ পরবিদ্বেষ। মান অর্থাৎ অহং-মম-জ্ঞান। কুদৃষ্টি অর্থাৎ কুজ্ঞান।—কর্ম্মফল নাই, মরণই মুক্তি, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান। বিচিকিৎসা অর্থাৎ সন্দেহ। —বুদ্ধের উপদেশ ঠিক্ কি না, নির্ব্বাণ হয় না, ইত্যাদি প্রকার চিন্তা। এই ছয়টী ক্লেশ নামে পরিচিত। এ গুলি থাকিতে নির্ব্বাণাধিকার হয় না।

চতুর্ব্বিংশতি রূপ ক্লেশাঃ। তদ্যথা—ক্রোধঃ উপনাহঃ ম্রক্ষঃ প্রদাশ ঈর্ষ্যা মাৎসর্য্যং মদঃ শাঠ্যং মায়া বিহিংসা হ্রীঃঅনপত্রপা স্ত্যান মস্বাদ্ধ্যং কৌসীদ্যং প্রমাদো মুষিতস্মৃতিঃ বিক্ষেপো সংপ্রজন্য কৌকৃত্যং মিদ্ধং বিতর্কো বিচারশ্চেতি।—ইহার অর্থ এই যে ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ (?), প্রদাশ (?) ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, শঠতা, মায়া অর্থাৎ পরবঞ্চনা, মদ, হিংসা, নির্লজ্জতা, স্ত্যান অর্থাৎ অনুৎসাহ,

শ্রদ্ধাহীনতা, কৌসীদ্য অর্থাৎ কুসীদবৃত্তি*, প্রমত্ততা, স্মৃতি বিলোপ, চিত্তবিক্ষেপ (চাঞ্চল্য), সংপ্রজন্য (?), কুৎসিত কর্ম্মে রতি, মিদ্ধ অর্থাৎ ঔদ্ধত্য, বিতর্ক ও বিচার, এই ২৪টি উপক্লেশ † নামে খ্যাত।

পঞ্চ মাতসর্য্যানি। ধর্ম্মমাত্‌সর্য্যং লাভমাতসর্য্যং আবাসমাত্‌সর্য্যং কুশলমাত্‌সর্য্যং বর্ণমাত্‌সর্য্যঞ্চেতি।—ধর্ম্মমাৎসর্য্য—আমি ধার্ম্মিক, ইত্যাদিবিধ। লাভমাৎসর্য্য—আমি অন্যাপেক্ষা অধিক লাভবান্ ইত্যাদি প্রকার। আবাসমাৎসর্য্য—গৃহাদি বিষয়ক আধিক্য-বোধ। কুশলমাৎসর্য্য-লোকোত্তর ধর্ম্মের অভিমান। বর্ণমাৎসর্য্য—ব্রাহ্মণত্ব পবিত্রত্বাদি ঘটিত শ্রেষ্ঠতা বোধ। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, জাত্যভিমান বৌদ্ধধর্ম্মের অনভিমত। অর্থাৎ বৌদ্ধের জাত্যভিমান ত্যাগ করা বিধেয়।

চত্বারি শ্রদ্ধা। তদ্‌যথা—আর্য্যসত্যং ত্রিরত্নং কর্ম্ম কর্ম্মফলঞ্চেতি।—চতুর্ব্বিধ আর্য্য সত্য পরে বলা হইবে। ত্রিরত্ন বলা হইয়াছে। সেই দুই এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল। এই চারি প্রকার শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রদ্ধার যোগ্য। ফলিতার্থ, এ সকল অব্যর্থ ও বিশ্বাস্য।

দানং ত্রিবিধং। তদ্ যথা—ধর্ম্মদানং আমিষদানং মৈত্রীদানঞ্চেতি। দান তিন প্রকার। ধর্ম্মদান, দ্রব্যদান ও মৈত্রীদান বা অভয় দান।

---

* টাকার ব্যবসা ও সুদ গ্রহণ করা বৌদ্ধধর্ম্মে নিষিদ্ধ।

† উপক্লেশ অর্থাৎ সংসারদুঃখ উৎপত্তির সহকারী কারণ।

त्रिविधं कर्म्म। तद्यथा—दृष्टधर्म्मवेदनीयं उत्पद्यवेदनीयं अपरवेदनीयञ्चेति।—কর্ম্ম শব্দের অর্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত সংস্কার। এই সংস্কার পুণ্য পাপ নামে খ্যাত। তাহা ত্রিবিধ অর্থাৎ তিন প্রকার। কোন কোন কর্ম্মের ফল দৃষ্টধর্ম্মবেদনীয় অর্থাৎ এতৎ শরীরে অনুভূত হয়। যাহা এতৎশরীরে ভোগ বা অনুভূত হয় তাহা দৃষ্টধর্ম্মবেদনীয়। কোন কোন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া এই শরীর বা শরীরাঙ্কুর জন্মায়। যাহা শরীর জন্মাইয়াছে ও শারীর বিনাশ করিবে তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে উৎপদ্যবেদনীয় নামে পরিভাষিত। যে সকল কর্ম্ম এতৎশরীরে সঞ্চিত হইয়া আগামী জন্ম প্রসব করিবে অর্থাৎ জন্মাইবে—সেই সকল কর্ম্ম তৎশাস্ত্রে অপরবেদনীয় নামে কথিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে এবম্বিধ ধর্ম্মত্রয় প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী নামে পরিভাষিত। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও ইহা "দৃষ্টাদৃষ্টবেদনীয়" ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছে।

त्रीण्यकुशलमूलानि। तद्यथा—लोभो मोहो द्वेषश्चेति। एतद्विपर्य्ययात् त्रीण्यकुशलमूलानि। तद्यथा।—अद्वेषोऽलोभोऽमोहश्चेति।—নির্ব্বাণই পরম কুশল। তদ্বিপরীত সংসার অকুশল। অকুশলের মূল তিন প্রকার। লোভ, মোহ, দ্বেষ এবং কুশলের নিদান অলোভ,অমোহ ও অদ্বেষ। চিত্তস্থ লোভ মোহ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে নির্ব্বাণ ধর্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না।

तिस्रः शिक्षा। तद्यथा—अधिचित्तशिक्षाऽधिशीलशिक्षाऽधिप्रज्ञाशिक्षाचेति।—শিক্ষা তিন প্রকার। তদযথা—চিত্তসম্বন্ধীয়, শীল

সম্বন্ধীয় ও প্রজ্ঞাসম্বন্ধীয়। চিত্ত, শীল, ও প্রজ্ঞা, এই তিন প্রকার পদার্থ শিক্ষাধিকারে ব্যবহৃত আছে। অর্থাৎ বুদ্ধের উপদেশ মালা অবলম্বন করিয়া ঐ তিন পদার্থের সমস্ত অধিকার শিক্ষা করিতে বা আরত্ত হয়। ইহার অবান্তর প্রভেদ দশ প্রকার; তাহা বুদ্ধজীবন উপদেশে কথিত হইয়াছে।

চত্বারোব্রহ্মবিহারাঃ। মৈত্রীকরুণামুদিতাপেক্ষাচেতি।—সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ স্থাপন করার নাম মৈত্রী। পরদুঃখ হরণেচ্ছারূপিণী কৃপার নাম করুণা। পুণ্যবানের পুণ্যে হৃষ্ট হওয়ার নাম মুদিতা। অপুণ্যশীলের প্রতি হর্ষবিষাদাদি বর্জন করার নাম উপেক্ষা। একাধারে এই চারিটী অবস্থান করিলে তাহা ব্রহ্ম-বিহার নামে খ্যাত। (ইহাই আমাদের গীতাশাস্ত্রের ব্রাহ্মী স্থিতি)।

ষট্ পারমিতা। তদ্‌যথা দানপারমিতা শীলপারমিতা ক্ষান্তিপারমিতা বীর্য্যপারমিতা ধ্যানপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতা চেতি।—পারমিতা অর্থাৎ পরমভাব। অথবা উৎকর্ষ (কাষ্ঠাপ্রাপ্তি)। দান অর্থাৎ ত্যাগ। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মলাভে উৎসাহ, ধ্যান, প্রজ্ঞা, এই ছয় প্রকার পদার্থ বৌদ্ধনির্দ্দিষ্ট পারমিতা।

চত্বারি সংগ্রহবস্তূনি। দানং প্রিয়বচন মর্থচর্য্যা সমানার্থতা চেতি।—দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্য্যা অর্থাৎ বস্তুতত্ত্বান্বেষণ, সমানার্থতা অর্থাৎ সমদর্শিতা, এই চারিটী সম্যক্‌রূপে গ্রহণীয় অর্থাৎ স্বীকার্য্য বা আদরণীয়।

অত্বাচ্যার্য্যসত্যানি। তদ্যথা—দুঃখং সমুদয়ো নিরোধো মার্গশ্চেতি।—দুঃখ, উৎপত্তি, নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ ও মার্গ। (ঐ সকলের পথ বা নিমিত্ত) এই চারিটী আর্য্যসত্য নামে পরিভাষিত।

চতস্রোধারণ্যঃ। তদ্যথা—আত্মধারণী, গ্রন্থধারণী, ধর্ম্মধারণী মন্ত্রধারণী চেতি।—আত্মধারণী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে রতি। এই রূপ, গ্রন্থে রতি, ধর্ম্মেরতি ও মন্ত্রে রতি।*

ষড়নুস্মৃতয়ঃ। বুদ্ধানুস্মৃতিঃ ধর্ম্মানুস্মৃতিঃ সংঘানুস্মৃতিস্ত্যাগানুস্মৃতিঃ শীলানুস্মৃতির্দেবানুস্মৃতিশ্চেতি।—অনুস্মৃতি শব্দের অর্থ অনুসরণ। বুদ্ধের অনুসরণ, ধর্ম্মের অনুসরণ, সংঘের অর্থাৎ ধার্ম্মিক বৃদ্ধের অনুসরণ, ত্যাগের অনুসরণ, শীলের অনুসরণ, দেবানুসরণ, এই চতুর্ব্বিধ অনুসরণ। (অনুস্মৃতি = অনুস্মৃতি)

চত্বারি ধর্ম্মপদানি। তদ্যথা—অনিত্যাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। দুঃখাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। নিরাত্মানঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। শান্তং নির্ব্বাণঞ্চেতি।—সংস্কার বা ভাববিকার মাত্রেই অনিত্য। সমস্তই দুঃখ, সমস্তই নিরাত্মা অর্থাৎ নিঃস্বরূপ (খ-পুষ্পাদির ন্যায় তুচ্ছ) এবং শান্ত নির্ব্বাণ পরমার্থ। এই চারিটী ধর্ম্মপদ নামে খ্যাত। এই চারিটীর তথ্য বা যথাযথরূপ প্রতীত হইলে তাহা হইতে

---

* হিন্দুদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরাও মন্ত্র মানে ও মন্ত্র পাঠ করে। মন্ত্র জপও করে। তাহাদের এক প্রকার মন্ত্রের নাম স্বস্ত্যয়ন গাথা। এই স্বস্ত্যয়ন গাথা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বস্ত্যয়ন গাঁথা গান করিলে উৎপাত নিবারণ ও মঙ্গল হয়।

মনুষ্যের অমানুষ্য ধর্ম্ম লব্ধ হয়। মনুষ্যোত্তর ধর্ম্মলাভ ও বুদ্ধ হওয়া সমান কথা।

গতয়ঃ ষট্। তদ্‌যথা—নরকস্তৌর্য্যক্ প্রেতাসুরো মনুষ্যো দৈবশ্চেতি।—নরকগতি, তির্য্যকগতি, প্রেতগতি, অসুরগতি, মনুষ্যগতি ও দেবগতি। গতি শব্দের অর্থ প্রাপ্তি। নরকগতি অর্থাৎ নরকপ্রাপ্তি। তীর্য্যকগতি—তীর্য্যক দেহপ্রাপ্তি ইত্যাদি। *

ষড়্‌ধাতবঃ। পৃথিব্যপস্তেজো বায়ুরাকাশো বিজ্ঞানশ্চেতি।—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান। এই ছয়টী ধাতু। অর্থাৎ শরীর ধারণোপযোগী পদার্থ।

অষ্টৌ বিমোক্ষাঃ। তদ্‌যথা—রূপী রূপানি পশ্যতি শূন্যম্। অধ্যাত্ম রূপসংজ্ঞী বহির্দ্ধা রূপানি পশ্যতি শূন্যম্। আকাশানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। আকিঞ্চন্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধং পশ্যতি শূন্যম্।—মোক্ষ বা মুক্তি ছয় প্রকার। রূপ শূন্য দর্শন (সাক্ষাৎকার), আধ্যাত্মিক অরূপ অবস্থা সাক্ষাৎকার, আকাশানন্ত্য সাক্ষাৎকার, অনন্তবিজ্ঞানের আয়তন সাক্ষাৎকার, আকিঞ্চন্য আয়তন সাক্ষাৎকার, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার এবং সংজ্ঞাবেদনানিরোধসাক্ষাৎকার। এই

* ইহার দ্বারা জানা গেল যে বৌদ্ধেরা কর্ম্ম মানে, কর্ম্মের ফলও মানে। কর্ম্মের ফল স্বর্গ নরকাদি গতি, তাহাও মানে। অন্য সূত্রে এ কথা বিস্পষ্টরূপে কথিত আছে।

মোক্ষ ষটকের মধ্যে চরম মোক্ষ নির্ব্বাণের সমানার্থক। বৌদ্ধেরা যাহাকে নির্ব্বাণ বলে, হিন্দুরা তাহাকে কৈবল্য বলে। হিন্দুরাও নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করে; কিন্তু তাহা নববৌদ্ধাভিমত আত্মনিরোধরূপী নহে। তাহা আত্মকৈবল্য। ভগবান্ শাক্যসিংহ নির্ব্বাণকে আত্মকৈবল্য বলিয়া জানিতেন, (পরিশিষ্ট দেখ)।

द्वादश धूतगुणाः। पिण्डपातिकस्त्रैचीवरिकः खलु पश्चाद्भक्तिकौ यथा संस्तरिकौ वृक्षमूलिक एकासनिक आभ्यवकाशिक आरण्यकः श्माशानिकः पांशुकूलिको नामतिकर्मीति।—ধূত শব্দের অর্থ ভিক্ষু। তাহা দ্বাদশ প্রকার। পিণ্ডপাতিক—গ্রাসযোগ্য অন্ন ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। ত্রৈচীবরিক অর্থাৎ অন্তর্বাস ও বহির্ব্বাস মাত্র ধারণ করে। পশ্চাদ্ভক্তিক অর্থাৎ দিবাশেষে ভিক্ষা লব্ধ অন্নের দ্বারা আহার নির্ব্বাহ করে। নৈষদ্যিক অর্থাৎ এক স্থলে থাকিয়া যদৃচ্ছালব্ধ অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে। যথা সংস্তরিক অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ শয্যায় শয়ন করে। বৃক্ষমূলিক, একাসনিক, এ দুটীর অর্থ সহজ। অভ্যবকাশিক, যাহারা বিরল বাস করে। আরণ্যক, শ্মাশানিক, এই দুই শব্দও সহজ। পাংশুকূলিক অর্থাৎ ধূলিশয্যাশায়ী। নামতিক অর্থাৎ নামাতিক্রমী—নাম প্রকাশ করে না।

चत्वारि ध्यानानि। तद्यथा-सवितर्कं सविचारं विवेकजं प्रीति सुखमिति प्रथमं ध्यानम्। अध्यात्मप्रसादात् प्रीतिसुखमिति द्वितीयम्। उपेक्षास्मृतिसंप्रजन्यं सुखमिति तृतीयम्। स्मृतिपरिशुद्धिर

दुःखाऽ सुखा वेदनेति चतुर्थं ध्यानमिति ॥—বুদ্ধাভিমত এই ধ্যান চতুষ্টয় বুদ্ধের জীবনীভাগে বিশদ রূপে বলা হইয়াছে।

दश भूमयः।— ভূমি শব্দের অর্থ ধ্যানারূঢ় পুরুষের পর পর উন্নত অবস্থা। ইহা দশ প্রকার। প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভঙ্করী, অর্চ্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরংগমা, অচলা, সাধুমতী বা মধুমতী, সর্ব্বশেষে ধর্ম্মমেঘ। কেহ কেহ সমন্তপ্রভা, নিরুপমা ও জ্ঞানবতী, এই তিন ভূমিও বলেন। এ সকলের আংশিক বিবরণ পশ্চাৎ বলা হইবে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রোক্ত ভূমির সহিত বৌদ্ধাভিমত ভূমির অনেক স্থলে ঐক্য দেখা যায়।

त्रीणि वैशारद्यानि।—অভিসম্বোধি বৈশারদ্য, আশ্রবক্ষয়জ্ঞান বৈশারদ্য, নৈর্ব্বাণিকমার্গাবতরণবৈশারদ্য, এই তিন বৈশারদ্য।

चत्वारो माराः।—মার শব্দে কাম। অথবা ভয়াদির উদ্বোধক দেবতা। বৌদ্ধ মতে ইহা ৪ প্রকার। স্কন্ধমার, ক্লেশমার, দেবপুত্রমার ও মৃত্যুমার। বুদ্ধ এই চার প্রকার মার জয় করিয়া মারজিৎ নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (জীবনী দেখ)

बोधिसत्वानां दश वशिता।—আয়ুর্ব্বশিতা, চিত্তবশিতা, পরিষ্কারবশিতা, ধর্ম্মবশিতা, ঋদ্ধিবশিতা, জন্মবশিতা, অধিমুক্তিবশিতা, প্রণিধানবশিতা, কর্ম্মবশিতা ও জ্ঞানবশিতা। অর্থাৎ আয়ু, চিত্ত, ধর্ম্ম, ঋদ্ধি, জন্ম, অধিমুক্তি, প্রণিধান, কর্ম্ম, জ্ঞান, এ সমস্তই তাঁহাদের বশীভূত বা অধীন।

चत्वारो योनयः। तद्यथा—अण्डजः स्वेदजः जरायुजः उप

যাত্বক্রয়।—চারি প্রকার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বা দেহ। অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উপপাদুক। পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ, দংশ মশকাদি স্বেদজ, মনুষ্যাদি জরায়ুজ এবং দেবদেহ সকল উপপাদুক। এতন্মতে উদ্ভিজ্জ দেহ স্বেদজ দেহের অন্তর্গত।

द्वे सत्ये। तद्यथा-संव्रतिसत्यं परमार्थसत्यञ्चेति।—সত্য দ্বিবিধ। এক সংবৃতি সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য; দ্বিতীয় পরমার্থ সত্য। [এই স্থানে বেদান্তের মত স্থান পাইতে পারে]।

शीलं त्रिविधं। तद्यथा-सम्भारशीलं कुशलसंग्रह शीलं, सत्त्वार्थ क्रियाशीलञ्चेति।-ধর্ম্মসম্ভার, কুশলকার্য্য ও পরোপকার। এই তিন প্রকার শীল অর্থাৎ বুদ্ধগণের চরিত্র বা স্বভাব।

क्षान्तिस्त्रिविधा। तद्यथा—धर्म्मनिध्यानक्षान्तिर्दुःखाधिवासन क्षान्तिः परोपकारधर्म्मक्षान्तिश्चेति।—ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমাগুণ বা সহ্য করা। তাহা ত্রিবিধ। ধর্ম্মের কঠোরতা সহ্য করা, শীতোষ্ণাদি-জনিত দুঃখ সহ্য করা ও পরোপকারার্থ ক্লেশ স্বীকার করা।

प्रज्ञा त्रिविधा। तद्यथा-श्रुतमयी चिन्तामयी भावनामयी चेति। —প্রজ্ঞা তিন প্রকার। ১ শ্রুতময়ী—যাহা শাস্ত্রশ্রবণে জন্মে। ২ চিন্তাময়ী—যাহা চিন্তাবলে জন্মে। ৩য় ভাবনাময়ী—যাহা প্রণিধান বলে প্রকাশ পায়।

ज्ञानं त्रिविधं। तद्यथा-अविकल्पकं विकल्पसन्नभावबोधक सत्यार्थोपायोपरक्तञ्चेति।—নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প ও পরমার্থসত্যোপ-রক্ত, এই তিন্ প্রকার জ্ঞান।

নৈরাত্ম্যং দ্বিবিধং। ধর্ম্মনৈরাত্ম্যং পুদ্গলনৈরাত্ম্যঞ্চেতি।—নৈরাত্ম্য অর্থাৎ শূন্যতা। তাহা দ্বিবিধ। ধর্ম্মনৈরাত্ম্য ও পুদ্গলনৈরাত্ম্য। পুদ্গল শব্দের অর্থ দেহ। এতন্মতে দেহাধিষ্ঠাতা আত্মা স্থির-স্বভাব নহে; সুতরাং তাহাও শূন্যকল্প।

চত্বারো দ্বীপাঃ। পূর্ব্ববিদেহঃ জম্বুদ্বীপঃ অপরগোদানিঃ উত্তরকুরু দ্বীপশ্চেতি।—দ্বীপ ৪টী। পূর্ব্ববিদেহ, জম্বুদ্বীপ, অপরগোদানিক ও উত্তরকুরু।

অষ্টাবুষ্ণনরকাঃ। তদ্‌যথা–সঞ্জরঃ কালসূত্রঃ সংঘাতো রৌরবো মহারৌরব স্তপনঃ প্রতাপনোঽবীচিশ্চেতি।—৮ প্রকার নরক। সঞ্জর, কালসূত্র, সংঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন ও অবীচি। বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে এই ৮ নরক অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠ করিলে হৃৎকম্প ও রোমাঞ্চ জন্মে।

ষট্ কামাবচরা দেবাঃ। তদ্‌যথা–চাতুর্মহারাজকায়িকাস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তুষিতা যাময়া নির্ম্মাণরতয়ঃ পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনশ্চেতি।—কামচর দেবতা ছয় শ্রেণীভুক্ত। চতুর্মহারাজিক, তুষিত, যাম্য, নির্ম্মাণরতি, কায়িক ও পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী। আমাদের যোগ শাস্ত্রেও এই চারিশ্রেণীর দেবতা বর্ণিত আছে।

অষ্টাদশ রূপাবচরা দেবাঃ। তদ্‌যথা–ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রহ্মপার্ষদ্যা মহাব্রহ্মাণঃ পরিত্তাভা অপ্রমাণাভা আভাস্বরাঃ পরিত্তশুভাঃ শুভকৃৎস্না অনভ্রকাঃ পুণ্যপ্রসবা বৃহৎফলা অসংজ্ঞিসত্ত্বা

অব্রহা অতপা: সুদৃশা: সুদর্শনা অকানিষ্ঠাশ্চেতি। চত্বারীঃ রূপাবচরাঃ। তদ্যথা–আকাশানন্ত্যায়তনোপগা বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনোপগা আকিঞ্চন্যায়তনোপগা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনোপগাশ্চেতি।—এ সকল দেবতার কিছু কিছু বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে বলা হইবে।

পঞ্চ স্কন্ধাঃ।—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। জগৎ এই পাঁচ স্কন্ধে বা পাঁচ বিভাগে বিভক্ত। এ বিভাগ বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে প্রদর্শিত আছে এবং এ পুস্তকেও সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

দ্বাদশায়তনানি।—চক্ষু,শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় অর্থাৎ ত্বক্, মন। এ গুলি ও রূপ, গন্ধ, শব্দ, রস, স্পর্শ, ও ধর্ম্ম, এই বার আয়তন।

অষ্টাদশ ধাতবঃ।—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় বা ত্বক্, ও মন, রূপ, গন্ধ, শব্দ, রস, স্পর্শ,ধর্ম্ম, চক্ষুর্বিজ্ঞান,শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান,ত্বক্‌বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। মিলিত এই অষ্টাদশ ধাতুমধ্যে গণ্য। এ বিভাগও দার্শনিক।

নবৈকাদশ রূপস্কন্ধাঃ।—চক্ষুঃ, শ্রোত্র,ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্পর্শ ও বিজ্ঞান। এই একাদশ রূপস্কন্ধের অন্তর্নিবিষ্ট। এইরূপে রূপস্কন্ধের বিভাগ বা বিচার হইয়া থাকে। বেদনাস্কন্ধের বিভাগ এইরূপ—

বেদনা ত্রিবিধা।—বেদনা-শব্দের অন্য নাম অনুভব। তাহা তিন প্রকার। সুখ, দুঃখ ও উভয়াতীত। [এই স্থানে বেদান্তের বিশেষ সম্মতি দেখা যায়]।

সংজ্ঞাস্কন্ধের বিভাগ নিমিত্তের অনুযায়ী অর্থাৎ কারণোদ্রেক অনুসারী।

সংস্কার স্কন্ধের বিভাগ এইরূপঃ—সংস্কার দুই প্রকার। প্রথমতঃ এক প্রকার, দ্বিতীয়তঃ অন্য প্রকার। চিত্তপ্রযুক্ত ও চিত্তবিযুক্ত। চিত্তপ্রযুক্ত সংস্কার ৪০। যথা—

বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, ছন্দঃ, স্পর্শ, মতি, স্মৃতি, মনস্কার, অধিমোক্ষ, সমাধি, শ্রদ্ধা, প্রসাদ, প্রশ্রব্ধি, উপেক্ষা, লজ্জাসামান্য, লজ্জাবিশেষ, লোভ, অদ্বেষ, অহিংসা, উৎসাহ, মোহ, প্রমাদ, কৌসীদ্য অর্থাৎ ভোগ তৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা, আলস্য, ঔদ্ধত্য, অলসভাব, অনপত্রপ্য, ক্রোধ, উপনাহ, শাঠ্য, ঈর্ষ্যা, প্রদাশ, ম্রক্ষ ?, মাৎসর্য্য, মায়া, মদ, বিহিংসা, বিতর্ক ও বিচার। এতদ্ভিন্ন, চিত্রবিপ্রযুক্ত সংস্কার ১৩। "চিত্তবিপ্রযুক্তসংস্কারাস্ত্রয়োদশ !" যথা—প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, সভাগতা, অসংজ্ঞিক, সমাপ্তি, জীবন, জন্ম, জরা, স্থিতি, অনিত্যতা, নামকার, পদকার ও ব্যঞ্জনকার।

বিজ্ঞানবিভাগে ৬ প্রকার অবান্তর বিভাগ আছে। যথা— "ষট্ বিষয়া:" রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম। এ সকল আলয়বিজ্ঞান মূলক।

রূপং বিষয়স্বভাবম্ —রূপ শব্দের অর্থ দৃশ্য,তাহা বিষয়স্বভাব। বিষয়স্বভাব রূপ নীল, পীত, লোহিত, অবদাত, হরিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, পরিমণ্ডল, উন্নত, অবনত, সাত, বিসাত, অচ্ছ, ধূম্র, রজস্, মহিকা, ছায়া, আতপ, আলোক ও অন্ধকারাত্মক।

सप्त पुरुषवाक्‌शब्दाः। सप्त पुरुषहस्तादि शब्दा एत एव मनोज्ञा ऽमनोज्ञभेदेनाष्टाविंशतिः।—পুরুষোচ্চারিত বাক্যরূপ শব্দ ৭ প্রকার। হস্ত্যাদিজনিত শব্দও ৭ প্রকার। সে সকল মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ ভেদে দ্বিবিধ। সর্ব্বসমেত ২৮ প্রকার। পরিষ্কার কথা অর্থাৎ বাক্‌শক্তি সমুত্থ শব্দ ও নির্জীবপদার্থসমুত্থ শব্দ উক্ত উভয়প্রকারে বিভক্ত।

रसः षड्विधः।—রস ৬ প্রকার। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়।

चत्वारोगन्धाः।—গন্ধ চতুর্ব্বিধ। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সমগন্ধ ও বিষমগন্ধ।

এই সমুদায় বিভাগ বৌদ্ধদর্শনের অনুযায়ী এবং এ সকলের বিশেষ বিবরণ প্রত্যেক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে। ঐ সকল পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানের নিমিত্ত একটী চিত্র প্রদত্ত হইল, মনোযোগ সহ দেখিলে ও পাঠ করিলে অধিকাংশ বোধগম্য হইতে পারিবে।

पूर्णताप्राप्त्यवस्था दश।—পূর্ণতা লাভের উত্তরোত্তর দশ প্রকার অবস্থা বা শ্রেণী আছে। যথা—প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চ্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, মধুময়ী বা সাধুমতী, ও ধর্ম্মমেঘ। এই সকল অবস্থা বর্গ ও ভূমি নামেও পরিভাষিত হইয়াছে।

दशपारमिताः

- সংস্কৃতধর্ম্ম।
  - রূপ
    - চক্ষুস্, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় — ইন্দ্রিয়
    - রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ — বিষয়
    - অবিজ্ঞপ্তি
  - চিত্ত
    - বিজ্ঞান মনস্ চিত্ত
      (একই অর্থ)
      যাহা চিত্ত তাহাই মন এবং
      তাহাই বিজ্ঞান।
  - চৈত্তধর্ম্ম (=চি

ার।
৭৫ ধ্যান
কার,
োধি-
া বা
কো-
তির
দ্ধ।
ল।
ার;
ৈত
ক্ত।
)।
দি।
নস

মন

মনীষম নং২

হস্ত্যাদি

ভেদে দ্বি

বাক্শক্তি র্ম্ম।

বিভক্ত

মন: ব

ও কথা

অসংস্কৃতধর্ম্ম। — আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ।

বল

বিষয়গ

(চিত্তসংপ্রযুক্ত সংস্কার)

চিত্তবিপ্রযুক্ত সংস্কার

প্রাপ্তি	জাতি
অপ্রাপ্তি	স্থিতি
সভাগতা	জরা
অসংজ্ঞিক	অনিত্যতা
অসজ্ঞিসমাপত্তি	নামকায়
নিরোধসমাপত্তি	পদকায়
জীবিত	ব্যঞ্জনকায়

এই

বিশেষ

আছে।

প্রদত্ত হ

বোধগম

পূর্ব

অবস্থা ব

অর্চ্চিম্ম

সাধুমত

পরিভা

এত

दानं शीलञ्च शान्तिश्च ध्यानं वीर्य्यं बलं तथा ।
उपायः प्रणिधिः प्रज्ञा ज्ञानं सर्व्वगतं हि तत् ॥

দান অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার। শীল-সাধুতা, ইহা দশপ্রকার। ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। শান্তি=অলংবুদ্ধি। ধ্যান বলা হইয়াছে। বীর্য্য—নির্ব্বাণ লাভে উৎসাহ। বল দশ প্রকার, তাহা পরিশিষ্টে বলা হইবে। উপায়ও বলা হইবে। প্রণিধি-নিগূঢ় জ্ঞান অথবা সূক্ষ্ম দর্শন। প্রজ্ঞা—জ্ঞানের উন্নত অবস্থা বা একপ্রকার সর্ব্বগত জ্ঞান যাহা সার্ব্বভৌমিক সত্যের বা লোকোত্তর ধর্ম্মের প্রতীতি আখ্যায় প্রসিদ্ধ।

त्रयमीन्नत्यम्।—নির্ব্বাণ জ্ঞান লাভ হইলে ত্রিবিধ উন্নতির অবস্থা আইসে। প্রথমে বোধিসত্ত্ব, পরে অর্হৎ, তৎপরে বুদ্ধ। বুদ্ধ হওয়াই চরম উন্নতি।

उपायो द्विविध.।—উপায় দুই প্রকার। প্রতিকূল ও অনুকূল। এই উপায় দ্বয়ের বিবরণ এইরূপ—

প্রথমে প্রতিকূল, পরে অনুকূল। প্রথমোক্তটী দশ প্রকার; দ্বিতীয়টী অষ্টাঙ্গ। প্রতিকূল যথা—আত্মভ্রম বা স্বকীয় দ্বৈত ভাব। সন্দেহ। শীলব্রহ্মপরামর্শ বা ক্রিয়াকলাপে আনুরক্তি। কাম। ক্রোধ। রাগ (ইহ জীবনের ও স্বর্গীয় জীবনের স্পৃহা)। মান। ঔদ্ধত্য। আধিক্য। অনুকূল যথা—সম্যক্ দৃষ্টি ইত্যাদি। সম্যক দৃষ্টি প্রভৃতির স্বরূপ বলা হইয়াছে।

दुःखं पञ्चविधम्।—রাগ,দ্বেষ,মোহ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার মানস

বিকার দুঃখ নামে খ্যাত। ঐ সকল ভাববিকারই দুঃখ। দুঃখ প্রাণিমাত্রেরই প্রতিকূল বেদনীয়। দুঃখের বিনাশ হইলেই চিত্ত নির্ব্বাণ লাভে ক্ষমবান্ হয়। চিত্ত হইতে ঐ সকল বিকার অপসারিত করিতে না পারিলে দুঃখের অবসান হয় না। দুঃখের অবসান অর্থাৎ নিরোধ (অনুত্থান) না হইলেও নির্ব্বাণ লাভ হয় না।

বুদ্ধ-বুদ্ধভাবী।—বুদ্ধ ও প্রাপ্তবুদ্ধভাব। তাৎপর্য্যার্থ এইরূপঃ—মূলে এক আদি বুদ্ধ আছেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ, অনাদি, অনন্ত, চিৎস্বরূপ, অশরীরী, মূলাধার ও সকলের কারণ।* তাঁহা হইতে পৃথক্ পঞ্চ বুদ্ধ আবির্ভূত হয়। সেই সকল বুদ্ধ আদি বুদ্ধের অধীন। ইহাঁরা পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ। সেই পাঁচ আত্মরূপ হইতে ত্রিবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর রূপ বিভিন্ন, জাতিও বিভিন্ন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব মানবীয় রচনা বোধিসত্বদিগের ক্রিয়া এবং বোধিসত্বেরাই ঐ সকলের শাস্তা। এই জড়াজড় অর্থাৎ চেতনাচেতন ব্যাহিত জগৎ উল্লিখিত পঞ্চ বুদ্ধ হইত জন্মলাভ করিয়াছে। আদি বুদ্ধ এতৎসমূহের উদাসীন দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষি-রূপী। ষষ্ঠ বুদ্ধ বজ্রসত্ব। এই বজ্রসত্ব আদি বুদ্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়া

---

* আদি বুদ্ধের এই কএকটি লক্ষণ বেদান্তোক্ত ব্রহ্মলক্ষণের সহিত সমান। অন্য পাঁচ বুদ্ধের সহিত বেদান্তোক্ত হিরণ্যাগর্ভাদিয় ঐরূপ সমানতা অনুভূত হয়।

মানবের চিত্ত, ভাব ও বেদনা (অনুভব) উৎপাদন করিয়া থাকেন। রত্নপাণি, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, পদ্মপাণি, এই বুদ্ধ পঞ্চক বা পাঁচ বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টি ও শাসনকর্ত্তা হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগের শাসন ও রক্ষাকর্ত্তা পদ্মপাণি ও অবলোকিতেশ্বর। এ সকল কথা নাগার্জ্জুন কৃত ধর্ম্মসূত্র গ্রন্থে না থাকিলেও অভিধর্ম্মচিন্তামণি ও সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক বৌদ্ধগ্রন্থদ্বয়ে আছে, সে জন্য এ সকল কথা বলা এতৎপ্রবন্ধের অনুপযোগী নহে।

পরিশিষ্ট।

এই বুদ্ধদেব পুস্তক লিখিতে যে সকল কথা অবশ্য বক্তব্য বলিয়া স্থির ছিল—তাহার অনেক কথা সেই সেই স্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই এবং অনেকগুলি বক্তব্য "পরিশিষ্ট দেখুন" বলিয়া ফুটনোটে বরাৎ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তদনুরোধে এই সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইল। ইহাতে যে সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট হইল, বিবেচনা হয়, তদ্দ্বারা এতৎপুস্তকের বিশেষ পুষ্টি প্রসাধিত হইবে।

(क) सुजातस्य खलु इच्चाकु राज्ञो पञ्च पुत्रा अभूषि,
ओपुरोनिपुरो करकण्डको उल्कामुखो हस्तिक शीर्षो—
[ইত্যাদি মহাবস্তু অবদান গ্রন্থ দেখ।

(ख) अनुहिमवन्ते कपिलो नाम ऋषि: प्रतिवसति
पञ्चाभिज्ञ चतुर्ध्यानलाभी महर्द्धिको महानुभावो तस्य
तं आश्रमपदं महाविस्तीर्णं रमणीयं मूलपुष्पोपितं
पत्रोपितं फलोपितं पानीयोपितं मूलसहस्र उपशोभितम्
महं चात्र शाकोटवनखण्डम्। इत्यादि—

[মহাবস্তু অবদান।

(গ) ঘন্নাত্মা আহনুস্ত। মহারাজ অনুহিমবন্ত মহাসাকোঠবন-
খণ্ডং তহিং কুমারা প্রতিবসন্তি।

[ইত্যাদি মহাবস্তু গ্রন্থ দেখ।

(ঘ) ঘ চিহ্নিত পরিশিষ্টে ললিত বিস্তরের গাথা উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু নিষ্প্রয়োজন বিধায় তাহা পরিত্যাগ করা হইল।

সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, সমন্তভদ্র, ভগবান্, লোকজিৎ, মারজিৎ, জিন, জিন্, ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা ও মুনি,=এই সকল নাম পূর্ব্বাপর সমুদায় বুদ্ধের। আর শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, গৌতম, অর্কবন্ধু ও মায়াদেবীসুত,—এই ৬টী নাম কেবলমাত্র শাক্যসিংহের। শাক্যসিংহ শেষ বুদ্ধ, সে জন্য তাঁহারও ঐ ১৮ নাম ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধমতে তথা শব্দের অর্থ সত্য; তাহা তিনিই জানিয়াছিলেন, সে কারণে তাঁহার নাম "তথাগত"।

দিব্য চক্ষুঃ শ্রোত্র, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি অর্থাৎ জাতিস্মরত্ব, আত্মজ্ঞান, আকাশগমন ও কায়ব্যূহসিদ্ধি, এই ৬টী সম্যক্‌রূপে জানিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ষড়ভিজ্ঞ। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মবীরত্ব, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায় (অনুকূল ও প্রতিকূল পথদ্বয়), প্রণিধি ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান অর্থাৎ

সর্ব্বজ্ঞতা;—এই দশ প্রকার বল অর্থাৎ সামর্থ্য থাকায় বুদ্ধ মাত্রেই "দশবল" নামে খ্যাত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব পৃথক্। বুদ্ধলক্ষণও সে স্থানে বলা হইয়াছে কিন্তু বোধিসত্ত্বের একটী পৃথক্ লক্ষণ আছে, তাহা বলা হয় নাই। সেটী এই—

"लोके भगवती-लोक-नाथादारभ्य केवलम् ।
ये जन्तवोगतक्लेशा बोधिसत्वानवेहि तान् ॥
आगसोऽपि न कुप्यन्ति क्षमया चोपकुर्व्वते ।
बोधिं स्वस्यैव नेच्छन्ति ते विश्वधरणोद्यमाः ॥

ভগবান্ লোকনাথ অর্থাৎ মহাভাগ শাক্যসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল জীব ক্লেশমুক্ত (নির্ব্বাণপদপ্রাপ্ত) হইয়াছে—তাঁহাদিগকে তোমরা বোধিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। বোধিসত্ত্ব=বোধিপ্রাপ্ত জীব। বোধি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান।

কেহ অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমা গুণে উপকার করেন, সদা অন্যকেও গতক্লেশ (মুক্ত বা নির্ব্বাপিত) করিতে সতত ইচ্ছুক, তাঁহারাই বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহারাই বিশ্ব উদ্ধারার্থ উদ্যমশীল।

বৌদ্ধেরা বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম নবধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম পূর্ব্বে এ লোকে প্রকাশ ছিল না, ভগবান্ শাক্যসিংহ এই অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্ম পৃথি-

বীতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচারিত করায় জগতের তাপ পাপ নিবারিত হইয়াছে, এই বিশ্বাসে বৌদ্ধেরা তাঁহাকে "জরামরণবিঘাতী-ভিষগ্বর" বলিয়া ঘোষণা করে।

বৌদ্ধদিগের মতে মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত কষ্টদায়ক। জন্মিলেই জীবকে জরামরণ ব্যাধির ও মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। এ জন্য মনুষ্য মাত্রেরই নির্ব্বাণ কামনা করা অতীব কর্ত্তব্য।

বৌদ্ধেরা পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম মানে। একথা পুনঃ পুনঃ বলা
হইয়াছে। ইহাদের মতে মানব নিজ কর্ম্মের ফল ভোগার্থ
বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। এমন কি, ভগবান্ শাক্য-
সিংহও হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পশু যোনিতে ও অন্যান্য তির্য্যক্
যোনিতে উৎপন্ন হইয়া শেষে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
সংসার কষ্টে পরিপূর্ণ, নির্ব্বাণই সুখ ও কষ্টের শান্তি। *

[মহাবস্তু অবদান।

বুদ্ধের উপদেশমালা মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা প্রায়ই স্বভাববাদী। তাঁহারা বলেন, স্বভাব সৃষ্ট হয় নাই, চিরকালই এক অবস্থায় আছে। অনেক

* ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু গ্রন্থ দেখ।

ইংরাজ পণ্ডিত এই মতে মত দিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী কোন কোন বৌদ্ধাচার্য্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষেধার্থ কৌশলময় কূট-তর্কপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে আমরা আধুনিক বৌদ্ধদিগকে ঈশ্বর-নাস্তিক বলিয়া থাকি। কিন্তু ভগবান্ শাক্যসিংহের মনে যে কি ছিল—তাহা আমরা এখন অনুমান করা দুঃসাধ্য বোধ করি। পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা যে কএকটী বাক্যকে বুদ্ধবাক্য বলিয়া প্রচারিত করিয়াছে বা পরিচয় দিয়াছে—সেই বাক্যগুলি যদি সত্য সত্যই বুদ্ধমুখোচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই সেই বাক্যের তাৎপর্য্য অনুসারে বুদ্ধদেবকে স্বভাববাদী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। বাক্যগুলি এই—

"उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थितैवैषां धर्म्मानां धार्म्मता धर्म्मस्थितिता धर्म्मनियामकता प्रतीत्यसमुत्पादानुलोमतेति। अथ पुनरयं प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यां भवति हेतूपनिबन्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्चेति। यदिदं बीजादङ्कुरोऽङ्कुरात् पत्रं पत्रात्काण्डं काण्डान्नालं नालाद्गर्भो गर्भाच्छूकं शूकात् पुष्पं पुष्पात् फलमिति। असति बीजेऽङ्कुरो न भवति यावदसति पुष्पे फलन्न भवति सति तु बीजेऽङ्कुरो भवति यावत् पुष्पे सति फलमिति। तत्र बीजस्य नैवम्भवति ज्ञानं अहमङ्कुरं निर्वर्त्तयामीत्यङ्कुरस्यापि नैवं भवति ज्ञानं अहं बीजेन निर्व्वर्त्तित इति। * * इत्ययं हेतूपनिबन्धः। प्रत्ययोनिबन्धः प्रतीत्यसमुत्पादस्योच्यते। प्रत्ययो हेतूनां समवाय इति। षण्णां धातूनां समवायात् बीजहेतुरङ्कुरो जायते। तत्र पृथिवी धातुः बीजस्य संग्रहकृत्यं करोति

यथाऽङ्कुरः कठिनो भवति। अप् धातुर्बीजं स्नेहयति तेजोधातु-र्बीजं परिपाचयति वायुधातुर्बीजमभिनिर्हरति यतोऽङ्कुरो बीना-न्निर्गच्छति। आकाश धातुर्बीजस्यानावरणकृत्यं करोति। रूप धातुरपि बीजस्य परिणामं करोति। तदेतेषां धातूनां समवाये बीजे रोहत्यङ्कुरो तद्जायते नान्यथा। तत्र पृथिवीधातो नैवं भवति ज्ञानं तावत् अहमेव बीजस्य संग्रहकृत्यं करोमीति। * * * आध्यात्मिकः प्रतीत्यसमुत्-पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यां भवति हेतूपनिबन्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्चेति। तत्रास्य हेतूपनिबन्धो यथा—यदिदमविद्या प्रत्ययाः संस्कारा यावज्जाति प्रत्ययं जरामरणादीति। अविद्याचेन्नाभविष्यत् नैवं संस्कारा अज-निष्यन्त * * * *। तत्राविद्याया नैवं भवति ज्ञानमहं संस्कारा-नभिनिर्वर्त्तयामीति। * * * अथ च सत्स्वप्यविद्यादिषु स्वयमचेतनेषु चेतनान्तरानधितेष्वपि संस्कारादीना मुत्पत्तिर्दृश्यते बीजादिष्विव सत्-स्वप्यचेतनेषु चेतनान्तरानधिष्ठितेष्वप्यङ्कुरादीनामिति। इदं प्रतीत्यं प्राप्येदमुत्पद्यत इति एतावन्मात्रस्य दृष्टत्वात् चेतनाधिष्ठानस्यानुपलब्धेः। सोऽयमाध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुदायस्य हेतूपनिबन्धः। अथ खलु प्रत्य-योपनिबन्धः—पृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाश विज्ञानधातूनां समवायाद्भवति कायः। तत्र कायस्य पृथिवीधातुः काठिन्यं निवर्त्तयति अप् धातुः स्नेह-यति कायम् * * * यदाध्यात्मिकाः पृथिव्यादिधातवो भवन्त्याविकलास्तदा सर्व्वेषां समवायाद्भवति कायस्योत्पत्तिः। तत्र पृथिव्यादिधातूनां नैवं भवति ज्ञानं वयं कायस्य काठिन्यादिकं अभिनिर्वर्त्तयाम इति। अथच पृथिव्यादिधातुभ्योऽचेतनेभ्यश्चेतनान्तरानधिष्ठितेभ्योऽङ्कुरस्येव भवति काय-स्योत्पत्तिः। सोऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो दृष्टत्वान्नान्यथयितव्यः। ***इत्यादि।

এই সমুদয় কথার ও নক্ষত্র-চিহ্ন-চিহ্নিত পরিলুপ্ত বা পরিত্যক্ত কথার অভিপ্রেতার্থ এইরূপ—

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই। তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ভগবান্ শাক্যসিংহ শিষ্যগণের নিকট জগতের কার্য্যকরণভাব বর্ণন করিতেছেন।

বস্তুমাত্রেই প্রাতীতিক অর্থাৎ প্রতীতিনির্ম্মিত। সেই জন্য, এ সকল প্রতীত্য নামে ব্যবহৃত। সমুদায় কার্য্যের অর্থাৎ জন্য বস্তুর দুই প্রকার কারণ দৃষ্ট হয়। এক প্রকার কারণের নাম হেতূপনিবন্ধ, দ্বিতীয় প্রত্যয়োপনিবন্ধ। হেতূপনিবন্ধের লক্ষণ এই যে, কার্য্যোৎপত্তিকালে কেবল মাত্র কতিপয় হেতুভাব বিদ্যমান থাকা। যেমন অঙ্কুরোৎপত্তিরূপ কার্য্যে বীজের হেতুভাব বিদ্যমান থাকে। প্রত্যয়োপনিবন্ধের লক্ষণ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে কারণদ্রব্যের সমবায় অর্থাৎ মিলিতসংযোগের অস্তিত্ব থাকা। যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে পৃথিবী ধাতু, জল ও পবনাদির সমবায় থাকে। এই দ্বিবিধ কারণ বাহ্য জগতে ও অধ্যাত্ম জগতে উভয়ত্রই বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বাহ্য-প্রতীত্য বিষয়ে অর্থাৎ ঘট পট বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, পরে অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ডের পর নাল, তৎপরে গর্ভ, শূক (পুষ্পের ও ফলের কোষ), পুষ্প ও ফল। এই ফল পুনর্ব্বার বীজত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্রমপরিপাটী অবলম্বিত পরিণাম,

হইতে যে একটীর পরে আর একটী জন্মলাভ করে, তাহা ঐ হেতুভাব অবলম্বনেই করে। ঐ গুলিই দৃষ্টহেতু। সেই জন্য ঐরূপ হেতুভাব হেতূপনিবন্ধ নামে পরিভাষিত। বীজ ব্যতিরেকে অঙ্কুর জন্মে না, পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না, বীজ থাকায় অঙ্কুর ও পুষ্প থাকায় ফল জন্মিতে দেখা যায়। এই ব্যতিরেক ও অন্বয় যুক্তি বীজাদির হেতুভাব অবধারণ করায়। এই স্থানে ভাবিয়া দেখ, বীজে অঙ্কুর জন্মায়, অথচ বীজের এমন জ্ঞান হয় না ও নাই যে, আমি বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মাইতেছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই ঐরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, তাহাতে অন্য কোন চেতনের অধিষ্ঠান (অধ্যক্ষতা) না থাকিলেও, কার্য্যকারণ ভাবের ব্যত্যয় হয় না। প্রত্যুত তাহা নিয়মিতরূপেই নির্ব্বাহ পায়। অর্থাৎ ঐ সকল আপনা আপনি উৎপন্ন হয় ও উৎপাদন করে। কোনরূপ ব্যতিক্রম বা অন্যথা হয় না। অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি হেতুভাব যদ্রূপ, প্রত্যয়ভাবও তদ্রূপ। (প্রত্যয়ভাব = বহু কারণ দ্রব্যের সমবায় বা সংযোগ)। পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ ও রূপ,— এই ছয়টীর সমবায়ে উক্ত অঙ্কুর জন্মে। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রহ কার্য্য (জমাট) করে ও কাঠিন্য জন্মায়। জল ধাতু অঙ্কুরকে স্নিগ্ধ রাখে, শুকাইতে দেয় না ও অঙ্কুরে উচ্ছূনতা জন্মায়। তেজ তাহাকে পরিপাক করে, পরিণামিত করে, বায়ু ধাতু অঙ্কুরকে বহির্গত করায়, আকাশ স্থান দান করে, বাড়িবার অবসর

দেয়। রূপ ধাতু তাহাকে রূপান্তরে স্থাপন করে। অর্থাৎ দৃশ্য করায়। এইরূপে পৃথিব্যাদি ষড়ধাতুর সমবায়ে অঙ্কুরাদি কার্য্য আত্মলাভ করিতেছে। ঐ সকলের সমবায় (সংযোগ) ব্যতীত কোন কার্য্য আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবী ধাতুর এমন জ্ঞান নাই বা হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার জন্য বীজকে কঠিন করিতেছি, উচ্ছূন করিতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি পৃথিবীকর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপাদিত হইয়াছি বা হইতেছি। অথবা পৃথিবীকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিলাম। এ স্থলেও চেতনের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। বাহ্যবস্তু যেমন চেতনকর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপাদিত নহে। অর্থাৎ সে সকলের যেমন কোন চেতন স্রষ্টা নাই, তেমনি, অধ্যাত্মিক পদার্থও কাহার কর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্ট হয় নাই। কেননা, আধ্যাত্মিক কার্য্যবিভাগও পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। আধ্যাত্মিক কার্য্যসমুৎ-পাদপক্ষে পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় যেরূপে কার্য্যকারী হয় তাহাও বলিতেছি।

অবিদ্যা, সংস্কার, জাতি (জন্ম), জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর বা পর পর হেতু-হেতুমদ্ভাব আছে। তদ্ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, বিজ্ঞান, এই ষড়্বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায়ও আছে। সমবায় ব্যতীত দেহোৎপত্তি হয় না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতীত জন্ম হয় না, জন্ম না হইলেও জরা মরণ হয় না। এখানেও দেখ, অবিদ্যা যখন

সংস্কার জন্মায়, তখন তাহার এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার জন্মাইতেছি। সংস্কারেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে আত্মলাভ করিতেছি বা করিয়াছি। এখানেও বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতির চৈতন্য না থাকিলেও এবং স্বতন্ত্র চেতনের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অবিদ্যাদি হইতে সংস্কারাদির জন্মলাভ হইতে দেখা যায়। এই আধ্যাত্মিক হেতুপনিবন্ধ যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধও সেইরূপ জানিবে। পূর্ব্বোক্ত ষড়ধাতুর সমবায়ে শরীরের উৎপত্তি হয়। তাহাতে পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য জন্মায়, জল ধাতু শরীরকে স্নিগ্ধ রাখে, তেজ ভুক্তান্ন পরিপাক করে, বায়ু শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ইহার ছিদ্র জন্মায় (ছিদ্র=দেহস্থ স্রোতোদ্বার) এবং বিজ্ঞান ধাতু ইহাতে নামরূপ আহিত করে। বিজ্ঞান ধাতু পঞ্চ স্কন্ধাত্মক। (পঞ্চ স্কন্ধ বলা হইয়াছে)। ঐ ষড় ধাতু অবিকল ও সমবায়প্রাপ্ত হইয়া শরীর জন্মায়, অবিকল ও সমবায় প্রাপ্ত না হইলে শরীর হয় না। এ স্থলেও পৃথিবী ধাতুর জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরে কাঠিন্য জন্মাইতেছি এবং কাঠিন্যেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি পৃথিবী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতেছি বা হইয়াছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানান্তরের জন্ম হয়, অথচ শরীর জানে না যে, আমি বিজ্ঞান (চৈতন্য বা আত্মা) জন্মাইতেছি। পৃথিব্যাদি সমস্তই অচেতন, স্বয়ং অচেতন, স্বয়ং অচেতন হইলেও এবং চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও

উক্ত ধাতুনিচয় হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অন্যথা করিবার উপায় নাই।

উক্ত ধাতুষট্‌কের সমবায়কে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সত্ত্ব, পুদ্গল ও মনুজ প্রভৃতি বলে। আবার সেই পিণ্ডের স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি সংজ্ঞা কল্পিত হয়। ইহাকেই আবার অনর্থশতসন্তার সংসার বলে, ইহার মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ানুরাগ, দ্বেষ ও মোহ জন্মে। পদার্থাকার বিজ্ঞান-বিশেষের নাম বিষয়। বিষয় আবার চার প্রকার। (এ সকল দেখান হইয়াছে)। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ, নাম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। দুই বিজ্ঞানের একীভাব নামরূপের আশ্রয় শরীর। শীরের কলল বুদ্বুদাদি অবস্থা আছে। সে সকল ও নাম, রূপ, তন্মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল এই দৃশ্য দেহের আশ্রিত বলিয়া, দেহ ষড়ায়তন নামে খ্যাত। ইত্যাদি। *

বৌদ্ধগণের নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধবাক্য—যাহা উদ্ধৃত করিয়া মর্ম্মানুবাদ করা হইল—তাহা প্রকৃত বুদ্ধবাক্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কারণ, বুদ্ধ কোনও সময়ে সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দেন নাই। সমস্তই প্রাকৃত, পালী বা তৎকালে তদ্দেশ প্রচলিত ব্যবহার্য্য মাগধী ভাষায় বলিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের "ত্রিপেটক" পালি ভাষায় রচিত, তাহাতে লেখা আছে "বুদ্ধবাক্য সক নিরুক্তি'' অর্থাৎ বুদ্ধবাক সকল প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত। এতদ্ভিন্ন, বুদ্ধ এক স্থানে বলিয়াছিলেন, আমা র বাক্য সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিও না। করিলে অপরাধ হইবে। আমি যেমন প্রাকৃত ভাষায় বলিতেছি, ইহা এইরূপ রাখিও। গ্রন্থাদিতে ইহা এই

বুদ্ধের এই বাক্য শুনিলে আপাততঃ তাঁহার ঈশ্বর-নাস্তিকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এ বাক্য যে বুদ্ধমুখোচ্চারিত তাহার প্রমাণ কি? আমরা ঐ বাক্যকে বুদ্ধবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। অনুমান হয়, উহা পরবর্ত্তী কোন এক বৌদ্ধ আচার্য্যের বাক্য। যাহাই হউক, ঐ বাক্যে ইহাই দেখান হইয়াছে যে, কোন মেধাবান্ স্বতন্ত্র স্থির পুরুষ এতজ্জগতের কর্ত্তা নহে।

ত্রিপেটক বা ত্রিরত্ন। * অভিধর্ম্ম, সূত্র ও বিনয়, এই তিন গ্রন্থকে ত্রিপেটক ও ত্রিরত্ন বলে। বুদ্ধদেব নিজে গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্য কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র এবং উপালী নামক তদীয় এক জন শূদ্র শিষ্য বিনয় নামক গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এই রত্নত্রয়ে বা ত্রিপেটকে ভগবান্ শাক্য সিংহের সমুদায় কথা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাই বৌদ্ধদিগের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থত্রিতয়ের গর্ভস্থ প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখবিনিঃসৃত বলিয়া ভিক্ষুমণ্ডলী তাহার সমূহ সমাদর করিয়া থাকেন। এই ত্রিপেটকের অর্থ কথা মহারাজ মহেন্দ্র কর্ত্তৃক

রূপ ব্যবহার করিও। অতএব, এতদনুসারে ঐ উদ্ধৃত বাক্য বুদ্ধবাক্য না হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য-বাক্য বলিয়াই স্থির করা গেল।

* পেটক=পেটরা (বেত্রনির্ম্মিত সিন্ধুক)। ত্রিপেটক অর্থাৎ তিনটী পেটরা। বুদ্ধ বাক্য রাখিবার সিন্ধুক। রত্ন শব্দে শ্রেষ্ঠ। তিনটী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

প্রথমে সিংহলদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছিল। বিনয় পেটকে শাক্য-সিংহের জীবন বৃত্তান্ত ও বৌদ্ধদিগের সৎকর্ম্মপদ্ধতি সংকলিত আছে। সূত্র পেটকে শাক্যসিংহের উপদেশ মালা সংগৃহীত আছে। অভিধর্ম্ম পেটকে বুদ্ধ মতের নিগূঢ় আত্মতত্ত্বাদি নিরূপিত আছে।

বুদ্ধের ও বৌদ্ধশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

বুদ্ধের ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্য অতি সুন্দর। নির্ব্বাণলাভ করাই বৌদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য ; নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্যই বৌদ্ধেরা নানাবিধ শারীরিক মানসিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। ভগবান্ শাক্যসিংহও পুনঃ পুনঃ জন্মযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার প্রত্যাশায় ষাড়বার্ষিক মহাযোগ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে জন্মগ্রহণই কষ্ট এবং নির্ব্বাণই পরম সুখ। যথা—

"জিগ্‌ধতা পরমরীগ সংকর পরমম্ দুখম্।
এতম্ নত্য যথাভূতম্ নিব্বাণম্ পরমম্ সুখম্।"

অর্থ এই যে, যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, সেই রূপ, জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক। একমাত্র নির্ব্বাণই পরম সুখ।

আজ্ঞা দশক। যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় বুদ্ধদেবেরও শিষ্যগণের প্রতি দশটী আজ্ঞা প্রচারিত আছে। তাহা এই—

১। জীব হিংসা করিও না।

২। চুরি করিও না।

৩। পরদার ইচ্ছা করিও না।

৪। মিথ্যা বলিও না।

৫। মাদক সেবন করিও না।

এই পাঁচ আজ্ঞা সাধারণের প্রতি, এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুদিগের প্রতি আর পাঁচটী আজ্ঞা আছে। সে পাঁচটী এই—

১। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আহার করিবে।

২। নাট্য, ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি বিষয়ে বিরত থাকিবে।

৩। অলঙ্কারাদি ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিও না।

৪। সুখসেব্য কোমল শয্যায় শয়ন করিও না।

৫। মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য কি অন্য কোন ধাতু গ্রহণ করিও না।

"কৃত্তিঃ কামণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্ণমজ্জনম্।
সঙ্ঘীরক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ॥"

চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীরবস্ত্র, পূর্ব্বাহ্ণ স্নান অর্থাৎ প্রাতঃস্নান, সঙ্ঘ অর্থাৎ বহুসমধর্ম্মিসহবাস ও গৈরিক বস্ত্র। এই কয়েকটী বৌদ্ধদিগের যতি-ধর্ম্মের বাহিক চিহ্ন।

মালা জপ। বৌদ্ধেরাও মালা জপ করে। তাহারা মালা জপিবার সময় "অনাত্য দুঃখম্ অনাত্য" এই পালী বাক্য উচ্চারণ করে। সিংহলীয় বৌদ্ধেরা মালা জপিবার সময় "মণি পদ্মে হুং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।

উপাসনা। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের ন্যায় উপাসনা করে না। তাহারা কেবল বিহারে বুদ্ধমূর্ত্তিসমীপে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে। খুদ্দক পাঠ আবৃত্তি করে এবং পূর্ব্বোক্ত বন্দনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে। কেহ কেহ ধূপাদি দানও করে। খুদ্দক পাঠ যথা—

"নমত স ভাগবত অর্হত সম সম বুদ্ধয: —
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘ শরণং গচ্ছামি, দুযতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্
গচ্ছামি, দ্যুতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি,
দ্যুতম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি, তীতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্
গচ্ছামি, তীতম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি, তীতম্পি
সংঘম্ শরণম্ গচ্ছামি॥ ইত্যাদি।

পাপদেশনা। যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা রোমান্ কাথলিক পাদ্রির নিকট প্রতি সপ্তাহে আপন আপন পাপকার্য্য স্বীকার করিয়া আইসে, তেমনি বৌদ্ধেরাও পূর্ব্বকালে ধর্ম্মসঙ্গমমধ্যে গমন করিয়া স্থবিরগণের নিকট স্ব স্ব পাপ কার্য্য স্বীকার

করিয়া আসিতেন। তদবধি বৌদ্ধগণের মধ্যে আজিও মাসে দুই বার সভা করিবার নিয়ম প্রচারিত আছে।

নীতি। বুদ্ধের নীতিও অতি চমৎকার। তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। ধর্ম্মপদ গ্রন্থে বৌদ্ধনীতি বিবৃত আছে।

অর্থশাস্ত্র।—রাজকীয় ব্যবহার শাস্ত্র বৌদ্ধদিগের স্বতন্ত্র-প্রকার। তাহাদের ব্যবহার শাস্ত্র অর্থাৎ দায়ভাগ এতদ্দেশে নাই। চীন ও বর্ম্মা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আছে।

তীর্থসেবা।—বৌদ্ধেরাও তীর্থ পর্য্যটন করে। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান বৌদ্ধগণের তীর্থ ভূমি। অধিকন্তু বিহারস্থান গুলি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় ও অত্যন্ত বিখ্যাত। যে স্থলে শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, বুধ-গয়াস্থ সেই স্থান বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ।

দেবতা।—বৌদ্ধমতে সংক্ষেপতঃ চারি শ্রেণীর দেবতা আছে। সেই চারি শ্রেণীর অবান্তর বিভাগ বা অবান্তর শ্রেণী অনেক। সে সকল বলা হইয়াছে।

চারি শ্রেণী দেবতার বিহার-ভূমি কানন বা উদ্যান যথা-ক্রমে মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ ও সুমানস নামে খ্যাত আছে।

ইহাদের মতে, দেবসভা সুধর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ। দেবপুরীর অন্য নাম সুদর্শন এবং তাঁহাদের প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত।

কামাবচর দেবতার জাতি ছয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই ছয়ের বিবরণ।—চাতুর্ম্মহারাজকায়িক, ত্রয়স্ত্রিংশ, তুষিত, যাম্য, নির্ম্মাণরতি, পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়,—ত্রিদশ, অগ্নিস্বাত্ত, যাম্য, তুষিত, পরিনির্ম্মিত বশী ও অপরিনির্ম্মিতবশী। ইহারা মহেন্দ্রলোকে বাস করেন এবং ইহারা সকলেই কামাবচর অর্থাৎ সংকল্পসিদ্ধ। সংকল্প মাত্রে ভোগ্য বিষয় সকল ইহাদের সন্নিহিত হয়, তাই ইহারা পূজ্য এবং কামাবচর অর্থাৎ সংকল্পসিদ্ধ। ইহারা অপ্সরঃ পরিবৃত হইয়া বাস করেন। অর্থাৎ এই লোকে অপ্সরাগণ বাস করে। ইহাদের দেহ ঔপপাদিক অর্থাৎ শুক্রশোণিত সংযোগজাত নহে। বিশুদ্ধ ভৌতিক পরমাণু প্রভব।

বলা হইয়াছে যে, রূপাবচর দেবতার জাতি অষ্টাদশ। তাঁহাদের বিবরণ যথা,—ব্রহ্মকায়িক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ দেবজাতির মধ্যে সকলেই মহাভূতবশী। অর্থাৎ ঐ সকল দেবতা যখন যাহা ইচ্ছা করেন মহাভূত তখনই তাঁহাদের ভোগার্থ সেই সেই রূপে পরিণত হয়। এবং ঐ কারণে তাঁহারা রূপাবচর নামে খ্যাত। এ সকল দেবজাতি ধ্যানাহার অর্থাৎ ধ্যান মাত্রে পরিতৃপ্ত। (ভক্ষণ করেন না, ধ্যান করিয়া ভক্ষণের ফল তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ করেন)। ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী

ইন্দ্রিয়বশী। কোন কোন শ্রেণী ভূতেন্দ্রিয়বশী এবং কোন কোন শ্রেণী ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান অধরভূমিতে আইসে না এবং অনেকেই ঊর্দ্ধরেতা ও অপ্রতিহতজ্ঞান। কোন কোন গ্রন্থে অন্যরূপ বিভাগও দেখা যায়। যথা,—প্রাজাপত্য লোকের অন্তর্গত মহর্নামক লোকে পাঁচ শ্রেণীর দেবতা বাস করেন। কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ বা অপ্রমাণাভ ও প্রচিতাভ বা পবিত্রাভ। ইহাঁরা মহাভূতবশী, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও ধ্যানাহার। ব্রহ্মার জন-নামক লোকে চারিজাতি দেবতা বাস করেন। ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর বা মহাব্রহ্ম। ইহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী ও ব্রহ্মার ন্যায় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ব্রহ্মার তপোনামক লোকে তিন প্রকার দেবতা বাস করেন। আভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর। ইহারা সকলেই ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী, ধ্যানাহার, ঊর্দ্ধরেতা ও অমোঘজ্ঞানসম্পন্ন। এই মতে পূর্ব্বোক্ত ষট্ক এতৎসঙ্গে সংযোজিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অরূপাবচর দেবজাতি ৪ প্রকার। তাঁহাদের বৃত্তান্ত এইরূপ—অরূপাবচর দেবতারা ব্রহ্মার সত্য নামক লোকে বাস করেন। ইহারা রূপবিহীন ও ইহাদের প্রচরণ স্থান আধারপরিহীন; সেইজন্য ইহারা অরূপাবচর নামে বিখ্যাত। ইহারা কেহই গৃহমধ্যে বাস করেন না এবং সক-লেই স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ। (মাত্র আপন শরীরেই অবস্থিতি

করেন)। মহাপ্রকৃতি ইঁহাদের বশীভূত এবং ইঁহারা মহাসংহার-কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। ইহাঁদের প্রথম শ্রেণী অচ্যুত নামে প্রসিদ্ধ। অচ্যুতেরা সবিতর্কধ্যানসুখে নিমগ্ন। সবিতর্কধ্যানসিদ্ধি আর বৌদ্ধদিগের মতের "আকাশানন্ত্যায়তনোপগ" তুল্যার্থ জানিবে। দ্বিতীয় শ্রেণী শুদ্ধনিবাস আখ্যায় পরিচিত। শুদ্ধনিবাস দেবতারা সবিচারধ্যানসুখে সুখী। সবিচারধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বা সেরূপ মোক্ষভাব প্রাপ্ত হওয়া "বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনোপগ", নামক সিদ্ধির সহিত সমান। তৃতীয় শ্রেণী সত্যাভ নামে পরিচিত। সত্যাভ দেবজাতি আনন্দমাত্রধ্যানসিদ্ধ। আনন্দধ্যানসিদ্ধি বা তাদৃশ মোক্ষ এতদীয় শাস্ত্রে "আকিঞ্চন্যায়তনোপগ" নামে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর দেবজাতি "সংজ্ঞাসংজ্ঞিন" নামে পরিচিত। ইঁহারা অস্মিতামাত্র-ধ্যান-রত। অস্মিতাসিদ্ধ দেবতারা ও যোগীরা এতদীয় শাস্ত্রে "নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়ত-নোপগ" নামে কথিত হইয়াছেন। এই ৪ শ্রেণীর দেবতা এতন্মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহাবৌদ্ধ বলিয়া প্রথিত আছেন।

শাক্যসিংহ যখন আরাড়কালাম প্রভৃতি গুরুর শিষ্য হন, তখন তিনি তাঁহাদের জ্ঞানের বা সিদ্ধির অল্পতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। সেই স্থানে দেখিবেন, লিখিত আছে, তাঁহারা "আকাশানন্ত্যায়তনোপগ" "বিজ্ঞানানন্ত্যায়ত-নোপগ" "আকিঞ্চন্যায়তনোপগ" "নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনোপগ" ইত্যাদি প্রকার সিদ্ধি জানিতেন। ঐ সকল শব্দের অর্থ অন্য

কিছু নহে; উপরে যাহা বলা হইল—তাহাই ঐ সকল শব্দের অর্থ। অর্থাৎ তাঁহাদের কেহ সবিচারসমাধিসিদ্ধ, কেহ বা সবিতর্কসমাধিসিদ্ধ, কেহ আনন্দসমাধি জানিতেন, কেহ বা অস্মিতা-সমাধি জানিতেন। সংজ্ঞাবেদনীয়নিরোধ নামক চরম সমাধি—যাহার দ্বারা জীবের নির্ব্বাণ লাভ হয়—তাহা তাঁহাদের কেহই জানিতেন না। সেই জন্যই ভগবান্ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মুক্তি-বিভাগ।

বৌদ্ধমতে মুক্তি ৮ প্রকার। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, এই ৪প্রকার এবং কোন কোন মতে তদতিরিক্ত নির্ব্বাণ নামক পঞ্চম প্রকার মুক্তি কথিত আছে; সেইরূপ, বৌদ্ধমতে ৮ প্রকার মুক্তি কথিত হইয়াছে। সিদ্ধি অনুসারেই মুক্তিলক্ষণ বিভক্ত হয় সুতরাং তাহা ৮ প্রকার হওয়া অসম্ভব নহে। রূপসিদ্ধ অর্থাৎ বিষয়সিদ্ধ হইতে পারিলে তাহাও এক প্রকার মোক্ষ। (১ম)। আধ্যাত্মিক অরূপ জ্ঞান অবলম্বনে বহিঃস্থ রূপের (বাহ্যবস্তুর)শূন্যতা বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিলে তাহা অন্য প্রকার মোক্ষ। (২য়)। এইরূপ, পর পর আর ৬ মোক্ষ এতন্মতে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চরম মোক্ষ নির্ব্বাণ।

ধর্ম্মসংগ্রহ গ্রন্থে ৩ প্রকার মোক্ষের কথাও আছে, তাহা ঐ ৮ মোক্ষের সংক্ষিপ্ত বিভাগ। *

নির্ব্বাণ।—বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও হিন্দু যোগীদিগের কৈবল্য একই তত্ত্ব। বুদ্ধ যাহাকে নির্ব্বাণ আখ্যায় অভিহিত করিতেন, হিন্দু যোগীরা তাহাকেই কৈবল্য (কেবল ভাব) বলিতেন। অতএব, বুদ্ধের নির্ব্বাণ নিতান্ত অভিনব পদার্থ নহে।

বিখ্যাত পণ্ডিত গোল্‌ডষ্টকার পাণিনি ব্যাকরণের "নির্ব্বাণোহবাতে" এই একটী সূত্র দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য সাহসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, নির্ব্বাণ শব্দ বুদ্ধের পূর্ব্বে বাত-বিরহিত অর্থেই ব্যবহৃত হইত, মোক্ষবিশেষ (নির্ব্বাণ) অর্থে ব্যবহৃত হইত না। বৈদেশিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের এই অদূরদর্শিতার বিষয় ৩য় ভাগ ঐতিহাসিক রহস্যের "পাণিনি" নামক প্রস্তাবে বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে।

---

* ৮ প্রকার ও ৩ প্রকার মোক্ষ এইরূপে লিখিত আছে। যথা—

रूपी रूपाणि पश्यति शून्यम्। अध्यात्मारूपसज्ञी बहिर्धा रूपाणि पश्यति शून्यम्। आकाशानन्त्यायतनं पश्यति शून्यम्। विज्ञानानन्त्यायतनं पश्यति शून्यम्। आकिञ्चन्यायतनं पश्यति शून्यम्।

नैवसंज्ञानासंज्ञायतनं पश्यति शून्यम्।

संज्ञावेदयितनिरोधं पश्यति शून्यम्॥

* * * शून्यता अनिमित्तः, अप्रणिहितश्च। इत्यादि।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ বলেন, "নির্ব্বাণং পরমং সুখম্", আমাদের ব্যাসমুনিও বলিয়াছেন—

"निर्वेदादेव निर्व्वाणं न च किञ्चिद्विचिन्तयेत्।
सुखं वै ब्राह्मणो ब्रह्म निर्वेदेनाधिगच्छति॥"
निर्व्वाणं—अस्त गमनम्। निर्वृतिः। इति मेदिनी।
विश्रान्तिः। इति हेमचन्द्रः। मुक्तिः। इत्यमरः॥

লোকমধ্যে "দীপ নির্ব্বাপিত হইল" এইরূপ প্রয়োগ থাকায় নির্ব্বাণ-শব্দের "নিভিয়া যাওয়া" এইরূপ ভাবের অর্থ প্রখ্যাত আছে। বস্তুতঃ নিভিয়া যাওয়াও শূন্যতা নহে। নির্ব্বাণ যে শূন্যতা নহে, তাহা বুদ্ধদেব নিজ মুখে বলিয়াছিলেন। কেবল, অদ্বয়, একরস হওয়া বা অহং-প্রবাহের নিরোধ, বিশ্রান্তি বা বিচ্ছেদ লাভ করা বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণ। বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণের সহিত "ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" "কৈবল্য মশ্নুতে" ইত্যাদি কথার মিল বা ঐক্য আছে।

বৌদ্ধমতে "চতুর্ধ্যানলাভী" ৪ প্রকার ধ্যান বা সমাধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের যোগশাস্ত্রেও ৪ প্রকার ধ্যান বা সমাধি কথিত আছে। ৪ প্রকার সমাধির নাম ও স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বুদ্ধ যে ষাড়বার্ষিক যোগ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমাদেরই যোগশাস্ত্রসম্মত। তৎপরে তিনি যে-উপায়ে বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণ-জ্ঞান লাভ করেন,—সে উপায় আমা-

দেরই যোগশাস্ত্রের নির্ব্বীজ-সমাধি লাভের উপায়। এ সকল কথা সেই সেই স্থানে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

বুদ্ধদেব আপনার জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পর পর-পর অবস্থা-নিচয় শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এই—

সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সমাধি, এই ৮ প্রকার সাধনের দ্বারা নির্ব্বাণের পরম শত্রু পাপ চিত্ত হইতে অপসৃত হয়। বুদ্ধের এ কথা নূতন নহে, কোনও হিন্দুশাস্ত্রের অপরিচিত নহে।

বুদ্ধ বলেন, সমাধির আবশ্যিক ফল চতুর্বিধ। বিবেক, একোতী-ভাব, উপেক্ষকত্ব ও স্মৃতিপরিশুদ্ধি। আমাদের প্রাচীন যোগ-শাস্ত্রেও ঐ চতুর্বিধ ফলের উপদেশ আছে; কেবল নাম কএকটী নাই। স্মৃতিপরিশুদ্ধি ও উপেক্ষেকত্ব, এ দুটী প্রকারান্তরে অভি-হিত আছে বলিলেও বলিতে পারি। (পাতঞ্জলদর্শন দেখুন)।

বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন—"প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎপদার্থের মূলপরিদর্শন হয় অর্থাৎ নির্ব্বাণ, মোক্ষ, শান্তি ও সমাধির প্রকৃত জ্ঞান প্রতীত বা উপলব্ধ হয়; তৎপরে অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা, ক্ষণনশ্বর বিষয়ের অসা-রতা প্রতীত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান পরিষ্কার নির্ম্মল চক্ষুর স্বরূপ এবং তাহা এক প্রকার লোকোত্তর জ্ঞান বা অলৌকিক জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিতে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল আলোকিত হয়, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয় ও অত্যুজ্জ্বল প্রত্যক্ষ বিশ্বাস

সমাগত হয়।” বুদ্ধের এ কথা পাতঞ্জলের “তারকং সর্ব্ববিষয়ম্” “তৎ সর্ব্বার্থম্” ইত্যাদি কথার সহিত সমান।

তিনি আরও বলিয়াছেন, ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব হইতে একত্বে অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। (ইহা-রই অন্য নাম বা পরিভাষা একোতীভাব।) তৎকালে ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। তাহা একই পরম পদার্থ, একই ধ্যান, একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও প্রতীতি। তদ্ব্যতীত বস্ত্বন্তরে দৃষ্টি থাকে না, জ্ঞানও থাকে না, সুতরাং ভাবাভাব বা ভাবনা থাকে না। বুদ্ধের এ কথাও পাতঞ্জলোক্ত যোগশাস্ত্রোক্ত "একাগ্রতা পরিণাম” ও “সমাধি পরিণাম” কথার সহিত সমান।

“তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়। জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বৈরাগ্য, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য, এ সমুদয় বোধাতীত হয়, আত্মা এ অব-স্থায় মধ্যব্যবস্থায় অবস্থিতি করে। নির্লিপ্ত, উপেক্ষক, অস্পৃষ্ট, অক্রিয় ও অস্পন্দ হয়। আত্মা তখন কোন প্রকার বোধে আসক্ত নহে, অধীন নহে ও ক্রিয়াহীন।” বুদ্ধের এ উক্তিও যোগ-শাস্ত্রসম্মত-নিরোধপরিণামের ফল বা নামান্তর মাত্র।

শাক্যসিংহ ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গের পর বা বোধিজ্ঞান লাভের পর—আর একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—“চতুর্থ সমাধিতে অর্থাৎ সমাধির চরমাবস্থায় আত্মস্মরণ

তিরোহিত হয়, আমিত্ব বা অহংভাব (ইহাই বুদ্ধমতের আলয় বিজ্ঞান ও জীবাত্মা) বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হয়,না থাকার ন্যায় হয়। অহঙ্কারই পাপের ও সংসারের মূল, তাহার অভাবে পুণ্যের উদয়, পাপ জীবনের ও সংসারের মৃত্যু এবং ধর্ম্মজীবনের বা মনুষ্যোত্তর জ্ঞানের লাভ, ইহাই চরম—এই অবস্থা আসিলেই দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তির উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরম তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। অনন্ত জ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন হয়। সত্ত্ব তখন প্রকৃতিস্থ ও অমর। ইহাই অমরত্ব। আর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জীবন নাই, জরা নাই, বন্ধমোক্ষ নাই। সত্ত্ব অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ, পরমানন্দপ্রাপ্ত ও অমর হয়।" বুদ্ধের এ কথা আর হিন্দুযোগীদিগের নির্ব্বীজ সমাধির ফল আত্মবিমোক্ষ সমান। হিন্দুযোগীদিগের কৈবল্যলাভের লক্ষণ, বুদ্ধের সত্ত্বদর্শন, বেদান্তের ব্রহ্মদর্শন, এ সমস্ত সমান। সত্ত্বশব্দও হিন্দুমতে পরমাত্মবাচী ও ব্রহ্মবাচী। বৌদ্ধের বোধিসত্ত্ব আর হিন্দুমতের জীবন্মুক্ত পুরুষ একই কথা। বুদ্ধ বলেন, শেষাঙ্গ সম্যক্ সমাধি, তাহা হইতে শান্তি ফল উৎপন্ন হয়, সেই শান্তি সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হওয়ার পর উদিত হয়। চিত্ত তখন স্থির, অচঞ্চল, প্রতিকূল অনুকূল কোন ব্যাপারে বিকৃত হয় না। চিত্ত তখন নিরন্তর একই অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহাই শম অর্থাৎ শান্তি। এই শান্তি নির্ব্বাণ জ্ঞানের স্বাদু ফল। চিত্ত নির্ব্বাণ জ্ঞানের প্রভাবে পার-

মিতার অধিকার বশীভূত করে এবং হৃদয় পারমিতার উপরেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। দান, শীল, শান্তি, ধ্যান, বল, বীর্য্য, উপায়, * প্রণিধি, প্রজ্ঞা, সমুজ্জ্বল সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান, এই সকল পারমিতা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধের এ কথাও আমাদের বেদান্তাদিশাস্ত্রোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের অনুরূপ।

---

* শীল = সাধুতা। বীর্য্য = ইন্দ্রিয়াদির উপর অদ্ভুত কর্ত্তৃত্ব ও ধ্যানাদিতে অত্যুৎসাহ। প্রণিধি = নিগূঢ় দর্শন।

সম্পূর্ণ।

১০

কালে

ছেন,